শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

শ্রীমধুসূদন

উৎসর্গ

সাহিত্যরসিক বন্ধু

শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ রায়

করকমলেষু

অমূল্যবাবু,

এই পুস্তকটি রচনা করিবার কল্পনা যখন অঙ্কুররূপে আমার মনে প্রথমে উদ্গত হইয়াছিল, তখন আপনি উৎসাহ না দিলে ইহা বিকশিত হইত কি না সন্দেহ। আপনার উৎসাহ, উপদেশ ও সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে পুস্তকটি আপনার নামের সহিত যুক্ত করিলাম।

১৫।২।৩৯

ভাগলপুর

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

এই নাটকের নায়ক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহা ইতিহাস অথবা জীবনচরিত নহে—নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা কাল্পনিক। মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। অবশ্য মধুসূদনের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির ও সমসাময়িক ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

প্রতি দুই অঙ্কের মধ্যে সময়-সাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না বলিয়া সাধারণ প্রথামত নাটকটিকে আমি অঙ্কে বিভক্ত করি নাই। অভিনয়কালে—যদি অবশ্য ইহা কখনও অভিনীত হয়—যে যে দৃশ্যের পর বিবৃতি দিলে শোভন হইবে তাহাই কেবল লিখিয়া দিয়াছি। যদি কোন দুঃসাহসী নাট্যসম্প্রদায় নাটকখানি অভিনয় করিতে অভিলাষী হন, তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন চরিত্রগুলির আকৃতি বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা স্মরণে রাখেন এবং মেক্-আপ সম্বন্ধে উদাসীন না হন—কারণ এই নাটকের চরিত্রগুলি তিমিরাচ্ছন্ন পৌরাণিক চরিত্র নহে।

"বনফুল"

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের দোষগুলি এ সংস্করণে বর্জন করিলাম। কবির ব্যক্তিত্বকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য কয়েকটি নূতন দৃশ্যও সংযোজন করিয়াছি। নাটকটির উৎকর্ষ-সাধনকল্পে উপদেশ দিয়া অনেকেই আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি—বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট।

আমার ধারণা ছিল এ নাটক কখনও অভিনীত হইবে না, কিন্তু St. Xavier's কলেজের ছাত্রবৃন্দ এবং কলিকাতা Doctors' Amusement Clubএর সভ্যগণ আমার সে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত করিয়াছেন।

২৬।৬।৪২ "বনফুল"

ভাগলপুর

পাত্রপাত্রী

পুরুষগণ

মধুসূদন দত্ত

রাজনারায়ণ দত্ত—মধুসূদনের পিতা

গৌরদাস বসাক
ভোলানাথ চন্দ্র
রাজনারায়ণ বসু
বঙ্কুবিহারী
ভূদেব মুখোপাধ্যায়
বাণী
হরি
} মধুসূদনের সহপাঠিগণ

প্যারীচরণ—রাজনারায়ণ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র

রাজকৃষ্ণ বসাক—গৌরদাসের পিতা

Dr. Corbyn

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোবর্ধন দত্ত—পাওনাদার

রঘু—ভৃত্য

নটবর ঘোষ—মান্দ্রাজ-প্রবাসী বাঙালী

তিনজন পণ্ডিত, ভৃত্য, রাজনারায়ণ দত্তের বন্ধুগণ, রাজনারায়ণ দত্তের জনৈক আত্মীয়, শ্রীমন্ত (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভৃত্য), বয়, বালক ভৃত্য, মুন্সী।

স্ত্রীগণ

জাহ্নবী—মধুসূদনের মাতা

বিন্ধ্যবাসিনী—কৃষ্ণমোহনের পত্নী

কমলমণি—কৃষ্ণমোহনের কন্যা ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পত্নী

দেবকী—কৃষ্ণমোহনের আর এক কন্যা (কমলমণির অপেক্ষা বয়সে ছোট)

রেবেকা—মধুসূদনের প্রথমা পত্নী

হেনরিয়েটা—মধুসূদনের দ্বিতীয়া পত্নী

হরকামিনী—রাজনারায়ণ দত্তের কনিষ্ঠা পত্নী

বাঈজি

মধুসূদনের ৬ বৎসরের কন্যা

দাসী

ভিখারিণী

প্রথম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর-সংলগ্ন একটি কক্ষ। কক্ষটি মহার্ঘ আসবাবপত্রাদিতে সুসজ্জিত। কয়েকটি কেদারা-কৌচও রহিয়াছে। একদিকে প্রাচীরগাত্রে একটি বড় আয়না বিলম্বিত। মধুসূদন সেই আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টাই খুলিতেছেন। তাঁহার জননী জাহ্নবী তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মধুসূদন ১৮ বৎসরের যুবক। কালো রঙ—পাতলা গড়ন—টানা চোখ। চোখে প্রতিভার ছটা। তাঁহার পরিধানে সাহেবি পরিচ্ছদ। তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িতেছেন। 'টাই'টা খুলিয়া তিনি একটি কৌচে বসিলেন। ১৮৪৩ খৃঃ অঃ ফেব্রুয়ারি।

মধু। মা, একটা কাউকে ডাকো না, জুতোর ফিতেগুলো খুলে দিক।

জাহ্নবী। (উচ্চৈঃস্বরে) রঘু—রঘু—

রঘু প্রবেশ করিল

মধু। (পা বাড়াইয়া দিলেন) ফিতেগুলো খোল্—

রঘু বসিয়া ফিতা খুলিতে লাগিল

মা, তুমি আজ কলেজে মাত্র দুটো পোষাক দিয়েছিলে কেন বল ত! এমন অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল আমাকে!

জাহ্নবী। দিয়েছিলাম ত তিনটেই—তোমার বেয়ারাগুলো একটা ফেলে গেছে দেখলাম শেষে—

মধু। Idiots! ওরে রঘু, বেয়ারাগুলোকে ব'লে দিস—আজ একটু পরে আবার পালকির দরকার হবে। আসে যেন তারা ঠিক সময়ে। মা, গৌর বঙ্কু ভোলানাথ আজ আসবে—মনে আছে ত, এখুনি আসবে তারা—

জাহ্নবী। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সব মনে আছে আমার। তুই এখন আমার কথার জবাব দে।

মধু। বলেছি তো ও আমার দ্বারা হবে না।

জাহ্নবী। বিয়ে করবি না তুই?

রঘু বুটজুতা দুইটি খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও একজোড়া সুদৃশ্য চটি আনিয়া মধুসূদনকে দিল। মধুসূদন চটি পায়ে দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া সহাস্যমুখে উত্তর দিলেন।

মধু। বলেছি ত, বিয়ে যদি করি ইংরেজের মেয়ে বিয়ে করব।

জাহ্নবী। শোন ছেলের কথা একবার! কেন, বাঙালীর মেয়ে কি দোষ করলে?

মধু। বাঙালীর মেয়ে! বাঙালীর মেয়ে রূপে গুণে ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারে না।

জাহ্নবী। ক্ষেপা ছেলের কথা শোন একবার!

স-স্নেহে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া

লক্ষ্মী সোনা আমার—সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন কি আর অমত করলে চলে?

মধু। তা হয় না মা—এ আমি কিছুতেই পারব না।

জাহ্নবী। এতে পারবার কি আছে বাবা? বেটা ছেলে বিয়ে করবি, সে আর কি এমন শক্ত—

মধু। ভীষণ শক্ত।

আয়নার সম্মুখে গিয়া কলারটা খুলিতে লাগিলেন

জাহ্নবী। না হয় শক্তই, কিন্তু তুই তো কোনদিন শক্ত কাজ করতে ভয় পাস না। ছেলেবেলায় ভায়ের সঙ্গে ভাব করবার জন্য তুই পোষা পাখীর ছানাটা কেটে ফেলেছিলি, মনে আছে? তুই সব পারিস।

মধু। (ফিরিয়া) তার সঙ্গে এর তুলনা দিচ্ছ তুমি মা! ভায়ের চেয়ে কি পাখীর ছানা বড়?

হাসিলেন

জাহ্নবী। বড় নয় তা মানি। কিন্তু অপর কেউ হ'লে পারত না, তুই ব'লেই পেরেছিলি। তুই ইচ্ছে করলে না পারিস কি? ছেলেবেলায় যখন পাঠশালায় পড়তিস—রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বড় বড় বই কেমন অনায়াসে তুই প'ড়ে ফেলেছিলি। রামের কথা ভুলে গেলি?

মধু। ভুলি নি। কিন্তু যাই বল মা, তোমাদের শ্রীরামচন্দ্র অতি অপদার্থ লোক ছিলেন, কোন শ্রদ্ধা নেই তাঁর প্রতি—

জাহ্নবী। ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই বাবা। শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার—এ দেশের আদর্শ। ইংরেজী প'ড়ে এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি ?

মধু। এতে আর ইংরেজী-বাংলা কি আছে ? ইংরেজী না পড়লেও রামকে আমি খুব বড় মনে করতে পারতাম না।

জাহ্নবী। আচ্ছা, খুব পণ্ডিত হয়েছ তুমি! এখন বিয়ের কি করি তাই বল !

মধু। বললাম তো, আমি পারব না। ও আট বছরে অচেনা খুকীকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

জাহ্নবী। তুই যে অবাক করলি বাছা! অচেনা মেয়েকেই তো বিয়ে করে সবাই। আর আমাদের দেশের আট-ন বছরেই তো বিয়ে হয়। সুন্দরী—সদ্বংশের মেয়ে—তোকে কি যা-তা ধ'রে দিচ্ছি আমরা? অচেনা আবার কি !

মধু। ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা কোথা রাখলাম ? এই যে। গৌরকে দিতে হবে এটা।

জাহ্নবী। আমার কথার জবাব দে—

মধু। আমার ঢিলে পাজামাগুলো কোথা ?

জাহ্নবী। ও-ঘরে আছে। জবাব দিচ্ছিস না যে আমার কথার ?

মধু। (অধীরভাবে) বলেছি তো, পারব না।

জাহ্নবী। উনি কথা দিয়েছেন—সব ঠিক হয়ে গেছে—এখন 'না' বললে কি চলে বাবা ?

মধু। কথা দিলে কেন তোমরা ? কিছুতেই আমি এ বিয়ে করব না।

জাহ্নবী। কিছুতেই না ?

মধু। কিছুতেই না—কিছুতেই না—ও-কথা আমায় আর ব'লো না কেউ। আমার ঢিলে পাজামা কোথায় ? দাও।

জাহ্নবী। ও-ঘরে আছে বললাম তো!

মধুসূদন পাজামা পরিতে গেলেন। জাহ্নবী বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজনারায়ণ। লিখে দিলাম চিঠি—ওরা সুবিধেমত এসে একদিন ঠিকঠাক করে ফেলুক। শুভস্য শীঘ্রম্—কি বল! শহরের যে রকম হাওয়া, মধুকে আর বেশী দিন অবিবাহিত রাখা ঠিক নয়। বিশেষ মধুর মত ছেলে—হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—এখুনি বেহাত হয়ে যাবে।

জাহ্নবী। মধু কিন্তু বিয়ে করতে রাজী নয়।

রাজনারায়ণ। রাজী নয়, মানে?

বিস্মিত হইলেন—তারপর হাসিয়া বলিলেন

বিয়ের আগে ছেলেরা অমন ব'লেই থাকে।

জাহ্নবী। না, তা ঠিক নয়। এই তো এতক্ষণ তাকে বোঝাচ্ছিলাম, কিছুতেই রাজী নয় সে।

রাজনারায়ণ। (দৃঢ়তার সহিত) রাজী হতে হবে—সব জিনিসেই আবদার চলবে নাকি!

জাহ্নবী। ও যে রকম একগুঁয়ে, ধর, যদি বিয়ে না করে?

রাজনারায়ণ। (সজোরে) যদি-টদি নেই—করতে হবেই। রাজনারায়ণ মুন্সী যখন ঠিক করেছে তখন আর 'যদি'র স্থান নেই তার মধ্যে।

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—রাজনারায়ণ বলিয়া চলিলেন

সে কি মনে করে, আমার কথার কোন দাম নেই? কোন ট্যাঁস ফিরিঙ্গির মেয়ের পাল্লায় পড়েছে আর কি! সে দিন কে যেন বলছিল কেষ্ট বন্দ্যোর বাড়ীতে খুব যাতায়াত করছে আজকাল। ওসব চলবে-টলবে না—বুঝিয়ে ব'লো—বুঝলে?

জাহ্নবী। বোঝাচ্ছি তো!

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুরা তো আজ আসবে এখানে খেতে—তাদের ব'লো ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেয় যেন যে, সব স্থির হয়ে গেছে—এখন

আর পেছনো অসম্ভব। গৌরকে ডেকে ব'লো—বুঝলে, গৌরের কথা ও শোনে খুব—

ভৃত্য আসিয়া একটি আলবোলায় তামাক দিয়া গেল। রাজনারায়ণ নিকটস্থ একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

তুমি ওদের সামনে আধ হাত ঘোমটা দিয়ে বেরোও কেন? ছেলের মত ওরা! মধু কোথা গেল?

জাহ্নবী। ভেতরে আছে।

রাজনারায়ণ। তাকে ডেকে দাও তো। আচ্ছা, থাক্। গৌরকেই ডেকে ব'লো—বুঝলে?

জাহ্নবী। বলব।

রাজনারায়ণ। কখন আসবে ওরা?

জাহ্নবী। মধু তো বলছিল এখুনি আসবে। যাই, আমি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা দেখিগে—

জাহ্নবী চলিয়া গেলেন; রাজনারায়ণ বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন.

রাজনারায়ণ। মধু দিন দিন বড় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। পাদরি কেষ্ট বাঁড়ুয্যের বাড়ী খুব ঘন ঘন যাতায়াত করছে—তার এক সুন্দরী মেয়ে আছে শুনেছি; উঁহু, এ ভাল কথা নয়। বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে বাঁচি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। গৌরবাবু, ভোলানাথবাবু, বঙ্কুবাবু এসেছেন।

রাজনারায়ণ। ও, এসেছে ওরা! আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয় এইখানে। আর মধুকেও খবর দে—

ভৃত্য চলিয়া গেল। একটু পরে গৌরদাস, ভোলানাথ ও বঙ্কু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলের পোষাক সেকেলে ধরনের। পরিধানে কাপড়, আজানুলম্বিত আচকান, মাথায় সামলা-জাতীয় টুপি, গায়ে শাল।

এস—এস—ব'স। তার পর, খবর কি? ভাল আছ তো সব?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। তাহার পর—

রাজনারায়ণ। আচ্ছা, তোমাদের **Mathematics**-এর **professor** রিজ সাহেব নাকি নেপোলিয়নের ধ্বজা-বাহক ছিলেন শুনতে পাই। কথাটা কি সত্যি?

ভোলানাথ। তাই তো শুনেছি আমরা।

রাজনারায়ণ। তোমাদের **Captain Richardson**-ও তো মিলিটারিতে ছিলেন—**Captain** যখন, তখন নিশ্চয় ছিলেন।

বঙ্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। যত সব **soldier** এসে মাস্টার হয়ে বসেছে এখানে! তাই বোধ হয় তোমাদের চালচলনও মিলিটারি হয়ে উঠছে ক্রমশঃ! ভাল কথা, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানান্বেষণ' কাগজটার এডিটার আজকাল তোমাদের স্কুলের একজন টিচার, না?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ, রামবাবু—রামচন্দ্র মিত্র সেটা চালান আজকাল—

রাজনারায়ণ। তোমরা লেখ-টেখ তাতে? মধু কি যেন লিখেছে তাতে শুনলাম। দেখবার আর ফুরসৎ পাই নি।

মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও একটি শালের পাড়া-বসানো দামী গরমের ড্রেসিং গাউন।

মধুসূদন। বাইরে একজন মক্কেল এসে ব'সে আছেন।

রাজনারায়ণ। তাই না কি? জ্বালাতন করেছে ব্যাটারা তোমরা তা হ'লে ব'স—আমি দেখি কে আবার এলেন! এই নাও—

এই বলিয়া আলবোলার নলটা মধুসূদনের হাতে দিলেন। মধুসূদন রাজনারায়ণের সম্মুখেই তাহাতে টান দিতে লাগিলেন।

মধু, এদের ফিরে যাওয়ার জন্যে বেয়ারাদের ধ'রে রেখেছ তো? সন্ধ্যে হ'লেই পালায় ব্যাটারা।

মধুসূদন। তাদের থাকতে বলেছি।

রাজনারায়ণ। তোমরা তা হ'লে ব'স। আমি যাই।

চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। (সবিস্ময়ে) তোর হাতে উনি আলবোলার নলটা দিয়ে গেলেন যে! বাবার সামনে তুই তামাক খাস?

মধু। My father minds not your common punctilios—তামাক তো ছেলেমানুষ, আমি যে মদ খাই তাও উনি জানেন। ভাল কথা—

মধু আলবোলার নলটা ভোলানাথের হাতে দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন ও এক বোতল Liqueur ও কয়েকটি গ্লাস লইয়া আসিলেন।

ভোলানাথ। (বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন) Grand!

বঙ্কু। মালটা কি?

ভোলানাথ। Liqueur.

মধু গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন

সেবার তোমাদের বাড়ী পোলাও যা খেয়েছিলাম, জীবনে তা ভুলব না—চমৎকার! তেমন মাংসের পোলাও আমি আর কখনও খাই নি।

মধু। আজও পোলাও হচ্ছে।

গৌরদাস। মাংসের নাকি?

মধু। হ্যাঁ।

গৌরদাস। আমি বৈষ্ণবের ছেলে, আমার জাতটা মারলি দেখছি তোরা! রোজ রোজ মাংস খাচ্ছি, বাবা যদি টের পান ভীষণ কাণ্ড করবেন।

বঙ্কু। বাবাকে জানাবার দরকার কি বাবা?

মধুসূদন সকলের হাতে এক এক গ্লাস Liqueur দিলেন ও নিজের গ্লাসটি ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

মধু। I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O
But she, oft with disdain repaid
My fondness and affection, O

For her I sighed and e'er shall sigh
Tho' she shall ne'er be mine, O
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.
To the Blue-eyed maid, O!

মদ্যপান করিলেন

ভোলানাথ। I drink to Pilau—the Czar of all dishes.

বন্ধু। I do the same.

গৌরদাস। And here is to Madhu. God bless him.

সকলে মদ্যপান করিলেন

মধু। Here is your bottle of lavender, my boy—I hope you got the pomade all right. Believe me, I could not get the lavender that day. এখানকার দোকানদারগুলো হতভাগা—beggars—

ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা আনিয়া গৌরদাসকে দিলেন

গৌরদাস। Many thanks.

মধু। Needn't mention.

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মা গৌরবাবুকে ভেতরে ডাকছেন একবার।

গৌরদাস। আমাকে?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। মাংস খাবি কি না তাই জানতে চাইছেন হয়তো।

ভৃত্যের সহিত গৌরদাস ভিতরে চলিয়া গেলেন

(ভোলানাথের প্রতি) Have you seen my last sonnet in the *Literary Gleaner*?

ভোলানাথ। (সোচ্ছ্বাসে) Haven't I? It is splendid. রিসার্ডসন সাহেব স্বয়ং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন সেদিন।

মধু। রিচার্ডসনের প্রশংসা তুমি শুনলে কোথা থেকে ?

ভোলানাথ। আপিসে সেদিন মাইনে জমা দিতে গেছলাম, দেখলাম রিচার্ডসন সায়েব তোমার সনেটটা Kerr সায়েবকে প'ড়ে শোনাচ্ছেন, আর তোমার তারিফ করছেন।

মধু। (সানন্দে) তাই না কি ? Did Mr. Keer say anything ?

ভোলানাথ। না।

মধু। He is a rogue and an idiot combined—ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন। I can't stand the fellow.

উপরোক্ত কথাবার্তার ফাঁকে বঙ্কু "with your permission মধু" বলিয়া আর এক গ্লাস মদ ঢালিয়া চুমুকে চুমুকে পান করিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ। খাবার আগেই অত বেশী টেনো না—খেতে ব'সে কেলেঙ্কারি করবে শেষকালে।

বঙ্কু। (সহাস্যে) Don't fear—I am Banku Behari—দু'এক গ্লাসে আমার কিছু হয় না।

গৌরদাস ফিরিয়া আসিলেন

মধু। মা ডেকেছিলেন কেন ?

গৌরদাস। তুই নাকি বলেছিস বিয়ে করবি না ! What nonsense !

কথাগুলি মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শুনিলেন

মধু। I never talked more sense in my life !

গৌরদাস। বিয়ে করবি না ?

আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন

বঙ্কু। বিয়ে করবি না ? This is unpoetic, my friend ! বিয়ে করবি বই কি ! We are certainly anxious to get a Juno for our Jupitor.

মধু। (ঈষৎ হাস্য-সহকারে) I don't mind getting a Juno ; কিন্তু আট বছরের এক প্যান্‌পেনে খুকী is hardly a Juno, my boy

ভোলানাথ। বুঝেছি, and I wish you good luck. (মদ্যপান)

মধু। কি বুঝেছিস ?

ভোলানাথ। বাঁড়ুয্যে সায়েবের বাড়ী থেকে তোমাকে বেরোতে দেখেছি একদিন বন্ধু ; কিন্তু গেনু ঠাকুরও যাতায়াত করছে—I warn you.

মধু। সে আর আমি জানি না! But he is after the elder one.

বঙ্কু। You mean—কমলমণি ?

মধু। হ্যাঁ।

বঙ্কু। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে খৃষ্টান হবে ! Capital !

মধু। But where is the harm ?

গৌরদাস। মিস্ দেবকী ব্যানার্জির কথা সত্যি নাকি মধু ?

মধুসূদন কিছু না বলিয়া এক গ্লাস মদ ঢালিলেন ও ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন

বঙ্কু। মধু, সত্যি নাকি ?

মধু এক নিশ্বাসে সমস্ত মদটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন

মধু। Yes, boys, I am in love—I have been fascinated by her ! বাঙালীদের ঘরে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে আমার চোখে পড়ে নি। রূপসী অনেক থাক্‌তে পারে ; কিন্তু আমি ভালবেসেছি তার রুচিকে, তার কাল্‌চারকে। তুমি তো জান ভাই গৌর, আমার জীবনের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা আমি মহাকবি হব—why আকাঙ্ক্ষা—a conviction. I am destined to be a great poet. I sigh for Albion's distant shore—the land of Shakespeare and Milton. আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী—I cannot rest half way—I must soar up and up and up till I am tired, and even then I shall soar, I cannot tie myself to a baby.

ভোলানাথ। By Jove !

বঙ্কু। হ্যাঁ, ওই blue-eyed কবিতাটা তোমারই তো ?

মধু। কেন, কি মনে হয়?

বঙ্কু। মিস্ ব্যানার্জির উদ্দেশে?

মধু। Miss Banerji blue-eyed! না, কিন্তু আমি কল্পনায় যেন একজন কাকে দেখতে পাই—she ie blue-eyed—she is my dream!

অস্ফুটস্বরে আবার আবৃত্তি করিলেন

I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O
But she, oft with disdain repaid
My fondness and affection, O.

গৌরদাস। কিন্তু কপালে বোধ হয় নাচছে blue-skined, not blue-eyed. It is already fixed up.

মধু। He must unfix it. এ বিয়ে আমি করব না—করতে পারি না।

বঙ্কু। আরে, একটা বিয়ে করবি তাতে হয়েছে কি? এ দেশে লোকে হামেসাই চার-পাঁচটা বিয়ে করছে। তুইও না হয় একটা করে ফেল্ বাপ-মার অনুরোধে—পছন্দমাফিক পরে আবার করিস।

মধু। বাপ-মায়ের চেয়ে যে ঢের বেশী exacting, সে আমায় মানা করেছে। তার অবাধ্য হওয়া অসম্ভব।

বলিয়া নিজের কপালে টোকা দিলেন

ভোলানাথ। (বঙ্কুর প্রতি) শুনলে?

বঙ্কু। শুনলাম তো!

গৌরদাস। কিন্তু তোমার মায়ের মুখ দেখে বড় কষ্ট হ'ল।

মধুসূদন কিছু না বলিয়া আরও খানিকটা মদ খাইয়া ফেলিলেন

ভোলানাথ। যাকগে ওসব কথা। মধুর একটা গান শোনা যাক।

গৌরদাস। অনেক দিন গান শুনি নি তোর! গজল হোক একখানা।

মধু। এখন গাইতে ইচ্ছে করছে না ভাই—I am not in a mood for it.

বন্ধু। গান ধরলেই mood এসে যাবে।

গৌরদাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ধর।

মধু। শুধু গলায় শোন তা হ'লে—এস্রার ওপরে আছে।

ভোলানাথ। শুধু গলাতেই হোক, এস্রার দরকার নেই।

মধুসূদন গুন গুন করিয়া শেষে একটি ফরাসী গজল ধরিলেন ও তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইয়া গেল—অনেকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গৌরদাস। চমৎকার! মধু, তুই বাংলায় এগুলো লিখতে পারিস?

মধু। বাংলায়? Abominable.

বন্ধু। You are already a Pope in our college.

মধু। যদি ইংলণ্ডে যেতে পারি, দেখিস আমি কত বড় কবি হব গৌর! তুই অমন চুপ ক'রে ব'সে আছিস কেন?

গৌরদাস। তোর মায়ের মুখটা মনে পড়ছে ভাই। মায়ের মনে কষ্ট দিস না তুই।

মধুসূদন। My dear fellow, যা আমি পারব না তা আমাকে করতে বল কেন? আমি মায়ের জন্য মরতে পারি; কিন্তু বিয়ে করতে পারি না।

গৌরদাস। সংস্কৃত কলেজের ঈশ্বরচন্দ্রকে চেন?

মধুসূদন। You mean বিদ্যাসাগর? চিনি মানে? আলাপ আছে—he is a brilliant Brahmin.

গৌরদাস। তার মাতৃভক্তির গল্প শুনেছ?

মধুসূদন। (অধীর হইয়া) Please don't—সকলের মাতৃভক্তি যে একই ধরনের হতে হবে, সবাইকে যে নদী সাঁতরে মাতৃভক্তি দেখাতে হবে—এ আমি বিশ্বাস করি না। Believe me, I love my mother in my own way and no less.

গৌরদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া

And I love you Gour—you, my dear G. D. Bysak, I love you with all my heart. I wish you were a girl.

সকলে হাসিয়া উঠিলেন

গৌর। ঢের হয়েছে—ছাড় ছাড়।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খাবারের ঠাঁই হয়েছে, আপনারা চলুন।

মধু। যা, যাচ্ছি।

ভৃত্য চলিয়া গেল

মধু। তোমরা এগোও, আমি এগুলো তুলে রেখে দিই। গৌর, তুমি নিয়ে চল এদের।

গৌর। এস।

গৌর, বন্ধু ও ভোলানাথ চলিয়া গেলেন। মধুসূদন মদের বোতল ও গেলাসগুলি দেওয়াল-আলমারিতে তুলিয়া রাখিলেন। রাজনারায়ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজনারায়ণ। এরা কোথায় গেল ?

মধু। ভেতরে খেতে গেছে।

রাজনারায়ণ। তুমি যাবে না ?

মধু। যাচ্ছি।

গমনোদ্যত

রাজনারায়ণ। শোন। (মধু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে, শুনেছ তো ?

মধু। শুনেছি। কিন্তু ও-বিয়ে আমি করতে পারব না।

রাজনারায়ণ। পারবে না মানে ?

মধু। পারব না।

রাজনারায়ণ। You must. আমার মুখের উপর সোজা বললে—পারব না! I like your cheek! ও-সব ছেলেমানুষি রাখ, আমি কাল তোমার জবাব চাই—definitely.

ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

মধু। Coercion ? By Gosh !

তিনিও ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বাড়ী। গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক একটি কেদারায় উপবিষ্ট ও ধূমপানে রত। তিনি যে বৈষ্ণব তাহা তাঁহার বেশভূষাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। গৌরদাস সম্মুখে দণ্ডায়মান।

রাজকৃষ্ণ। লোকের মত লোক ছিল বটে হেয়ার সাহেব। লোকটা সেদিন ম'রে গেছে—সমস্ত দেশটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। এই সব দুরন্ত ছোকরাদের এখন সামলায় কে?

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ডেভিড হেয়ার গামছা হাতে ক'রে স্কুলের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াত—কোন ছেলেকে অপরিষ্কার দেখলে তার মুখ মুছিয়ে দিত। কলেজের ছোকরারা মিশনরিদের সঙ্গে মিশলে তাদের শাসন ক'রে দিত। এখন সে সব করবে কে? (কিছুক্ষণ পরে) মিশনরিদের লেকচার খুব শুনছ তো?

গৌরদাস। আজ্ঞে না।

রাজকৃষ্ণ। আর 'না'! (কিছুক্ষণ পরে) আজকাল তোমরা বাবা লেখাপড়া শিখছ বটে, কিন্তু তোমাদের চালচলন কেমন যেন—

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ওই তোমার বন্ধুটি—বড়লোকের ছেলে—পড়াশোনাতেও ভাল শুনেছি, কিন্তু কেমন যেন—

আবার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌরদাস। মধুর কথা বলছেন?

রাজকৃষ্ণ। হ্যাঁ। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ওর সঙ্গে মিশে তুমি যেন গোল্লায় যেয়ো না। মনে রেখো, ইংরিজীই পড় আর যা-ই কর, সর্বদা এটা মনে রেখো যে তুমি বৈষ্ণববংশের সন্তান। মধু বড়লোকের ছেলে, যা করবে মানিয়ে যাবে। তুমি যেন ওসব অনুকরণ করতে যেয়ো না।

গৌরদাস। আজ্ঞে না।

রাজকৃষ্ণ। কটা টাকা চাই তোমার ?

গৌরদাস। আজ্ঞে দশটা। দুখানা বই কিনতে হবে।

রাজকৃষ্ণ। ঠিক তো ?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজকৃষ্ণ। এই নাও।

ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন

লেখাপড়া শেখা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে বাপ-পিতামহের ধর্মটা জলাঞ্জলি দিতে হবে, এমনও কোন কথা নেই। ঐ এক কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যো জুটেছে—সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলে—কি দুর্মতি দেখ দেখি লোকটার! নিজে মজেছে—দেশসুদ্ধ লোককে মজাচ্ছে—ডিরোজিও সাহেব কড়মড়িয়ে মাথাটি খেয়ে গেছে ওর। ওই খিদিরপুরে তোমার মধুর বাড়ীর পাশেই থাকে এক ছোকরা—কি যে ছাই নামটাও ভুলে গেলাম, তাকেও শুনছি মজিয়েছে—

গৌর। নবীন ?

রাজকৃষ্ণ। হাঁ নবীন—নবীন মিত্তির—শুনছি ছোকরা খৃষ্টান হয়ে যীশু ভজছে। চেন নাকি তাকে ? মিশো না ওসব নবীন-ফবিনের সঙ্গে—অতি বদ ছোকরা ওসব।

উত্তেজিত ভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌর। আজ্ঞে না, আমি তো মিশি না ওর সঙ্গে।

রাজকৃষ্ণ। না, মিশো না—খবরদার মিশো না—এই ফিরিঙ্গি ব্যাটারা এ দেশে সুক্ষণে এসেছে কি কুক্ষণে এসেছে, নারায়ণই জানেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খিদিরপুরের রাজনারায়ণ বাবু আইচেন, দেখা করবার লেগে।

রাজকৃষ্ণ। তাই নাকি ? ডেকে নিয়ে এস।

ভৃত্য চলিয়া গেল

হঠাৎ রাজনারায়ণ এল কেন এ সময় !

রাজনারায়ণ দত্ত প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি

রাজকৃষ্ণ। এস ভায়া, এস। খবর সব কুশল তো?

রাজনারায়ণ। মধু এখানে এসেছে?

রাজকৃষ্ণ। না। গৌরদাস, মধু এসেছে নাকি?

গৌরদাসের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন

গৌরদাস। না।

রাজনারায়ণ। আসে নি? কোথা গেল তবে?

রাজকৃষ্ণ। ব'স, ব'স, দাঁড়িয়ে কেন? ব'স। ব'স। মধু তো আসে নি।

রাজনারায়ণ হতাশভাবে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

রাজনারায়ণ। আসে নি? আমি আশা করেছিলাম, এখানেই পাব তাকে।

রাজকৃষ্ণ। ব্যাপার কি বল তো?

রাজনারায়ণ। মধু কোথা চ'লে গেছে—কোন খবরই পাচ্ছি না।

রাজকৃষ্ণ। চ'লে গেছে?

রাজনারায়ণ। কাল থেকে সে বাড়ী যায় নি। তোমার ছেলে গৌরদাসের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব,ভাবলাম সে হয়তো কোন খবর দিতে পারবে। কিন্তু তোমরা কিছুই জান না দেখছি।

গৌরদাস। আমি তো কিছু জানি না—মধু কাল থেকে কলেজেও যায় নি।

সকলেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

রাজকৃষ্ণ। তামাক খাও। ওরে, কায়স্থের হুঁকোটা নিয়ে আয়।

রাজনারায়ণ। থাক্, তামাক খাব না।

রাজকৃষ্ণ। এ তো বড় বিষম খবর আনলে তুমি! কোথা গেল সে?

গৌরদাস। দেখি একটু খোঁজ ক'রে। দেখি গিরীশের কাছে যদি কোন খবর পাই।

রাজনারায়ণ। বঙ্কু, ভোলানাথ, ভূদেব এরাও ওর খুব বন্ধু। হয়তো ওদের কাছে খবর পাওয়া যেতে পারে।

গৌরদাস। আপনি বস্থন, আমি গিরীশের কাছে দেখি আগে—

চলিয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। ও, তুমি বুঝি বার্ডসাই খাও! তামাক খাবে না? বার্ডসাই আনাব? আমার ওসব পোষায় না ভায়া।

রাজনারায়ণ। না, কিছু দরকার নেই। ভারি দুশ্চিন্তা হয়েছে—কোথায় গেল যে ছেলেটা!

রাজকৃষ্ণ। দুশ্চিন্তা তো হবেই। তবে যাবে আর কোথায়? এখুনি খবর পাবে। তার বিবাহ তো স্থির হয়েছে?

রাজনারায়ণ। ঐ বিবাহ নিয়েই যত গোলমাল, মধু কিছুতেই বিবাহ করবে না, অথচ সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ কি রকম আবদার বল দেখি?

রাজকৃষ্ণ নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করিলেন ও তাহার পর কথা কহিলেন

রাজকৃষ্ণ। আজকালকার এই কলেজের ছোকরারা বড় বেশি স্বাধীন হয়ে পড়েছে ভায়া। একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে কি শিক্ষাই যে ছেলেরা আজকাল পাচ্ছেন তা আর কহতব্য নয়। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) ওই কেষ্ট বন্দ্যো:, রামগোপাল ঘোষ—ওদের কি শিক্ষিত বল তুমি?

রাজনারায়ণ। শিক্ষিত বই কি।

রাজকৃষ্ণ। বিশ্বাস করি না আমি। যত সব আচারভ্রষ্ট কুলাঙ্গার! মানুষ তো নয়, মদের পিপে এক-একটি!

রাজনারায়ণ। (সহাস্যে) কালের গতিকে রোধ করবার কারো সাধ্য নেই। ভাল কথা, রামগোপাল ঘোষ জর্জ টমসনের সঙ্গে জুটে খুব বক্তৃতা করছে আজকাল—শুনেছ তার বক্তৃতা? বক্তৃতা খুব ভালই দেয়।

রাজকৃষ্ণ। ফৌজদারি বালাখানায় বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—না কি একটা হবে শুনেছি। ব্যাপারটা কি হে! হবে কি সেখানে?

রাজনারায়ণ। রাজনীতির আলোচনা। টমসন সাহেবের লেকচার শুনেছ?

রাজকৃষ্ণ। শুনেছি, লোকটা বাগ্মী বটে।

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ টমসনকে এ দেশে এনে এ দেশের মহা উপকার করেছেন। এ রকম বক্তৃতা এ দেশে কেউ কখনও শোনে নি।

রাজকৃষ্ণ। তা বটে, চক্রবর্তী ফ্যাক্‌সন তো একেবারে মেতে উঠেছে!

রাজনারায়ণ। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কি লিখেছে দেখেছ? যেন ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হচ্ছে—কামানের ধ্বনিই বটে! (সহসা) কিন্তু গৌর তো এখনও ফিরল না ভাই! মনটা ভারি উতলা হয়ে উঠেছে। আমার সহধর্মিণী তো অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

রাজকৃষ্ণ। ভাই, রাগ যদি না কর তো একটা কথা বলি তোমায়।

রাজনারায়ণ। কি কথা বল, রাগ করব কেন?

রাজকৃষ্ণ। দেখ, তোমরাই অপরিমিত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছ। তুমি যথেষ্ট উপার্জন কর—শহরের একজন সম্ভ্রান্ত লোক—সবই ঠিক। তোমার ছেলেও খুব প্রতিভাশালী ছেলে, এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু অতি বর্ষণে ভাল ফসল যেমন নষ্ট হয়ে যায়, অত্যধিক আদরে ভাল ছেলেও তেমনি বিগড়ে যায়। ছেলেদের হাতে বেশী কাঁচা পয়সা দেওয়াটা ঠিক নয়—বুঝলে—দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে।

রাজনারায়ণ। তুমি ঠিকই বলেছ—কিন্তু কি করি বল! আমার গৃহিণীই, ভাই, যত নষ্টের মূল। আর দেখ, তুমি বন্ধু লোক, তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই—গৃহিণী সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু করা আমার পক্ষে সহজ নয়। তিনিই আদর দিয়ে দিয়ে মধুর সর্বনাশটা করেছেন। বিশেষ আমার দুটি ছেলে—প্রসন্ন আর মহেন্দ্র মারা যাবার পর মধুই হয়েছে তাঁর নয়নের মণি। আমিও যে তাকে প্রশ্রয় দিই নি তা নয়, মানে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর সহসা বলিলেন

I mean he is my only son. গৌর এখনও ফিরছে না কেন বল তো? গিরীশ কে?

রাজকৃষ্ণ। গিরীশ ঘোষ ব'লে কে একজন ওদের বন্ধু আছে। আজকাল ধর্মের ভেকধারী নানারকম ছেলে-ধরা শহরে আছে কিনা, সেই জন্যেই দুশ্চিন্তা। (কিয়ৎকাল পরে) এদিকে ক্রিশ্চান মিশনারি—ওদিকে আবার ঠাকুর-বাড়ীর 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতাপ! তত্ত্ববোধিনী সভা—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও বেরুল শেষকালে। তত্ত্ব না বুঝিয়ে আর ছাড়বে না। দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে দেবেন ঠাকুর শেষকালে স-পারিষদ ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে পড়ল হে। রামমোহন আর ডিরোজিও ডোবালে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মকে। এখন দেখ তোমার ছেলে গিয়ে কোন দলে ভিড়ল কি না—

গৌরদাস প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক

গৌরদাস। শুনলাম মধুকে নাকি পাদরীরা নিয়ে গেছে—খৃষ্টান করবে।

রাজনারায়ণ বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। খৃষ্টান করবে!

রাজকৃষ্ণ। দেখ, নিশ্চয়ই ওই কেষ্ট বন্দ্যো আছে এর ভেতর—এ কেষ্ট বন্দ্যো না হয়ে যায় না। সাংঘাতিক লোক হে! কিছুদিন আগে 'চন্দ্রিকা-প্রকাশে' বেরিয়েছিল মনে নেই? কার এক ছেলেকে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। উঃ, এ যে ভীষণ ব্যাপার হয়ে উঠল ক্রমে! ছেলে-ধরা হয়ে দাঁড়াল!

রাজনারায়ণ দত্তের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল

রাজনারায়ণ। আমার ছেলেকে ধ'রে নিয়ে খৃষ্টান করবে! স্পর্ধা তো কম নয়! খুন ক'রে ফেলব সব—রাজনারায়ণ মুন্সীকে চেনে না ব্যাটারা! লেঠেল আর শড়কিওয়ালা এনে আগুন ছুটিয়ে দেব। দেখি তো ব্যাটাদের কতদূর হিকমৎ! এস তো আমার সঙ্গে গৌর, কোথায় খবর পেলে তুমি?

গৌর। চলুন।

রাজনারায়ণ ও গৌর বাহির হইয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। তুমি আবার ফিরে এসো এখুনি।

গৌর। (নেপথ্য হইতে) আসছি।

তৃতীয় দৃশ্য

হিন্দু কলেজের বারান্দা। হিন্দু কলেজের ছাত্র বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব বসিয়া গল্প করিতেছেন। সকলেই ১৭।১৮ বৎসরের যুবক। ভূদেবই কেবল বাঙালী পোষাক অর্থাৎ ধুতি চাদর পিরান পরিয়া আছেন, বাকী সকলেরই বিদেশী পোষাক। কাহারও বা মুসলমানী ইজার চাপকান, কাহারও বা সাহেবী স্যুট। বঙ্কুর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। হাসিতে হাসিতে হরি প্রবেশ করিল।

রাজনারায়ণ। (হরিকে) হাসছ যে?

হরি। গোলদীঘিতে কে এক সাহেব পাদরী ধর্মপ্রচার করছেন, কি অদ্ভুত বাংলা বাবা!

ভূদেব। আমাদের মধু নাকি ক্রিশ্চান হচ্ছে শুনলাম।

বঙ্কু। (সিগারেটে টান দিয়া) কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে।

ভূদেব। কিন্তু অনুচিত।

হরি। সবাই যখন জোটা গেছে, দাঁড়াও, কিছু নিয়ে আসি।

চলিয়া গেলেন

বঙ্কু। (ভূদেবকে) উচিত অনুচিত বুঝি না, কিন্তু মনে হচ্ছে অনিবার্য।

ভোলানাথ। General Pollock has planted the British flag on Bala Hissar. These British people will conquer the best of us, if not all of us.

ভূদেব। মধুর ক্রিশ্চান হবার দরকারটা কি? অনেকে ক্রিশ্চান হয় পেটের দায়ে, চাকরির লোভে।

রাজনারায়ণ। মধুর বিলেত যাবার লোভ আছে। কোন পাদরী যদি ওকে বিলেত নিয়ে যাবার লোভ দেখায় তা হ'লে এক্ষুনি ও ক্রিশ্চান হবে।

ভূদেব। বিলেত যাওয়াটাই বড় হ'ল?

বঙ্কু। তোমার কাছে বড় না হতে পারে, তুমি বামুন-পণ্ডিতের ছেলে।

সিগারেটে টান দিলেন

ভূদেব। (ধীরভাবে সংশোধন করাইয়া) বামুন-পণ্ডিত নয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান ব'লেই বুঝতে পারছি না, খৃষ্টান হওয়ার মধ্যে কি এমন মহত্ত্ব আছে!

বঙ্কু। কি বিপদ, ওর ইংলণ্ডে যাবার ইচ্ছে, সমুদ্রযাত্রা করলেই তোমরা জাতিচ্যুত করবে—খৃষ্টান না হয়ে ওর উপায় আছে?

ভোলানাথ। ইংলণ্ড কেন, এই বঙ্গদেশেই খৃষ্টধর্ম বরণ করবার স্বপক্ষে ওর প্রবল যুক্তি রয়েছে, **lovely Miss Banerjee!**

হাসিয়া একটি খবরের কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

ভূদেব। এ কথাটা সত্যি নাকি?

রাজনারায়ণ। রিচার্ডসন সাহেবের প্রিয় ছাত্র ও—তার হাতের লেখাটা পর্যন্ত নকল করতে চায়, এ বিষয়েও যে তার অনুকরণ করবে তা আর আশ্চর্য কি; শুনেছ তো কাপ্টেন সাহেবের কাণ্ড-কারখানা!

ভূদেব। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে কিন্তু। ছি-ছি, এ কি প্রবৃত্তি!

বঙ্কু। তুমি সেকেলে, মধু মডার্ন।

ভোলানাথ। **Not only that, Madhu is a rebel.**

ভূদেব। পরের নকল করার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই। সেদিন মধু ফিরিঙ্গির মত চুল ছেঁটে এসে আমাকে দেখিয়ে বললে—এর জন্যে এক মোহর ব্যয় হয়েছে। এত খারাপ লাগল আমার।

বঙ্কু। খারাপ লাগবার হেতুটা? চমৎকার দেখাচ্ছিল তো!

ভোলানাথ। **He is a genius. We must put up with his eccentricities, Bhudeb.**

ভূদেব। সে যদি পাঁচ চূড়ো, সাত চূড়ো কি ন' চুড়ো কেটে আসত জিনিয়াসের উপযুক্ত নতুন কিছু হ'ত একটা, কিন্তু ফিরিঙ্গিদের নকল করায় প্রতিভার কোন লক্ষণ দেখতে পাই না।

বঙ্কু। **Why not?** সনাতন পদ্ধতিকে কেন মেনে চলব আমরা? **The French Revolution has taught us to pull down and kick out every form of sovereignty.**

ভূদেব। কিন্তু ইয়োরোপে তার চেয়েও আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে **Prince Metternich**-এর, তিনি সভারেন্‌টিতে আস্থাবান।

রাজনারায়ণ। (পড়িতে পড়িতে সহসা) বাঃ, চমৎকার, খাসা লিখেছে। **This is modern Bengal speaking.**

ভোলানাথ। কি পড়ছ ওটা?

রাজনারায়ণ। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। রামগোপাল ঘোষ জমিয়ে তুলেছে—যাই বল।

বঙ্কু। বেশি প্রশংসা ক'রো না, ভূদেব চ'টে যাবে, রামগোরাল ঘোষ মদ খায়।

ভূদেব। (হাসিয়া) সত্যি ভাই, আমার একটুও ভাল লাগে না এসব। রামগোপাল ঘোষের মত লোক মদ খেয়ে অনাচার করবে, মধুর মত ছেলে ফিরিঙ্গিয়ানার পঙ্কে ডুবে যাবে—এসব আমার কাছে অসহ্য।

সহসা সাহেবী বেশে মধুসূদনের প্রবেশ

ভোলানাথ। নাম করতে করতেই এসে হাজির!

বঙ্কু। (ভূদেবকে) নাও, তর্ক কর এইবার।

ভূদেব। তুমি খৃষ্টান হচ্ছ নাকি?

মধু। হচ্ছি।

বঙ্কু। পাদরীটি কে? ডফ, ডিলট্রি, না, ব্যানার্জি?

গাড়োয়ান প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল

গাড়োয়ান। ভাড়াটা হুজুর ?

মধু। ও, হঁ্যা—

পকেট হইতে একমুঠা টাকা বাহির করিয়া গাড়োয়ানকে দিলেন। গাড়োয়ান সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

যাও।

গাড়োয়ান খুব ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

ভোলানাথ। একমুঠো টাকা গাড়ি ভাড়া ! একবার গুনলি না পর্যন্ত ?

মধু। রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে কখনও কাউকে গুনে টাকা দেয় না।

ভূদেব। এমন রাজনারায়ণ দত্তের ছেলের খৃষ্টান হওয়াটা কি ভাল দেখায় ?

বঙ্কু। দাঁড়িয়ে কেন ? ব'স না, তর্কটা জমুক।

মধুসূদন। এখন বসব না।

বঙ্কু। এলে কেন তা হ'লে ?

মধুসূদন। এসেছি রেভারেণ্ড ব্যানার্জির খোঁজে। শুনলাম তিনি এই দিকেই এসেছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে লর্ড বিশপের সঙ্গে দেখা করতে হবে এক্ষুনি। **I am in a hurry.**

ভোলানাথ। উদ্দেশ্য ?

মধুসূদন। লর্ড বিশপ যদি রেকমেণ্ড করেন আমি ফোর্ট উইলিয়মে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার পাউনির বাড়ীতে থাকতে পারি। বাবা শুনছি লাঠিয়াল শড়কিওয়ালা আনিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়মের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়, আর—

ভূদেব। (বিস্মিত) ফোর্ট উইলিয়মে গিয়ে থাকবে ?

মধুসূদন। **Yes, if I can get in.**

ভূদেব। এতটা বীরত্ব নাই বা করলে !

মধুসূদন। দেখ ভূদেব, **you shouldn't meddle in matters beyond you.**

ভূদেব। আহা, রাগ কর কেন, আমার কথাটা শোনই না।

মধুসূদন। শতকরা নাইন্টিনাইন পয়েণ্ট নাইন লোক যে কথা বলছে তুমিও সেই কথা বলবে। আমি পয়েণ্ট ওয়ানের দলে, তোমাদের কথা ঢের শুনেছি and I am sick of it—

ভূদেব। শোনই না আর একবার।

মধুসূদন। (অধীরভাবে) কি বল ?

ভূদেব। তোমার মত রত্ন আমরা হারাতে প্রস্তুত নই।

মধুসূদন। Thanks for your compliment. কিন্তু হারাতে মানে ? রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জে কি হারিয়ে গেছেন ? মহেশ ঘোষ কি হারিয়ে গেছেন ? What do mean by হারিয়ে যাওয়া ! আমি তোমাদেরই আছি, থাকবও চিরকাল। হারিয়ে যাব ! What a silly idea ! এখন আমার বক্তৃতা করবার সময় নেই, চললাম।

দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন

বঙ্কু। (ভূদেবকে) কেমন, হ'ল তো ?

ভূদেব। হঠাৎ এমন ক্ষেপে ওঠবার মানেটা কি ?

ভোলানাথ। মানে, ওই যে বললাম—শ্রীমতী দেবকী ব্যানার্জি।

বঙ্কু। এবং বিলেত যাওয়ার প্রলোভন। He is sighing for Albion's distant shore.

ভূদেব। মধু খৃষ্টান হবে ভাবতেও কেমন যেন লাগে !

রাজনারায়ণ। খৃষ্টান হওয়াটা অবশ্য প্রাণের ভেতর থেকে সমর্থন করি না, কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজ বলতে যা বোঝায় তাতেও কোন ভদ্রলোক টিকতে পারে না।

ভূদেব। তাই বুঝি মশায়ের দেবেন ঠাকুরের ব্রাহ্ম সমাজে গতিবিধি হচ্ছে আজকাল !

রাজনারায়ণ হাসিলেন। হরি নামক যুবকটি এক বোতল মদ, কয়েকটি মাটির ভাঁড় ও কিছু শিককাবাব লইয়া প্রবেশ করিল।

বঙ্কু। যাক, এতক্ষণে সান্ত্বনা পাবার মত কিছু একটা পাওয়া গেল।

ভোলানাথ। স্কুলটাকে অপবিত্র ক'রে আর কি হবে, গোলদীঘিতে গিয়ে বসা যাক চল। রাজনারায়ণ, ওঠ। ভূদেব, আসছ নাকি?

বঙ্কু। উনি সতী, উনি আসবেন মানে?

ভূদেব। (অপ্রতিভ) আমার কেমন যেন প্রবৃত্তি হয় না ভাই, সত্যি বলছি—

রাজনারায়ণ। **Here comes the good Macduff—I mean** গৌরদাস।

বঙ্কু। মধুময় গৌরদাস বল, আসুন, সমস্ত প্রস্তুত—

গৌরদাস বসাকের প্রবেশ

গৌরদাস। মধুর কোন খবর পেয়েছ?

হরি আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, খানিকটা শিককাবাব মুখে দিল

বঙ্কু। তুমি অতটা খেয়ো না—বাঃ, ফুরিয়ে যাবে যে!

খানিকটা কাড়িয়া নিজের মুখে পুরিলেন

ভূদেব। মধু স্বয়ং এসেছিল এখনি।

গৌরদাস। এসেছিল নাকি? কোথা গেল?

ভূদেব। লর্ড বিশপের চিঠি নিয়ে ফোর্ট উইলিয়মে ব্রিগেডিয়ার পাউনির বাড়ীতে গেল।

গৌরদাস। ফোর্ট উইলিয়মে?

ভোলানাথ। বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া কুছ ভি নেহি তো থোড়া থোড়া। লেঠেল শড়কিওলা আনিয়ে ওর বাবা মিলিটারি মেজাজ দেখিয়েছে, ওই বা দেখাবে না কেন? যাই বল **I respect the revolutionary in him.**

গৌরদাস। কতক্ষণ হ'ল গেছে?

ভূদেব। রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জের বাড়ীতে এখনও ধরা যায় বোধ হয় তাকে।

গৌরদাস। তা হ'লে চল যাই। ওর মা বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

ভূদেব। হ্যাঁ, চল। ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

বঙ্কু। তোমরা এগোও, আমরা আসছি পরে।

ভূদেব ও গৌরদাস চলিয়া গেলেন

রাজনারায়ণ। আমাদেরও যাওয়া উচিত কিন্তু।

বঙ্কু। ফোর্ট উইলিয়মে ঢুকতে দেবে কি আমাদের?

হরি। পাগল হয়েছ! ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর ক'রে দেবে। তার চেয়ে চল বাবা, বুলবুলির লড়াই হচ্ছে দেখি গে। পেনেটির বাগানে ভাল বাচখেলাও আছে আজ।

ভোলানাথ। আমাদের কিন্তু উচিত মধুকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা। **I think Rajnaran is right.**

বঙ্কু। সে সব পরে চিন্তা করা যাবে এখন। তবে একটি কথা ব'লে দিচ্ছি—**whatever you do, you cannot stop him.**

হরি। আপাতত চল কোথাও ব'সে এগুলো শেষ ক'রে ফেলি, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে!

বাণীর প্রবেশ

বাণী। উঃ, কি কাণ্ড!

বঙ্কু। আবার কি?

বাণী। মধু আর রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জে এয়সা জোরে জুড়ি হাকিয়ে চলেছে যে, একটু হ'লে চাপা দিয়েছিল আমাকে।

ভোলানাথ। কোথায়?

বাণী। এই গেটের সামনে। ফুল ফোর্সে একজোড়া ওয়েলার ছুটে চলেহে হে টগবগিয়ে।

বঙ্কু। দেখ কাণ্ড

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী। রাজানারায়ণ উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন—জাহ্নবী রোরুদ্যমানা।

রাজনারায়ণ। এখন আর কাঁদলে কি হবে? আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেকে মাথায় চড়িয়েছিলে—ছেলে এখন সেই মাথায় লাথি মেরে চ'লে গেল। উঃ, রামকমলের পরামর্শে কি কুক্ষণেই যে তোমাদের খিদিরপুরে এনেছিলাম—সর্বনাশ হয়ে গেল আমার! (উচ্চৈঃস্বরে) প্যারি—প্যারি—

জাহ্নবী। প্যারি নেই, তাকে পাঠিয়েছি এক জায়গায়।

রাজনারায়ণ। কোথায় পাঠালে তাকে? রোঘো—রোঘো—

রঘু নামক ভৃত্যের প্রবেশ

রঘু। কি বলছেন হুজুর?

রাজনারায়ণ। বৈঠকখানায় মুহুরীকে জিগ্যেস ক'রে আয় যে, যশোর থেকে কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছে কি না! শালাদের দেখাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে?

রাজনারায়ণ। কি কথা?

জাহ্নবী। এ নিয়ে আর একটা অনর্থ বাধিয়ো না তুমি। তোমার দিশী লাঠিওলা কি কেল্লার গোরাদের সঙ্গে পারবে?

রাজনারায়ণ। তুমি বল কি! বাংলা দেশের লাঠির এখনও এত শক্তি আছে যে বন্দুক তার কাছে হার মেনে যাবে। আর তুমি কি মনে কর, বন্দুক আমার নেই?—না, যোগাড় করতে পারি না? আগুন ছুটিয়ে দেব দেখো তুমি। বাঘের বাচ্চা কেড়ে নিয়ে যাওয়া বরং সোজা, কিন্তু আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে ব্যাটাদের। রোঘো—রোঘো—

রঘুর পুনঃপ্রবেশ

রঘু। কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছেন—লেঠেলরা সব এসেছে।

রাজনারায়ণ। যা তুই, বসতে বল্—যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। (কম্পিতকণ্ঠে) আমার ভয় খালি মধুর জন্যে। মধু তো এখন ওদেরই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে—ওদের সঙ্গে চটাচটি করলে ওরা যদি বাছার কোন অনিষ্ট করে? ওরা সব পারে—এক নীলকর সাহেব আমাদের গাঁয়ের একজনকে পুড়িয়ে মেরেছিল।

রাজনারায়ণ। (রাগতকণ্ঠে) তা হ'লে কি করতে বল তুমি?

জাহ্নবী। আমি বলি ওদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে মধুকে ফিরিয়ে আনা যায় না?

রাজনারায়ণ। বুঝিয়ে-সুজিয়ে! আর্চডিকন ডিলট্রি আর ব্রিগেডিয়ার পাউনি কি তোমার পদী পিসী না শান্ত মাসী যে, বুঝিয়ে-সুজিয়ে বললেই বুঝে যাবে? ওরা একমাত্র যুক্তি বোঝে, যার নাম বাহুবল।

জাহ্নবী। একবার দেখ না তুমি চেষ্টা ক'রে—

রাজনারায়ণ। সে আমি পারব না। এই ফিরিঙ্গি পাদরী ব্যাটাদের কাছে হাতজোড় ক'রে আমি বলতে পারব না যে, আমার ছেলেকে তোমরা ফিরিয়ে দাও দয়া ক'রে। এ অসম্ভব আমার পক্ষে।

জাহ্নবী। (সহসা রাজনারায়ণের পায়ে ধরিয়া) ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ছেলেকে তুমি ভালয় ভালয় ফিরিয়ে এনে দাও। রাগ ক'রো না আমার ওপর—আমার মনের ভেতর কি হচ্ছে যদি বুঝতে পারতে তা হ'লে তুমি রাগ করতে না। প্রসন্নকে হারিয়েছি, মহেন্দ্রকে হারিয়েছি, শেষকালে কি মধুকেও হারাব?

রাজনারায়ণ। (সহসা দ্রবীভূত হইলেন) ওঠ—ওঠ—কি করছ! তুমি কি মনে কর, মধু শুধু তোমারই ছেলে? আমার ছেলে নয়? ভুলে যাচ্ছ কেন, মধু আমারও একমাত্র ছেলে—একমাত্র বংশধর? দেখি, দাঁড়াও—মানে লেঠেলরা—বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি তুমি—

উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ বাহির হইয়া

গেলেন। বাহিরের দিকে একটি ভিখারিণীর গান শোনা যাইতে লাগিল। একজন দাসী আসিয়া প্রবেশ করিল।

দাসী। গুপ্তকবির গান গাইতে পারে সেই ভিকিরী মাগী এসেছে মা। সেই যে সেই দিন বলছিলাম যার কথা—তুমি ডেকে আনতে বলছিলে, মনে নেই? ডাকব ওকে? তুমি অমন ক'রে মন গুমরে থেকো না মা, তাতে ছেলের আরও অকল্যাণ হবে। ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে দেখো। ডেকে আনি, কেমন? একটু গান শোন, মন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসী চলিয়া গেল ও ভিখারিণীর সহিত পুনরায় প্রবেশ করিল।

ভিখারিণী। জয় হোক মা!

দাসী। তুই গুপ্তকবির সেই আগমনীটা গা তো!

ভিখারিণী খঞ্জনি বাজাইয়া শুরু করিল

ভিখারিণী। পরবাসী বলে রাণী তোর হারা তারা এলো ওই
অমনি পাগলিনীপ্রায় এলোকেশে ধায়
বলে, কই, আমার উমা কই!
স্নেহে রাণী বলে, আমার উমা কি এলে?
একবার আয় গো আয় করি কোলে।
অমনি দু বাহু পসারি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে,—
হ্যাদে ও পাষাণি, কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলি
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়া কি পাসরিলি!
কৈলাসেতে সবাই বলে, উমা তোর কি মা নাই?
অমনি সরমে মরে যাই।
আমি বলি, আমার পিতে এসেছিলেন নিতে।
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।

জাহ্নবী। ওকে একটা টাকা দিয়ে দে।

দাসী-সহ ভিখারিণীর প্রস্থান। রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণের প্রবেশ

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কি খবর বাবা ?

প্যারীচরণ। আমরা অনেক কষ্টে কেল্লায় ঢুকেছিলাম, মধু এল না।

জাহ্নবী। এল না ? আমার কথা বলেছিলি ?

প্যারীচরণ। সব বলেছিলাম। কত বোঝালাম তাকে, সে কিছুতেই এল না। সেখানে ঢোকা কি সহজ ব্যাপার ! আমাদের আগে গৌরদাস-বাবু ভূদেববাবু গেছলেন—কিন্তু পাদরীরা মধুর সঙ্গে দেখাই করতে দেয় নি। ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল পর্যন্ত গেছলেন, তাঁকে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় নি। ব্যাটারা কি কম পাজি ! কাকাকে বল, ব্যাটাদের নামে ঠুকে দিক এক নম্বর।

জাহ্নবী। আমার কথা বলেছিলি তুই ভাল ক'রে বুঝিয়ে ?

প্যারীচরণ। বলি নি ! অনেকবার বলেছি—সেখানে বেশী কথা কইবার কি যো আছে ? গোরা পাহারা—পাদরী—গিজগিজ করছে।

জাহ্নবী। মধু এল না !

নিস্পন্দভাবে চাহিয়া রহিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে একটি কক্ষ। মধুসূদন সেই ঘরে একাকী পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার হস্তদ্বয় পিছনে নিবদ্ধ—ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। তাঁহার পরিধানে সাহেবী পোষাক—অর্থাৎ ঢিলা পায়জামা ও গরম ড্রেসিং গাউন। খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া তিনি পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিলেন ও নিবিষ্টচিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। Dr. Corbyn—যাঁহার বাড়ীতে মধু অবস্থান করিতেছেন—তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

Dr. Corbyn। The friend who called the other day has come again. Like to see him ?

মধু। (সাগ্রহে) Has Gour come ?

Dr. Corbyn। Yes, some Gourdas Bysak.

মধু। Is there anyone else?

Dr. Corbyn। No, he is alone, shall I send him?

মধু। Yes, please do

Dr. Corbyn। All right.

Dr. Corbyn চলিয়া গেলেন ও একটু পরে গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গৌরদাস আসিতেই মধু তাঁহাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন—

মধু। I am sorry, সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। ভূদেব কোথায়? সে এল না আজ?

গৌরদাস। না, সে আসতে পারলে না। মধু, তুই এ কি করলি ভাই?

মধু। (সহাস্যে) Don't give moral lectures please, believe me—I could not help it.

গৌরদাস। Could not help it! তুই শেষে খৃষ্টান হবি—এ যে ভাবতেও পারি না।

মধু। Well, it requires a little imagination. তোমার সে বালাই নেই—so it is a surprise to you.

গৌরদাস। It *is* a surprise to me—এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

মধু। তোর কল্পনার দৌড় আর কতটুকু? একটা হাউইয়ে আগুন ধরিয়ে দেবার পর সে কি করবে কল্পনা করতে পারিস?

গৌরদাস। তার মানে?

মধু। The rocket has cought fire my friend, and it will shoot up. No moral lectures can stop it now.

গৌরদাস। Fireটা কি তাই তো বুঝতে পারছি না। Is it Miss Banerji?

মধু। Nonsense.

গৌরদাস। তবে হঠাৎ এমন বিদ্রোহ?

মধু। I won't be ruled over. I shall break through bonds. I is in my nature—it is in my blood. (একটু পরে) Nonsense—Miss Banerji indeed !

গৌরদাস। সবাই বলছে কিন্তু।

মধু। Let them—

গৌরদাস। তোর মায়ের কথা একটু মনে হ'ল না ?

মধু। (মিনতি করিয়া) Please don't. Damn it ! (সহসা উত্তেজিত হইয়া) তোমরা পাঁচজনে এসে মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবে তবে সে কথা ভাবব ? Do you take me for a dead log of wood ? How dare you ? Please let my private feelings alone—I curse them—I nurse them—but I shall never let them crush me. Never ! Do you know, she haunts me ? But I won't be dragged down—I shall stick to my principle. I will.

গৌরদাস। তোমার আবার principle আছে নাকি ? You have enough of sentiments, no doubt—কিন্তু principle ?

মধু। My sentiments are my principle.

গৌরদাস। পিতামাতার প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে তো ?

মধু। আছে। কিন্তু পিতামাতারও তো আমার প্রতি একটা কর্তব্য থাকা উচিত।

গৌরদাস। তার মানে ?

মধু। They should let me go my own way—তাঁরা আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন—প্রতিপালন করেছেন—ওখানেই তাঁদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। এর পর আমার জীবনের ভার আমার হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার ambition অনেক বেশী। I want to go to England—I want to become a great poet—why should I rot in this barbarous Hindu Society of Bengal ?

গৌরদাস। আচ্ছা, তুই একবার বাড়ী ফিরে চল্ তো—মায়ের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে চ'লে আসিস্।

মধু। অসম্ভব। এখন আমি কোথাও যাব না।

গৌরদাস। কাউকে কিছু না ব'লে এমন ভাবে লুকিয়ে চ'লে আসাটা ঠিক হয় নি তোমার।

মধু। গৌর, তুমি বৈষ্ণব তো! তোমাদের চৈতন্যদেব যদি মায়ের আঁচল ধ'রে ব'সে থাকতেন, খুব ভাল কাজ হ'ত সেটা? **Believe me, my dear Gourdas, the tremendous force which swept him away from home and hearth to something Great has driven me also to Christianity**—একটু বাড়িয়ে বলছি না আমি। পাখী যখন ডিম ফুটে বেরোয় সে কি তখন খোসাটাকে আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে থাকতে পারে? ডানা মেলে আকাশে তাকে উড়তেই হবে—**this is life**

গৌরদাস। Well, then enjoy life. Good Bye.

মধু। (আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন) না না, রাগ করিস নি ভাই গৌর। তোরাও যদি রাগ করিস, তোরাও যদি আমাকে না বুঝিস, তা হ'লে আমি দাঁড়াব কোথা ভাই? **Let womenfolk or their like say whatever they choose—but why should you!** শোন্, এইটে লিখেছি আজ। **This will be sung on the occasion of my conversion.** ব'স্। ভাল ক'রে শোন্।

পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন

1

Long sunk in Superstition's night
By Sin and Satan driven
I saw not, cared not, for the Light
That leads blind to Heaven.

2

I sat in darkness, Reason's eye
Was shut, was closed in me
I hasten'd to Eternity
O'er errors' dreadful sea.

3

But now, at length, Thy grace, O Lord,
Bids all around me shine!
I drink Thy sweet, Thy precious word
I kneel before Thy shrine!

4

I have broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake
All, all I love beneath the skies,
Lord! I for Thee forsake!

গৌরদাস। Can you really forsake?

মধু। মিল দিয়ে কবিতা লেখার তো ঐ গোলমাল ভাই। You are forced to use words which you don't mean to. কেমন হয়েছে লেখাটা? (হাসিলেন)

গৌরদাস। Not bad.

মধু। Don't be sulky Gour, come.

Dr. Corbyn আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই গৌর উঠিয়া দাঁড়াইলেন

Dr. Corbyn। Tea is ready.

মধু। (গৌরদাসকে) Will you have tea?

গৌরদাস। No, thanks. I shall go now.

Dr. Corbyn। I hope you will tell his father that we have kept his son as nicely as our means would permit.

গৌরদাস এ কথার কোন উত্তর দিলেন না

গৌরদাস। চললাম তা হ'লে—Good Bye.

Dr. Corbyn ও মধুর সহিত করমর্দন করিয়া চলিয়া গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। দত্ত মহাশয় চেয়ারে উপবিষ্ট—জাহ্নবী তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছেন।

রাজনারায়ণ। ওঠ—আমার পা ছাড়। তোমার কথা তো রেখেছি—লেঠেল শড়কিওলা সব ফিরিয়ে দিয়েছি—মধুকে ফিরিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—হ'ল না তো কিছুই! এ কোলকাতা শহরে খৃষ্টান না হয়ে সে যদি বিলেত গিয়ে খৃষ্টান হ'ত তা হ'লেও বাঁচতাম—মাথাটা আমার এতখানি হেঁট হ'ত না—শহরময় এমন ঢি-ঢি পড়ত না। দ্বারিক ঠাকুর, রামমোহন রায়—শহরের দুজন ভদ্রলোক তো বিলেত গেছেন, ওতে লজ্জার কিছু ছিল না। ছাড়, আমার পা ছাড়—ওঠ—ওঠ—কি করতে বল আমাকে তুমি?

জাহ্নবী উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু নতমুখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন

হাজার খানেক টাকাও তাকে পাঠিয়েছিলাম যে, খৃষ্টান হতে হয় বিলেত গিয়ে হও গে—কিন্তু সে টাকাও তো সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেঁদে আর কি হবে? আমি আর কি করব বল? একমাত্র ছেলে হ'লেও খৃষ্টান ছেলে আর ঘরে নেওয়া যায় না। কি মুশকিল! কথা বলছ না কেন? কি করতে বল আমাকে তুমি?

জাহ্নবী। (ধীরে ধীরে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিলেন) তাকে মাপ কর তুমি।

রাজনারায়ণ। মাপ করতে পারি, কিন্তু ঘরে নিতে পারি না। মাপই বা করব কেন তাকে? সে আমাদের যত বড় আঘাত দিয়েছে তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে না? পুত্রের কর্তব্য সে তো করে নি!

জাহ্নবী। রাগ ক'রো না। ভেবে দেখ—আমাদের কর্তব্যও আমরা করি নি।

রাজনারায়ণ। করি নি? তার জন্যে না করেছি কি? সে যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি, তার জন্যে জলের মত অর্থব্যয় করেছি—

জাহ্নবী। টাকা খরচ করলেই কর্তব্য করা হয় না—অতিরিক্ত আদর দিয়ে আমরাই তাকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলেছি। মধু যে আজ এমন হয়েছে, তার জন্যে আমরাই দায়ী—

রাজনারায়ণ। তবে কি তোমার ইচ্ছেটা আমি এখন গিয়ে পায়ে ধ'রে তার ক্ষমা চাই·

জাহ্নবী। না, তার ক্ষমা চাইতে হবে না, তাকেই তুমি ক্ষমা ক'রো—তার ওপর রাগ ক'রে থেকো না। সে আমাদের একমাত্র ছেলে।

রাজনারায়ণ। (উচ্চতরকণ্ঠে) শুধু একমাত্র ছেলে নয়—একমাত্র বংশধর—জলপিণ্ডের একমাত্র আশা। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে। ছেলে খৃষ্টান হয়েছে, ধর্ম্মত তার মৃত্যু হয়েছে—আমরা অপুত্রক হয়েছি—তার জন্যে কাঁদতে পার; কিন্তু আর তাকে ফিরে পাবে না।

জাহ্নবী। (ব্যাকুলভাবে) না, এমন কথা তুমি ব'লো না। মধু আবার ফিরে আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে। প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তাকে ঘরে তুলে নেব আমরা। আমি প্যারীকে পাঠিয়েছি—

রাজনারায়ণ। কোথা পাঠিয়েছ?

জাহ্নবী। (সভয়ে) মধুকে ডেকে আনতে।

রাজনারায়ণ। তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

জাহ্নবী। রাগ ক'রো না - মাপ কর তাকে।

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) মাপ তাকে আমি করতে পারি না। খৃষ্টান হয়ে সে আমার ইহকালের মর্যাদা নষ্ট করেছে, পরকালের সদ্গতির পথ বন্ধ করেছে। সে আমার পুত্র নয়—শত্রু।

আবার উপবেশন করিলেন। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে তুমি? আবার তুমি বিয়ে কর—

রাজনারায়ণ। বিয়ে করব!

জাহ্নবী। আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে, আমার আর ছেলে হবে না। যদি বিয়ে ক'রে আবার তোমার ছেলে হয় আমাদের দুজনেরই ভাল হবে। তুমি আবার বিয়ে কর—

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন

রাজনারায়ণ। এ তুমি বলছ কি?

জাহ্নবী। ঠিকই বলছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি। তা ছাড়া এতে মঙ্গলই হবে। তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। আমি তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি আবার বিয়ে কর—আবার নূতন পুত্র লাভ কর। মধু আমার একারই থাক্—তাকে তুমি ক্ষমা কর শুধু—

রাজনারায়ণ। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) ক্ষমা কর মানে? কি করতে হবে আমাকে?

জাহ্নবী। তার ওপর রাগ ক'রে থেকো না—তার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রো না।

রাজানারায়ণ। বেশ। তার জন্যে কিছু অর্থব্যয় করলেই যদি তোমার তৃপ্তি হয়—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু হিন্দু কলেজে খৃষ্টান ছেলেদের তো স্থান নেই। বিশপ্‌স্ কলেজে অবশ্য পড়তে পারে। খৃষ্টান ছেলেরা সেখানে পড়ে শুনেছি। (একটু পরে) কিন্তু সে আমার টাকা নেবে তো? হাজার টাকা পাঠিয়েছিলাম, ফেরত দিয়েছে। সাবালক পুত্র তোমার!

জাহ্নবী। সে আমি ব্যবস্থা করব।

রাজনারায়ণ। বেশ।

জাহ্নবী। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার হিন্দু ক'রে নেব।

রাজনারায়ণ। পণ্ডিতদের বিধানে খৃষ্টান হয়তো হিন্দু হতে পারে, কিন্তু অবাধ্য ছেলে বাধ্য হয় না। অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি; সে অনুরোধ আমায় ক'রো না—

উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। জাহ্নবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্যারীচরণকে দেখিয়াই জাহ্নবী ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্যারীচরণ। (চুপি চুপি) কাকীমা, মধু এসেছে।

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কই, কোথা ?

প্যারীচরণ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে এলো না। বলছে, ভেতরে এলে যদি তোমরা রাগ কর—

জাহ্নবী। যা তুই, ডেকে নিয়ে আয় তাকে—

প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। একটু পরেই মধু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুর সাহেবী পোষাক। মধু আসিয়া জাহ্নবীকে জড়াইয়া ধরিলেন।

মধু—মধু—বাবা আমার !

মধু। মা, খুব রাগ করেছ তুমি ? সত্যি আমায় ভুল বুঝো না মা তোমরা। আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। খৃষ্টান হওয়া কিছু অন্যায় কাজ নয়। আগে শোন আমার কথা—মিছে ভুল বুঝে দুঃখ ক'রো না।

জাহ্নবী। দুঃখ করব না ? তুই বলছিস কি মধু ! এ দুঃখ যে আমার ম'লেও যাবে না ! আমাদের একমাত্র ছেলে তুই খৃষ্টান হয়ে গেলি—দুঃখ করব না ? না হয় বিয়ে তুই না-ই করতিস, খৃষ্টান হতে গেলি কেন ?

মধু। খৃষ্টান হওয়া তো কোন খারাপ কাজ নয় মা। আজকাল পৃথিবীর সভ্য লোকেরা সবাই খৃষ্টান। আমি পৃথিবীতে বড় হতে চাই মা—খৃষ্টান না হ'লে বড় হওয়া যায় না। যীশুখ্রীষ্ট কত বড় লোক ছিলেন তা যদি জানতে তা হ'লে বুঝতে, আমি কোন হীন কাজ করি নি। যিনি পরের জন্যে অনায়াসে—

জাহ্নবী। আমি বুঝতে চাই না বাবা। আমার একমাত্র ছেলে তুই—তোকে আমি একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারব না। তুইই কি পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে? আমি সামনে ব'সে না খাওয়ালে যে তোর খাওয়া হয় না বাবা! এ ক'দিন কোথা ছিলি তুই? কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেছিলি—

অশ্রুপাত

মধু। চ্যাপলেন ডনের বাড়িতে আছি এখন। কাঁদছ কেন তুমি?

জাহ্নবী। আজই চ'লে আয় তুই সেখান থেকে—আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মধু। এখন নয় মা। ওরা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে বলেছে, ওদের সঙ্গে এখন কিছুদিন থাকা দরকার—

জাহ্নবী। না, কিছু দরকার নেই। এখানকার লেখাপড়া শেষ ক'রে নে—বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পরে হবে 'খন।

মধু। বিশপ্‌স্ কলেজে পড়ার অনেক খরচ—পাব কোথায়?

জাহ্নবী। পাবি কোথায়! এতদিন যেখানে পেয়েছিস সেখানেই পাবি।

মধু। বাবার টাকা আমি নেব না।

জাহ্নবী। অমন কথা বলিস যদি আত্মহত্যা করব আমি। (সস্নেহে) ছি বাবা, অমন কথা বলতে নেই। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তোকে—

মধু। প্রায়শ্চিত্ত? কিসের? কোনও পাপ তো করি নি!

জাহ্নবী। তা না হ'লে সমাজে যে তোকে ঠাঁই দেবে না।

মধু। এই পচা সমাজে ঠাঁই পেতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। তা ছাড়া আমি বিলেত যাবই, তখন এ সমাজে আমার স্থান হবে কি ক'রে? এ সমাজে তো বিলেত-ফেরতদেরও স্থান নেই!

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্ত করবি না তুই তা হ'লে?

মধু। অসম্ভব, প্রায়শ্চিত্ত করব কেন? কি এমন পাপ করেছি?

জাহ্নবী। লক্ষ্মী বাবা আমার—

মধু। তোমার কথায় বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়াশোনা করতে রাজী আছি; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব না।

জাহ্নবী নতমুখে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন

কেঁদো না মা। কাঁদছ কেন শুধু শুধু? কেঁদো না—কেঁদো না—তোমার কান্না দেখতে পারি না আমি। বিশ্বাস কর আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। আমি বড় হতে চাই -আজকাল খৃষ্টান না হ'লে বড় কিছু হওয়া যায় না। অবুঝের মত কেঁদো না খালি—বুঝে দেখ—শোন আমার কথা—মা, শুনছ—কেঁদো না—কেঁদো না—

জাহ্নবী। তুই ফিরে আয় বাবা—

মধু। আমি তো যাই নি কোথাও—শুধু শুধু অস্থির হও কেন?

জাহ্নবী। ফিরে আয় বাবা তুই ফিরে আয়

উঠিয়া গিয়া মধুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অবিচলিত মধু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার সন্ন সহসা বলিলেন—

মধু। আমি এখন চললাম।

জাহ্নবী। এখনই?

মধু। হ্যাঁ।

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্তের তা হ'লে—

মধু। ও-কথা ব'লো না, তা হ'লে আর আসব না আমি। প্রায়শ্চিত্ত করা অসম্ভব। সে আমি পারব না।

দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। জাহ্নবী তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রথম বিরতি

সপ্তম দৃশ্য

রেস্তোরেগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহসংলগ্ন উদ্যান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার পত্নী কমলমণি দুইখানি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের হস্তে একটি খবরের কাগজ, কমলমণি কার্পেট বুনিতেছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) দেবকীর ইচ্ছেটা কি ?

কমলমণি। (মুচকি হাসিয়া) তার তো খুবই ইচ্ছে—

জ্ঞানেন্দ্র। তবে আর বাধাটা কি ? মধুসূদন তো খৃষ্টান হয়েই গেছে। সুতরাং ধর্ম্মত আর কোন বাধাই নেই। তা হ'লে এবার লাগিয়ে দেওয়া যাক বিয়েটা।

কমলমণি। তোমার যে খুব উৎসাহ দেখছি !

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয়। ল্যাজ-কাটা শেয়ালের গল্প শোন নি ?

কমলমণি। শুনেছি। তা ল্যাজ নিয়ে থাকলেই পারতে নিজেদের সমাজে, ল্যাজের জন্যে যখন মনে মনে এত আক্ষেপ !

জ্ঞানেন্দ্র। ওই দেখ ! রাগ করলে তো ? নাঃ, খৃষ্টধর্ম্ম তোমাদের মনে এখনও যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে নি দেখছি। তোমরা যে মেয়ে-মানুষ, সেই মেয়েমানুষই থেকে গেছ।

কমলমণি। তা তো ঠিকই ! কিন্তু একটা কথা জানতে আমার ভারি ইচ্ছে হয়।

জ্ঞানেন্দ্র। কথাটা কি ?

কমলমণি। বড় হিন্দুবংশের সন্তান—বিশেষ ক'রে 'রিফরমার' পত্রিকার সম্পাদকের ছেলে—তুমি যে খৃষ্টান হয়ে গেলে, সত্যি ক'রে বুকে হাত দিয়ে বল দিকি কেবল কি আলোকের জন্যে ?

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয়। ফড়িং পর্যন্ত আলোর দিকে ছুটে আসে—আমরা তো মানুষ !

কমলমণি। হিন্দুধর্মে কি আলোকের অভাব আছে বলতে চাও ?

জ্ঞানেন্দ্র। (সামান্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) তুমি ব্যারিস্টারি করবে ?

কমলমণি। (সবিস্ময়ে) ব্যারিস্টারি করব মানে ?

জ্ঞানেন্দ্র। আমার বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হওয়ার কথা। আমি ভাবছি, আমি ব্যারিস্টারি না প'ড়ে তোমাকে পড়ালে বেশী কাজ হবে।

হাসিলেন

কমলমণি। থাক্, ঢের হয়েছে। এ দেশে মেয়েরা করবে ব্যারিস্টারি ? তা হ'লেই হয়েছে। এমনিই তো তোমাদের গুপ্তকবির ছড়ার জ্বালায় অস্থির। মেয়েরা ইস্কুলে সামান্য লেখা-পড়া শিখছে তাই নিয়েই তোমাদের কত আন্দোলন, খবরের কাগজে লেখালেখি, মাঠে-ঘাটে বক্তৃতা! সামান্য ইস্কুলে পড়া নিয়েই এত কাণ্ড—ব্যারিস্টারি করলেই হয়েছে! (একটু পরে) ভাগ্যে মিশনারিরা কতকগুলো মেয়েদের ইস্কুল করেছে, তাই এ দেশের মেয়েদের বর্ণ-পরিচয় হচ্ছে। চোখ বুজে ভাবছ কি ?

জ্ঞানেন্দ্র। গুপ্তকবির সেই ছড়াটা মনে করছি—দাঁড়াও—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে—
এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলাতি বোল কবেই কবে।
আর কিছু দিন থাক রে ভাই
পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

বেড়ে লিখেছে কিন্তু—

কমলমণি। তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না যে!

জ্ঞানেন্দ্র। কি কথার ?

কমলমণি। খৃস্টান হয়েছ কেন ? সত্যি ক'রে বল তো!

জ্ঞানেন্দ্র। অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে কে না চায় ?

কমলমণি। (গম্ভীরভাবে) বিশ্বাস করি না।

জ্ঞানেন্দ্র। বিশ্বাস না করার হেতু ?

কমলমণি। হেতু খুব স্পষ্ট। তুমি খৃষ্টান হয়েছ আমার জন্তে, আর মধুসূদনবাবু খৃষ্টান হয়েছেন দেবুর জন্তে। আলো-টালো বাজে কথা।

জ্ঞানেন্দ্র। তোমরাই তো আলো। কি মুস্কিল !

কমলমণি। ভারি খারাপ লাগে আমার।

জ্ঞানেন্দ্র। কি খারাপ লাগে ?

কমলমণি। তোমাদের এই ভণ্ডামি। বাবা কিন্তু খৃষ্টান হয়েছিলেন ধর্মের জন্তে—বিয়ে করার জন্তে নয়।

জ্ঞানেন্দ্র। গুরুজন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে চাই না।

কমলমণি। তোমরা সব ভণ্ড।

জ্ঞানেন্দ্র। (হাসিয়া) শুধু ভণ্ড—লণ্ডভণ্ড।

পুনরায় কমলমণি কার্পেট এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাগজে মন দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

কমলমণি। মায়েরই হয়েছে মুস্কিল! তিনি সেকেলে মানুষ—গোঁড়া বামুনের মেয়ে, কিছুতেই তিনি তোমাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছেন না। বেশী বাড়াবাড়ি তাঁর বরদাস্ত হয় না কিছুতে। বাবা খৃষ্টান হবার পর কিছুদিন তো তিনি আসেনই নি বাবার কাছে—জান তো এ কথা ?

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি।

কমলমণি। এখনও তিনি মনে মনে গোঁড়া হিন্দুই আছেন। মা বলছিলেন, মধুসূদন খৃষ্টানই হোক, আর যাই হোক, কায়স্থ তো। সেই জন্তে মায়ের মনোগত ইচ্ছে নয় যে, দেবুর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়।

জ্ঞানেন্দ্র। উঃ, ভাগ্যে আমি তা হ'লে ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছিলুম বল !

কমলমণি। নিশ্চয়, অন্য জাত হ'লে মা কক্‌খনো বিয়ে দিতে রাজী হতেন না।

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা, তোমার বাবা যে একটি হিন্দু বিধবা যুবতীকে এনে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ক'রে বাড়িতে জিইয়ে রেখেছেন, সেটির গতি কি হবে ?

কমলমণি। শুনছি গোপালবাবু তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। কে—গোপাল মিত্তির—the famous scholar ?

কমলমণি। শুনছি তো। যাই বল বাপু, লেখাপড়াই শেখ আর যা-ই কর তোমরা পুরুষরা ভারি হ্যাংলা !

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাংলা বললে একটু বেশী অবিচার করা হয় আমাদের ওপর। আমরা ঠিক কি জান? যাকে বলে Inquisitive ! নতুন কিছু দেখলেই সেদিকে ছুটে যাই—সেটাকে উলটে-পালটে নেড়ে-চেড়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। বছর কয়েক আগে কোলকাতায় একবার বেলুন উড়েছিল—রবার্টসন সাহেব উড়িয়েছিলেন—উঃ, সেদিনের কথাটা এখনও আমার বেশ মনে আছে—সারা শহরময় সে কি হৈ-চৈ ! হেঁটে হেঁটে পায়ে ফোস্‌কা প'ড়ে গেল—ব্যাপার কি—না, একটা বেলুন উড়বে।

কমলমণি। আমাদের বিয়ে করাটা তা হ'লে সেই বেলুন দেখার মত ?

জ্ঞানেন্দ্র। আরে না, তা হ'তে যাবে কেন ? কি মুস্কিল ! আমাদের স্বভাবটা কি রকম তাই বলছিলাম—

কমলমণি। (মাথা নাড়িয়া) বুঝেছি—

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর পত্নী বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বেশভূষা হিন্দুভাবাপন্ন। পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া। তিনি আসিতেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও কমলমণি উঠিয়া দাড়াইলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী। কমলি ! তুই দেখ্‌ তো মা গিয়ে—চায়ের সব আয়োজন ঠিকমত হ'ল কি না ! আমি বাপু পাড়াগাঁয়ে মানুষ, ওসব চা-টা করা আমার ঠিক আসে না। ওঁর তো কলেজ থেকে আসবার সময় হ'ল। ঠিক-ঠাক ক'রে দে মা তুই।

কমলমণি। (সহাস্যে) চাকরটাকে বল না—সে তো সব জানে।

বিন্ধ্যবাসিনী। না বাছা, ওসব অনাচার আমি সইতে পারব না। ম্লেচ্ছ চাকরের হাতে আমি খেতেও পারব না—কাউকে খেতে দিতেও পারব না। কি জাত তার ঠিক নেই !

কমলমণি। মাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

হাসিয়া চলিয়া গেলেন

বিন্ধ্যবাসিনী। তা ছাড়া মেলেচ্ছই হোক আর যাই হোক, আমরা থাকতে চাকরে খাবার তৈরি করবে কেন—কি বল বাবা?

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

বিন্ধ্যবাসিনী। আচ্ছা বাবা, রাজনারায়ণবাবুর ছেলে মধুসূদন তো দেবুকে বিয়ে করতে চাইছে—শুনেছ বোধ হয় সে কথা?

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি। মধু ছেলে ভাল।

বিন্ধ্যবাসিনী। তা আমি জানি। কিন্তু শুধু ছেলে ভাল হ'লেই তো চলবে না—আরও অনেক কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত, ওরা কায়স্থ। খৃষ্টানই হোক আর যাই হোক, রক্ত তো বদলাবে না! তার পর দ্বিতীয় কথা, খৃষ্টান হওয়ার জন্যে ওর বাপ হয়তো ওকে ত্যাগ করবে। বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত যদি করে ওকে, ওর হাতে কি মেয়ে দেওয়া উচিত হবে?

জ্ঞানেন্দ্র। আমার হাতে মেয়ে দিয়েছিলেন তা হ'লে কি ক'রে? আমিও তো বাবার মতের বিরুদ্ধে খৃষ্টান হয়েছি।

বিন্ধ্যবাসিনী। তোমার কথা আলাদা! কত বড় বংশের ছেলে তুমি! তা ছাড়া তুমি বিলেত যাবে, ব্যারিস্টার হবে। মধু তো ছেলেমানুষ—লেখা-পড়াই শেষ হয় নি এখনও ওর। মেয়ের ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে!

জ্ঞানেন্দ্র। মধু পড়াশোনায় খুব ভাল—ও ছেলে উন্নতি করবেই। মধুর পড়াশোনার খরচ তো ওর বাবাই দিচ্ছেন। ত্যাজ্যপুত্র করবেন কেন?

বিন্ধ্যবাসিনী। এখন না হয় খরচ দিচ্ছেন, কিন্তু ধর যদি তাঁর একটি ছেলেই হয়—তখন? বিয়ে যখন করেছেন তখন ছেলে হবেই না বা কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। মধু যে রকম ছেলে ওর ঠিক উন্নতি হবে। উনি যদি বরাবর ওকে পড়ার খরচ দেন—আর দেবেনই বা না কেন—ত্যাজ্যপুত্র করার কোন কথা তো শুনি নি।

বিন্ধ্যবাসিনী। ত্যাজ্যপুত্র করতে আর কত দেরি লাগে—করলেই

হ'ল। কিন্তু আসল কথা কি জান বাবা, আমরা নৈকষ্য কুলীনের বংশ—আমাদের বংশের মেয়েকে কায়স্থের হাতে দিতে কেমন যেন মন সরে না।

জ্ঞানেন্দ্র। দেবকীর ইচ্ছেটা কি?

বিন্ধ্যবাসিনী। মেয়ে তো মধুকে বিয়ে করবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছেন, কালে কালে কতই যে দেখব বাবা! (সহসা) যাই, দেখি, ওরা কতদূর কি করলে—ওঁর কলেজ থেকে ফেরবার সময় হ'ল। তোমাকে কি চা পাঠিয়ে দেব, না, উনি এলে একসঙ্গে খাবে?

জ্ঞানেন্দ্র। একসঙ্গেই খাব।

বিন্ধ্যবাসিনী চলিয়া গেলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিছনে লম্বা বেণী দুলিতেছে। মেয়েটি রূপসী। স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের কমনীয় চটুলতা তাঁহাকে আরও মনোহারিণী করিয়াছে। তাঁহার হাতে একটি পুস্তক রহিয়াছে—শেলির কাব্যগ্রন্থ।

। বাজি জিতেছি—টাকা দিন। এই দেখুন 'our' রয়েছে—

জ্ঞানেন্দ্র। তাই নাকি? কই, দেখি?

দেবকী। এই যে দেখুন—

পাঠ করিলেন

We look before and after
  And pine for what is not;
Our sincerest laughter
  With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those
  That tell of saddest thought.

এই দেখুন স্পষ্ট লেখা রয়েছে—'our' দু জায়গাতেই আছে।

জ্ঞানেন্দ্র। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) এটা কার edition? আমরা যে edition পড়েছিলাম তাতে দুটো 'our' ছিল না। দেখি।

দেখিলেন

দেবকী। বা, যে editionই হোক না—শেলীর কবিতার কথা কি বদলে দেবে? বাজি জিতেছি আমি। টাকা দিন—ওসব চালাকি চলবে না।

জ্ঞানেন্দ্র। নাও, উপায় কি!

পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন

দেবকী। (উৎফুল্লকণ্ঠে) কেমন হারিয়ে দিলাম! ভারি যে তর্ক করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে!

জ্ঞানেন্দ্র। (সহাস্যে) আসল কথাটা বলি এবার তা হ'লে?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। হেরে যাব আমি আগেই জানতাম।

দেবকী। বাঃ, তা হ'লে বাজি রাখতে গেলেন কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। হেরে যাওয়ার জন্যে। শালীর কাছে হেরে যাওয়ার মধ্যে যে একটা বিরাট আনন্দ আছে—তা তুমি কি বুঝবে! That lift of your brow and tilt of your tone, the flickering smile on those naughty lips—এ সবের দাম যে পাঁচ টাকার চেয়ে ঢের বেশী তা বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। মধু would appreciate me.

দেবকী। যান, ভারি অসভ্য আপনি!

জ্ঞানেন্দ্র। হায়, সত্যিই যদি অসভ্য হতাম! এই সুসভ্য খৃষ্টানধর্মের একটা মহা দোষ কি জান?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। এতে বহু-বিবাহ করতে দেয় না।

দেবকী। কেন, দিলে কি করতেন আপনি? বহু-বিবাহ করতেন?

জ্ঞানেন্দ্র। বহু না করি—অন্তত আর একটা তো করতামই। মধুকে তা হ'লে কি ঘেঁষতে দিই তোমার কাছে!

দেবকী। যান, ভারি অসভ্য আপনি! এই নিন আপনার টাকা—চাই না।

টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহিত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণমোহন পাদরীর পোষাক পরিয়া রহিয়াছেন। মধুসূদনের অঙ্গে কিন্তু অতিশয় চটকদার পরিচ্ছদ। সাদা সিল্কের কাবা—তদুপরি নানা কারুকার্যখচিত রঙীন শালের রুমাল। মাথায় উকিলদের ন্যায় শালের পাগড়ি। শালের রুমাল ও শালের পাগড়ি—বহুবর্ণ-বিচিত্রিত। নানারঙে ইন্দ্রধনুকেও পরাজিত করিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন। (সহাস্যে) দেখ, মধুর কীর্তি দেখ!

জ্ঞানেন্দ্র। (সবিস্ময়ে) হঠাৎ এ বেশ কেন? **What is this?**

মধু। (সগর্বে) **Why? This is our own national dress!** আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা এই পোষাকই পরে। আমাকে **collegiate costume** যদি পরতে না দেওয়া হয়—**I must put on our own dress. I think there is no harm in it.**

কৃষ্ণমোহন। **There is much harm. College is not the place for displaying your fancy dress.**

জ্ঞানেন্দ্র। ব্যাপার কি!

কৃষ্ণমোহন। ও কিছু নয়—ব্যাপার মিটে গেছে। **It is one of his whims**—আর কি! (হাসিলেন) মধু, ব'স—চা খেয়ে যেও। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া) **Well, what's up?**

মধু। **Look at the cheek of Dr. Whithers—our Principal!** বলে কিনা—তুমি নেটিব ক্রিশ্চান, তুমি কালো ক্যাসক্ অর্থাৎ **European collegiate costume** প'রে আসতে পাবে না—তোমাকে সাদা ক্যাসক্ পরতে হবে। **Damn it. I told him straight that either you allow me to put on the collegiate costume or I shall put on our national dress. I won't be treated shabbily. I don't care for the rules of this Bishop's College.**

জ্ঞানেন্দ্র। Right you are—তুমি এই পোষাকেই কলেজে গেছলে নাকি আজ?

মধু। Oh yes, and there was a sensation!

জ্ঞানেন্দ্র। Very interesting—কি হ'ল শেষ পর্যন্ত?

মধু। I think the authorities had to yield. Collegiate costume পরতে দিতে রাজী হতে হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র। (মধুর পিঠ চাপড়াইয়া) বাঃ, এই তো চাই!

দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। ভেতরেই চা দেওয়া হয়েছে—মা আপনাদের আসতে বললেন।

জ্ঞানেন্দ্র। এই যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ দেখছি। রাজপুত্র! দেখছ কি? রূপকথার real রাজপুত্র এসে হাজির হয়ে গেছে। (মধুর প্রতি) পক্ষীরাজটা কোথা রেখে এলে বন্ধু?

মধু। (সবিস্ময়ে) রেখে আবার আসব কোথায়! পক্ষীরাজ কি আস্তাবলে থাকে নাকি! সে থাকে এইখানে—(বুকে টোকা দিলেন) whether পক্ষীরাজ is carrying me or I am carrying পক্ষীরাজ that is a problem indeed.

জ্ঞানেন্দ্র। সাধু, সাধু! তোমরা নিভৃতে তা হ'লে একটু বিশ্রম্ভালাপ কর—আমি অপসৃত হয়ে পড়ি। ওখানে তো বিশেষ সুবিধে হবে না।

হাসিয়া প্রস্থান করিলেন

মধু। কেমন দেখাচ্ছে বল তো আমাকে এই পোষাকে?

দেবকী। সুন্দর মানিয়েছে, সত্যি রাজপুত্রের মতই দেখাচ্ছে।

মধু। I wonder when my princess will awake!

দেবকী। শিগ্‌গির চল, ভারি লজ্জা করছে আমার—

মধু। তোমার লজ্জা-লজ্জা মুখখানি ভারি সুন্দর দেখায়। আজ

কুমারস্বামীর কাছে কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ছিলাম। তোমাকে দেখে তার দু লাইন মনে হচ্ছে—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

দেবকী। (হাসিয়া) আমি চললাম তা হ'লে।

মধু। না, যেও না, শোন—

দেবকী। কি?

মধু। কাল আমি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি। যেন দিগন্তবিস্তৃত এক মহাসাগর, তার বুক ভেদ ক'রে উঠেছে গগনচুম্বী এক বিশাল মর্মর প্রাসাদ। সেই মর্মর প্রাসাদের মিনারে দাঁড়িয়ে আমি যেন দূর আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছি, আরও দূরে কি আছে—হঠাৎ তুমি পাশে এসে দাঁড়ালে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম তোমার গ্রীক পোষাক দেখে। আগাগোড়া গ্রীক পোষাক প'রে আছ। তোমাকে চেনা যাচ্ছে না,—যেন তুমি দেবকী নয়, আর কেউ। জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কে, উত্তর দিলে—আমি Sapho.

দেবকী। (হাসিয়া) সে আবার কে?

মধু। Greek poetess Sapho – নাম শোন নি?

দেবকী ইহাতে একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইলেন

দেবকী। তারপর কি হ'ল?

মধু। পাশাপাশি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে। হঠাৎ দেখি জলজ্বল ক'রে সামনেই Saturn উঠছে—এত কাছে যে তার তিনটে band, তার চাঁদগুলো সব দেখা যাচ্ছে—(সহসা আবৃত্তির স্বরে)

From the west rose six moons hand in hand
Like a soft band of beauties—blushing—fair
Oh, how their beams did brighten the scene.

দেবকী। চমৎকার স্বপ্ন তো! তারপর কি হ'ল? ঘুম ভেঙে গেল?

মধু। তারপর যা হ'ল তা আরও অদ্ভুত। **It was amazing.**

হঠাৎ দেখি তুমি যেন রামধনু রঙের পাখা মেলে উড়ে চ'লে যাচ্ছ দূর আকাশের দিকে। কত ডাকলাম, ফিরেও চাইলে না তুমি—(সহসা) আচ্ছা, আমাদের বিয়ের কি হ'ল তা তো জানতে পারলাম না এখনও কিছু—

দেবকী। (মুচকি হাসিয়া) শুনলাম তুমি কায়স্থ ব'লে মা আপত্তি করছেন।

মধু। Really! কায়স্থ বলে? Aren't we Christians?

দেবকী মা ভয়ানক গোঁড়া যে।

মধু। But this won't do. আমি আজই তোমার বাবাকে বলব।

দেবকী। আমার সামনে ব'লো না যেন। ভারি লজ্জা করবে আমার। তুমি এস, আমি চললাম—

চলিয়া গেলেন

মধু। শোন—শোন—দেবকী—একটা কথা—

দেবকী। (নেপথ্য হইতে) এখন নয়—পরে। তুমি এস—

ক্ষুব্ধ মধু দেবকীর অনুসরণ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে গৌরদাস বসাক আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। Hallo—গৌর—হঠাৎ এ সময়?

গৌর। I hope you will excuse this intrusion into your Heaven, my friend. কলেজে গিয়ে তোমার খোঁজ না পেয়ে শেষে এখানে এলাম—শুনলাম তুমি রেভারেণ্ড ব্যানার্জির সঙ্গে এই দিকেই এসেছ।

মধু। I am glad to see you Gour.

গৌর। কিন্তু এ কি বেশ! এই পোষাকেই কলেজে যাও নাকি আজকাল? অথবা দেবী-আরাধনার জন্যেই এ বৈচিত্র্য!

মধু। Leave my dress alone—সে অনেক কথা—পরে বলব। বাড়ীর খবর কি? খিদিরপুরে গিয়েছিলে আর?

গৌর। হ্যাঁ, প্রায়ই যাই। তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন, শুনছ তো?

মধু। শুনেছি। মা কেমন আছেন?

গৌর। Need you ask that? তিনি বেঁচে আছেন এই পর্যন্ত। মায়ের কথা থাক্ এখন, তোমার এদিককার খবর কি? Are yon seriously in love with Miss Banerjee? Are you really going to marry her?

মধু। Love? Well—

Shrugh করিলেন

গৌর। Are you not yet sure about your love?

মধু। I am not sure about anything, Gour; আমি আমার মনের অবস্থা ঠিক বোঝাতে পারব না ভাই তোকে। (সহসা তাঁহার দুইটি হাত ধরিয়া) ভাই গৌর, বলতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়? আমার মনে শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না আমার। These rascals have treated me shabbily—বিলেত নিয়ে যাবে আশা দিয়েছিল, but now they are very cold about it. But go to England I must.

গৌর। খৃষ্টান হয়ে লাভ হয়েছে বল!

মধু। লাভ যে হয় নি তা নয়—I have come in contact with eminent scholars—I am studying Greek, Latin and Sanskrit; কিন্তু শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না। বিসর্জনের বাজনা শুনে সেদিন আমার চোখে জল এসে গেছল ভাই। আবার হিন্দু হওয়া যায় না! কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না। That's a degrading process.

গৌর। ওসব কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই।

মধু। I know.

খানসামা-জাতীয় একটি ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—সাহেব ডাকছেন।

মধু। হ্যাঁ, যাচ্ছি–যাও তুমি।

ভৃত্য চলিয়া গেল

গৌর। তা হ'লে তুমি যাও—আমি আর একদিন আসব।

মধু। আসিস—নিশ্চয় আসিস—**please don't forget.**

গৌর। আসব। যাই এখন—Good-bye. (মুচকি হাসিয়া) **Wish you all success with Miss Banerjee.**

সাহেবী কায়দায় করমর্দন করিয়া গৌরদাস বিদায় লইতেছিলেন, এমন সময় মধুসূদন তাঁহাকে আবার ডাকিলেন—

মধু। গৌর, শোন্ ভাই।

গৌর। (ফিরিয়া আসিয়া) কি ?

মধু। তুই মাকে একটু দেখিস ভাই—বুঝিয়ে বলিস—যাস মাঝে মাঝে —বুঝলি ?

গৌর। আচ্ছা—

গৌরদাস চলিয়া গেলেন। মধুসূদন তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

অষ্টম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ির বৈঠকখানা। বৈঠকখানা-গৃহের প্রকাণ্ড মেঝেতে বিস্তৃত ফরাস বিছানো। বাইনাচ হইতেছে। দত্ত মহাশয় তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলার নল হস্তে বসিয়া রহিয়াছেন। সুরাপানের সমস্ত সরঞ্জাম ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। আতর-দান, গোলাপ-পাশ, পানের বাটা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিসই বর্তমান। একজন মুসলমান বাইজি নৃত্যসহযোগে একটি উর্দু গান গাহিতেছে। গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে। 'কেয়াবৎ' 'বাহবা' প্রভৃতি উৎসাহবাণী দ্বারা সকলেই গায়িকাকে সম্বর্ধিত করিতেছেন। দত্ত মহাশয় বসিয়া রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাইতেছে

না। তিনি মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছেন ও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নাচগান হইবার পর গায়িকা উপবেশন করিল। দুই-একজন তাহাকে রুমালে টাকা বাঁধিয়া 'প্যালা' দিলেন।

১ম ভদ্রলোক। (এক পাত্র পান করিয়া) যাই বল দাদা, এর কাছে থিয়েটার-ফিয়েটার কিছু লাগে না—যদিও আজকাল থিয়েটার একটা ফ্যাশান বটে।

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঃ—কিসে আর কিসে!

রাজনারায়ণ। আমার তো এই বেশী ভাল লাগে।

১ম ভদ্রলোক। এতে একটা সত্যিকারের খাঁটি প্রাণ রয়েছে—নকল কিছু নেই। আর থিয়েটারের হ'ল সবটাই নকল। থিয়েটারের চেয়ে কবির লড়াই ঢের ভাল। দাশু রায় মাৎ ক'রে দেয়।

৩য় ভদ্রলোক। তা ছাড়া আমাদের ভাল নাটক কোথা? শুঁড়োর বাগানে সেবার প্রসন্ন ঠাকুর থিয়েটার করালেন—নাটক উত্তররাম-চরিত—অনুবাদ করেছেন শুনলাম কে এক উইলসন সায়েব!

২য় ভদ্রলোক। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করলে সায়েবে—তার অভিনয় হ'ল শুঁড়োতে—হা—হা—হা—

রাজনারায়ণ। কিন্তু সাহেবদের নিজেদের যে থিয়েটারটা আছে সেটা ভাল।

১ম ভদ্রলোক। হতে পারে ভাল, কিন্তু ওসব ইংরিজি-মিংরিজি শুনে তেমন জুৎ হয় না ভায়া। অর্থাৎ ঠিক কি রকম জান? অপরকে দিয়ে পিঠ চুলকিয়ে নেওয়ার মত, অর্থাৎ সে যদি ঠিক জায়গাটাতে চুলকোতে না পারে সে যেমন একটা অস্বস্তি হয়, এ অনেকটা তাই—সেজেগুজে সব আসছে যাচ্ছে হাত-পা নাড়ছে—বোঝা যাচ্ছে না অথচ কিছুই। ও আমাদের পোষায় না।

৩য় ভদ্রলোক। যাক, আর বাজে কথায় কাজ কি! বিবিজান, তুমি আর একটা শুরু কর। কি বলেন দত্ত মশায়?

রাজনারায়ণ। বেশ তো, হোক না আর একখানা।

দত্ত মহাশয় আর এক পাত্র পান করিলেন। সারেঙ্গীবাদক ও তবলচি সুর মিলাইতে লাগিল। বাইজি অঙ্গভঙ্গীসহকারে গান ধরিয়াছে, ঠিক এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে সবেগে রঘু নামক ভৃত্যটি আসিয়া প্রবেশ করিল।

রঘু। বাবু, শিগ্‌গির ভেতরে চলুন—মা মূর্ছা গেছেন।

রাজনারায়ণ। কে ? বড় বউ ?

রঘু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। কি হ'ল আবার! যা, আমি আসছি। (অতিথিগণের প্রতি) আপনারা তা হ'লে বসুন একটু—আমি আসছি এখুনি।

আর এক পাত্র মদ্যপান করিলেন। বাড়ির ভিতর হইতে শশব্যস্তে আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন দুর-সম্পর্কের আত্মীয়।

এ কি, তুমি কখন এলে ?

আত্মীয়। খানিকক্ষণ হ'ল এসেছি। আপনি একবার চলুন ভেতরে, মধুর মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

রাজনারায়ণ। এ তো একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল দেখছি !

রাজনারায়ণ ও দূর-সম্পর্কের আত্মীয়টি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

১ম ভদ্রলোক। এঃ, এ তো ভারি রসভঙ্গ হ'ল হে !

২য় ভদ্রলোক। অসুখের ওপর তো আর হাত নেই !

৩য় ভদ্রলোক। রাজনারায়ণবাবু কেমন মন-মরা হয়ে আছেন দেখেছ ? এমন একটা মাইফেলি লোক, কেমন যেন হয়ে গেছেন !

১ম ভদ্রলোক। শুধু মাইফেলি নয়, জিদিও বলতে হবে। বাড়ীতে এমন ঘন ঘন বাইনাচ করানোর মানে—লোককে দেখানো যে ছেলে খৃষ্টানই হোক আর যাই হোক, কিচ্ছু কেয়ার করি না আমি।

২য় ভদ্রলোক। মদের মাত্রাটা বেশ বাড়িয়েছেন কিন্তু।

১ম ভদ্রলোক। বাড়াবে না—বল কি! হাজার হোক ছেলে তো! ছেলে ব'লে ছেলে—ছেলের মতন ছেলে। ছেলে হবার আশায় আরও

দু-দুবার বিয়ে করলেন, কিন্তু সেদিকেও তো বিশেষ আশাভরসা দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং মদের মাত্রাটা বাড়বে বইকি।

৩য় ভদ্রলোক। শুনেছি নাকি ওঁর প্রথম স্ত্রী অভিশাপ দিয়েছেন যে, যতই না কেন উনি বিয়ে করুন, ছেলে আর হবে না ওঁর।

১ম ভদ্রলোক। ওসব বাজে কথা। (মদ্যপান) তুমি থামলে কেন বিবিজান—চলুক না ততক্ষণ—বাবুজি আসছেন এখুনি।

বাইজি আবার গান শুরু করিতে যাইতেছে, এমন সময় রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল

রঘু। বাবু এখন গান-বাজনা বন্ধ রাখতে বললেন—অসুখ খুব বাড়াবাড়ি।

১ম ভদ্রলোক। তাই নাকি!

২য় ভদ্রলোক। তা হ'লে তো উঠতে হয়।

৩য় ভদ্রলোক। এঃ, এমন আসরটা মাটি হ'ল!

১ম ভদ্রলোক। (বাইজির প্রতি) আর একদিন হবে, আজ চললাম তা হ'লে—আদাব!

বাইজি। আদাব—

প্রথমে ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে সকলে বাইজির নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলে বাইজিও সদলবলে প্রস্থান করিল। রঘু জিনিসপত্র সরাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। একটু পরেই রাজনারায়ণবাবু ও সেই আত্মীয়টি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজনারায়ণ। মূর্ছা তো ভেঙে গেল—এদের না যেতে বললেই হ'ত! হ্যাঁ, মধুর কথা কি বলছিলে তুমি? ওরে, তামাক দে—

রঘু আলবোলাটা আগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজনারায়ণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিতেই আত্মীয়টিও অদূরে উপবেশন করিলেন।

আত্মীয়। মধুর সম্বন্ধে যে সব কথা শুনি, তাতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ওকে আপনার একটু সাবধান করা দরকার।

রাজনারায়ণ। কি শোন তার সম্বন্ধে?

আত্মীয়। সে সব এমন কথা যে, উচ্চারণ করাই শক্ত।

রাজনারায়ণ। যে কথা উচ্চারণই করতে পারবে না সে কথা বলতে এসেছ কেন?

আত্মীয়। মানে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে আর কি!

রাজনারায়ণ। সে তো আর নতুন কথা নয়—ও তো চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল—এটা উচ্ছৃঙ্খলতারই যুগ।

আত্মীয়। তবু সব জিনিসেরই একটা সীমা থাকা দরকার তো!

রাজনারায়ণ। উচ্ছৃঙ্খলতা জিনিসটা আপনিই কিছুদিন পরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ও নিয়ে বেশী হৈ-চৈ করাটা বোকামি।

আত্মীয়। তবু—

রাজনারায়ণ। (একটু বিরক্তভাবে) এ নিয়ে তোমার এত শিরঃপীড়া কেন?

আত্মীয়। আমাদের তো শুনতে হয়—লোকের মুখ তো বন্ধ করা যায় না।

রাজনারায়ণ। নিজের কান বন্ধ করলেই পার—কানে তুলো দিয়ে থাকলেই হয়। আমাকে এসে বলছ কেন? আমি কি করতে পারি?

আত্মীয়। বাঃ, আপনি না পারলে আর পারবে কে?

রাজনারায়ণ। না, আমি পারব না। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির। তার ওপর তোমরা যদি পাঁচজনে এসে আমাকে বিরক্ত করতে থাক, তা হ'লে তো পাগল হয়ে যাব আমি।

আত্মীয়। কি মুশকিল! আপনাকে বিরক্ত করাই কি আমার উদ্দেশ্য নাকি! মধুর সম্বন্ধে নানারকম কুৎসিত জিনিস শুনছি, সেটা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি। মধু যে এ সব ক'রে বেড়াচ্ছে সে তো আপনার অর্থেই।

রাজনারায়ণ। (সক্রোধে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার অর্থেই। আমার টাকা আছে, আমার ছেলেকে যত খুশী দেব এবং সে যেমন খুশী তা খরচ করবে। তোমার তাতে কি?

আত্মীয়। (সক্ষোভে) আমার কিছুই নয়, আপনাদেরই ভালর জন্যে বলা।

রাজনারায়ণ। না, আমার ভাল করতে হবে না তোমাকে—এ রকম হিতৈষণা বরদাস্ত হবে না আমার। ও নিয়ে আর কোন কথা ব'লো না আমাকে।

আত্মীয়। (এইবার একটু চটিয়াছিলেন) সমাজে থাকতে গেলে এসব শুনতে হবে বইকি। তা ছাড়া, আর একটা কথাও আপনাকে জানানো দরকার। মধু খৃষ্টান হয়ে গেছে, কিন্তু তবু নাকি সে বাড়ীতে যাতায়াত করে, আপনাদের সঙ্গে একই বাসনপত্রে খাওয়াদাওয়া সবই চলে—এ নিয়ে অনেকে—

এইবার রাজনারায়ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল

রাজনারায়ণ। তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় হে! বাড়ীচড়াও হয়ে উপদেশ দিতে এসেছ! আমার ছেলে আমার বাড়ীতে খাওয়াদাওয়া করবে না তো কার বাড়ীতে করবে? এ নিয়ে কে কি বলছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার অবসর আমার নেই। তা ছাড়া দুশ্চিন্তাই বা কিসের? এ লক্ষ্মীছাড়া সমাজের মেরুদণ্ড ব'লে কিছু আছে নাকি! যার টাকা তারই সমাজ। টাকা সম্প্রতি আমার যথেষ্ট আছে, সুতরাং কোন ব্যাটার তোয়াক্কা করি না আমি। যাও, তুমি আমায় বিরক্ত ক'রো না।

আত্মীয়। না, বিরক্ত করব কেন! পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে তাই আপনাকে জানিয়ে গেলাম। আপনার ভাল যদি না লাগে আমি আর কি করব বলুন! সত্য সর্বদাই অপ্রিয়—

রাজনারায়ণ। এ ছাড়া তোমার আর যদি কোন বক্তব্য না থাকে তুমি যেতে পার।

আত্মীয়। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) হ্যাঁ, যাব বইকি—আপনার বাড়ীতে থাকতে আমি আসি নি, থাকবার প্রবৃত্তিও নেই।

সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ ক্ষুব্ধ চিন্তিতমুখে আলবোলায় টান দিতে

লাগিলেন। একটু পরেই মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সাহেবী পোষাক, ব্লক কোট—বিভার হ্যাট—মুখে চুরুট।

মধু। Good evening, father. How do you do ?

রাজনারায়ণ দুই-তিনবার তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন

রাজনারায়ণ। মধু, শুনছি তুমি আজকাল বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছ।

মধু। (সবিস্ময়ে) বাড়াবাড়ি ! What do you mean ?

রাজনারায়ণ। (সজোরে) I mean বাড়াবাড়ি—বাংলা ভুলে গেছ না কি ?

মধু। Excuse me—বুঝতে পারছি না ঠিক।

রাজনারায়ণ। তা পারবে কেন ! অথচ তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার নালিশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল !

মধু। উচ্ছৃঙ্খলতা ! Well, I have done nothing unusual recently—আমি মদ খাই—সে আপনি জানেন। পোষাকপরিচ্ছদ বিষয়ে হয়তো আমার একটু বাড়াবাড়ি আছে, I prefer to be clad like a gentleman. I spend a penny too much perhaps on dress ! এর বেশী তো আর কিছু করি না।

রাজনারায়ণ। তবে তোমার নামে আত্মীয়েরা নানা কথা বলে কেন ?

মধু। Because they are heathen rascals.

এই কথায় রাজনারায়ণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। Heathen racals !—খৃষ্টান হয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তো দেখছি ! Don't you know, you swine, that all your Christian glare has been bought by money earned by your heathen father ?

মধু। (অপ্রতিভ) I am sorry father—I withdraw it.

রাজনারায়ণ। Withdraw it ! এসো না আর এ বাড়ীতে। তোমার

টাকা—the only tie between you and me now—I shall send. আস কেন এখানে ?

মধু। আসি মাকে দেখতে।

রাজনারায়ণ। যখন খৃষ্টানই হয়ে যেতে পেরেছ, তখন মায়ের প্রতি অত টান কেন ? She is heathen too !

মধু। আমি ছাড়া এখন আর মায়ের কেউ নেই।

রাজনারায়ণ। তার মানে ?

মধু। তার মানে তো আপনার জানা উচিত। শুনলাম আপনি আবার নাকি বিয়ে করবার আয়োজন করছেন !

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়। বিয়ে আমি ক্রমাগত ক'রে যাব যতক্ষণ না আমার আবার ছেলে হয়।

মধু। কেন, আমি কি আপনার ছেলে নই ?

রাজনারায়ণ। ছেলে ছিলে, কিন্তু এখন তুমি আমার কেউ নও। A Christian son is no good to a Hindu father—a heathen father !

রঘুর পুনঃপ্রবেশ

রঘু। মা আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন।

মধু। কি হয়েছে মায়ের ?

রাজনারায়ণ। তুই যা, যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

মধু। কি হয়েছে মায়ের ?

রাজনারায়ণ। You need not be anxious for a heathen woman.

তাঁহার পথ রোধ করিলেন

মধু। আমাকে যেতে দেবেন না ভেতরে ?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। যেতে দিন আমাকে—

রাজনারায়ণ। (চিৎকার করিয়া) না—না–না—যেতে দেব না। Out you go.

দ্বারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। মধু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম দৃশ্য

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর ড্রয়িং-রুম। সন্ধ্যাকাল। ঘরের এক কোণে দেবকী অর্গানে একটি ইংরাজী গৎ বাজাইতেছেন। মধুসূদন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহা শুনিতেছেন। মধু কিন্তু কেমন যেন অস্থির হইয়া রহিয়াছেন—মাঝে মাঝে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে খানিকক্ষণ পায়চারি করিতেছেন। আবার বসিতেছেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক সেকেণ্ড বাজনা শুনিতেছেন, আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি। মধুর পরিধানে সাহেবী পোষাক—রীতিমত স্যুট। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঢিলা পায়জামা পরিয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ বাজাইবার পর দেবকী থামিলেন ও অর্গান হইতে উঠিয়া আসিলেন। দেবকীও বেশ সুসজ্জিতা।

মধু। Splendid!

দেবকী। এটা এখনও perfect হয় নি—নতুন শিখেছি এটা। আপনারা বসুন, আমি দিদিকে ডেকে আনি।

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (সহাস্যে) You are rather impatient to-day Madhu! ব্যাপারটা কি?

মধু। There is a limit to my patience, I am tired of waiting.

জ্ঞানেন্দ্র। কেন, wait করলে ভালবাসা শুকিয়ে যায় নাকি?

মধু। (সহসা) You know, the gentleman who gave me hopes about England has backed out now. I have been cheated outright! এ ব্যাপারেও আমার সেই দশা হবে—শুনছি নাকি

দেবকীর মা এখন বলছেন যে আমি কায়স্থ—আমার হাতে মেয়ে দেবেন কি ক'রে! How ridiculous!

জ্ঞানেন্দ্র। ও কিছু নয়। রেভারেণ্ড ব্যানার্জি যদি মত করেন সব ঠিক হয়ে যাবে। You just tell him.

মধু। তাঁকে বলেছি অনেকবার। কিন্তু তিনি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলেন না। তাঁকে বললেই বলেন—I shall think about it to-morrow.

To-morrow and to-morrow and to-morrow,

Creeps in this petty pace from day to day.

দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দেবকী আসিতেই মধুসূদন আবৃত্তি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জ্ঞানেন্দ্র। বন্ধ করলে কেন? চলুক।

মধু। না, তার চেয়ে let us have some music.

জ্ঞানেন্দ্র। বেশ। If it so pleases you—দেবকী, শুরু কর। দিদি কোথা?

দেবকী। দিদি কাট্‌লেট্ ভাজছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। অর্থাৎ তিনি আর এক প্রকার রস-সৃষ্টি করছেন—fine! মা ফেরেন নি এখনও?

দেবকী। না।

মধু উঠিয়া আবার পদচারণ করিতে লাগিলেন

জ্ঞানেন্দ্র। রেভারেণ্ড ব্যানার্জিও লাইব্রেরিতে, সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। মধু তোমাকে কিন্তু recitation করতে হবে। হিন্দু কলেজে তোমার recitation-এর নাম ছিল খুব। নাও দেবকী, শুরু কর।

দেবকী একটু মুচকি হাসিয়া অর্গানে গিয়া বসিলেন ও আর একটি গৎ শুরু করিলেন

আরে, শুধু নিরামিষ বাজনা ভাল লাগে! গানও হোক না একখানা।

দেবকী ঘাড় ফিরাইয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন ও তৎপরে একটি ইংরাজী গান ধরিলেন। মধু পদচারণা করিতে লাগিলেন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাগজে মনোনিবেশ করিলেন। গান শেষ হইলে মধু কথা কহিলেন—

মধু। Fine!

জ্ঞানেন্দ্র। এইবার তুমি একটা শোনাও ভাই।

মধু। কি শোনাব?

জ্ঞানেন্দ্র। যা তোমার খুশি। তোমরা পরস্পরকে যা শোনাবার শুনিয়ে যাও, আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র!

হাসিলেন

মধু। আমার যা খুশি! আচ্ছা, শুনুন তবে—Quispuss es, haud oredo invisus caelestibus aur as—

জ্ঞানেন্দ্র। আরে থাম, থাম—এ কি!

মধু। This is Latin—Æneid of Virgil.

জ্ঞানেন্দ্র। সর্বনাশ! দরকার নেই ওতে। বাংলায় কিছু বল।

মধু। বাংলায়? Is there anything worth reciting in Bengali? Do you want me to recite from পাঁচালি?

হাস্ত

দেবকী। (জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে) মিল্‌টন্‌ থেকে কিছু বলতে বলুন না ওঁকে—

জ্ঞানেন্দ্র। আপনিই বলুন না মশায়।

মধু। Milton?

জ্ঞানেন্দ্র। এমন একটা কিছু বল ভাই, যে, বুঝিতে পারি।

মধু পিছনে দুই হস্ত নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ পদচারণা করিলেন। তাহার পর বলিলেন—

মধু। শোন তা হ'লে—This is from Paradise Lost. Exile from Eden—

High in front advanced
The brandished sword of God before them blazed
Fierce as a comet; which with torrid heat
And vapour as the Libyan all adust.

Began to parch that temperate clime whereat
In either hand the hast'ning angles caught
Our lingering parents, and to the eastern gate
Led them direct, and down the Cliff as fast
To the subjected plain ; then disappared.
They looking back at th' eastern side beheld
Of Paradise, so late their happy seat.
Waved over by that flaming brand the gate
With dreadful faces thronged and fiery arms ;
Some natural tears they dropped, but wiped them soon
The world was all before them, where to choose
Their place of rest, and Providence their guide.
They, hand in hand, with wand'ring steps and slow
Through Eden took their solitary way.

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পাদরীর পরিচ্ছদ—বগলে দুইখানি বই ও একটি ফাইল। তিনি মধুকে দেখিয়া একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন ও তাহার পর পাদরীর শিরস্ত্রাণটা খুলিয়া ফেলিয়া মস্তকের টাকে একবার হাত বুলাইলেন। তৎপরে দেবকীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

কৃষ্ণমোহন। এগুলো নাও তো মা। ফাইলটা ভাল ক'রে ধর—loose কাগজপত্র আছে ওতে—'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ফাইল ওটা।

দেবকী কাগজপত্র লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। দেবকী চলিয়া গেলে কৃষ্ণমোহন মধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

মধু, I want to speak to you privately.

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দিকে চাহিলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আপনারা এইখানেই কথাবার্তা বলুন, আমি ভিতরে যাচ্ছি।

চলিয়া গেলেন

মধু। (সবিস্ময়ে) কি বলবেন আমাকে?

কৃষ্ণমোহন। তুমি কাল কলেজে কি করেছ?

মধু। কলেজে? কখন?

কৃষ্ণমোহন। কলেজে ঠিক নয়, খাবার সময়।

মধু। Oh. I see.

কৃষ্ণমোহন। I hope you are ashamed.

মধু। Ashamed? Why? খাবার পর প্রত্যেক student-কে wine দেওয়ার নিয়ম—that is our legitimate due. Why will that rascal of a steward refuse to give us our share?

কৃষ্ণমোহন। He did not refuse—মদ আর ছিল না—that is a fact—ফুরিয়ে গিয়েছিল।

মধু। ফুরিয়ে গিয়েছিল? সাহেবদের বেলায় ফুরোয় না, আর Indian student-দের বেলাতেই ফুরিয়ে যায়? I won't tolerate this injustice. I am simply fed up with the distinction they make between black skin and white skin.

কৃষ্ণমোহন। তাই ব'লে তুমি খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার ক'রে উঠে আসবে?

মধু। I repent I did not smash the head of that rascal.

কৃষ্ণমোহন। I hardly expected such unchristian manners from you, Madhu. আর একটা কথা শুনলাম, তুমি নাকি বই বাঁধা দিয়ে টাকা ধার কর?

মধু। Yes, I do—but I need a lot of money to live like a gentleman there.

কৃষ্ণমোহন। (মাথা নাড়িয়া) You will be in deep waters if you do not check yourself, boy.

মধু। (হঠাৎ) আমি একটা কথা আপনাকে সোজাসুজি জিগ্যেস করতে চাই—

কৃষ্ণমোহন। কি কথা?

মধু। আমি যখন ক্রিশ্চান হই নি তখন যাঁরা আমায় আশা দিয়েছিলেন যে, ক্রিশ্চান হ'লে আমাকে বিলেতে নিয়ে যাবেন এখন তাঁরা সবাই স'রে দাঁড়িয়েছেন। আমার ক্রিশ্চান হওয়ার আর একটা কারণ ছিল—**I wanted to marry your daughter** দেবকী; **you knew it and gave me hopes. May I know when are we going to be married?**

কৃষ্ণমোহন। সমস্ত দেখে-শুনে তোমার সম্বন্ধে আমি হতাশ হয়েছি।

মধু। হতাশ হয়েছেন? কেন?

কৃষ্ণমোহন। **To be very candid**—তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হাতে দেবকীকে আমি দিতে পারব না। তা ছাড়া খিদিরপুরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল এখনি—তিনি বললেন, তোমার বাবা নাকি তোমার খরচ দেওয়া বন্ধ করবেন! **Naturelly I cannot marry my daughter with a thoughtless and penniless young man. You drink too much.**

মধুসূদন কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মুখে কথা ফুটিল।

মধু। **May I ask you one questions, sir? Are you not a disciple of the famous Derozio? Is he not the man who made drinking a fashion amongst us? Is it not a fact that you yourself drank, ate beef and were turned out of your own home?** আপনি আমাকে বলছেন—উচ্ছৃঙ্খল মাতাল!

কৃষ্ণমোহন। মদ খাওয়া মানেই মাতাল হওয়া বা উচ্ছৃঙ্খল হওয়া নয়।

মধু। ওসব তর্ক যাক। আমি জানতে চাই দেবকীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন কি না?

কৃষ্ণমোহন। দিতে পারি, যদি **solemnly promise** কর যে, জীবনে আর মদ স্পর্শ করবে না।

মধু। **I am too green a Christian yet to make such a false promise. Then, this is final?**

কৃষ্ণমোহন। **It is.**

দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দেবকী। বাবা, আপনি কাপড় বদলাবেন না?

কৃষ্ণমোহন। হ্যাঁ, চল যাই।

মধুসূদন নিমেষের জন্য দেবকীর দিকে একবার তাকাইলেন। কি যেন তাঁহাকে বলিতে গেলেন, তাহার পর আত্মসংবরণ করিয়া টেবিল হইতে বিভার হাটটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—

মধু। চললাম তা হ'লে—**Good night.**

চলিয়া গেলেন। পিতা-পুত্রী পরস্পরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

দ্বিতীয় বিরতি

দশম দৃশ্য

মাদ্রাজে ইয়োরোপিয়ান পদ্ধতিতে সজ্জিত একটি কক্ষে একা বসিয়া মধুসূদন একমনে লিখিতেছেন। বাহিরে কপাটে শব্দ হইল।

মধুসূদন। **Damn it!** কে আবার এল এখন! বয়—

একটি মাদ্রাজী ভৃত্য প্রবেশ করিল

Somebody is knocking.

ভৃত্য চলিয়া গেল। মধুসূদন অর্ধস্বগতোক্তি করিলেন

রেবেকা বাইরে গেছে, ভাবলুম এই সময়ে খানিকটা লিখে ফেলি। তা আর হ'ল না দেখছি।

মাদ্রাজ-প্রবাসী বাঙালী নটবর ঘোষের প্রবেশ

নটবর। মিস্টার দত্ত বাড়িতেই আছেন দেখছি।

মধু। (হাসিয়া) Can't help it.

নটবর। গির্জায় যান নি যে! আমি ভাবছিলাম—

মধু। আমার সহধর্মিণী গেছেন, তাতেই আমার কাজ হবে। এমন অসময়ে আপনার আগমনের কারণ?

নটবর। বাংলাদেশের একটা সুসংবাদ পেলাম তাই বলতে এসেছি। 'হরকরা' পড়েছেন?

মধু। না। কি সুসংবাদ?

নটবর। টমসন সায়েবের বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি আর দ্বারিক ঠাকুরের Bengal Landholders' Association—এই দুটো amalgamated হয়ে British Indian Association হ'ল।

মধু। ও, এই সুসংবাদ!

নটবর। সুসংবাদ নয়? সাহেবেরা Black Act-এর ব্যাপারে চ'টে আমাদের রামগোপাল ঘোষকে Agri-horticultural Sooiety-র সহকারী সভাপতির পদ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। এতদিন পরে তিনি তার শোধটা তুললেন। সুসংবাদ নয়,—বলেন কি আপনি?

মধু। চমৎকার সংবাদ! আপনি বসবেন?

নটবর। বলেন তো বসি।

মধু। না, বলব না। বরং আপনি যদি যান সুখী হব।

নটবর। কি হ'ল আপনার? হঠাৎ এত রাগের কারণটা কি?

মধু। And wanderer of the wood-এর পরের লাইনটা কি হবে এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা এখন অসহ্য।

নটবর। ও, লিখেছেন বুঝি! কি লিখছেন?

মধু। Captive Lady.

নটবর। ও যেটা 'সারকুলেটারে' বেরুচ্ছে?

মধু। 'ক্যাপটিভ লেডি' লিখছি বটে, কিন্তু কেমন চমৎকার বাংলা বলছি দেখছেন! নিজের ভাষাতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। ভাগ্যে এখানে এসে বসন্ত হয়েছিল!

নটবর। ভাগ্যে বসন্ত হয়েছিল মানে?

মধু। তাই আপনি সেবা করতে এলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল আর তাই বাংলা কথা ক'য়ে বাঁচছি। বাংলা ভাষা ভুলে যেতাম না হ'লে এতদিনে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠাতে গৌরকে লিখেছি কতদিন হয়ে গেল, কিন্তু তার কোন সাড়াশব্দ নেই। সেইজন্যে আপনার রামগোপাল ঘোষের কীর্তি-কাহিনী শুনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে তত উৎসাহ পাচ্ছি না (সহসা সজোরে) I refuse to be interested in anything that concerns Bengal.

নটবর। But you shouldn't. দেবেন ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, জয়কেষ্ট মুকুজ্যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাংলাদেশের সমস্ত ভাল লোক—the best men of the country have assembled to upon the cause of the native people.

মধু। (ধমকের স্বরে) Please don't—don't—don't—

নটবর চুপ করিয়া গেলেন ও সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন

Don't use that word 'native'—it is hateful—it is degrading. Haven't you read my article about it?

নটবর ও, হ্যাঁ, পড়েছি বটে। হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। আমি এতদিন জানতাম না মশাই যে, টিমথি পেনপোয়েম আপনারই ছদ্মনাম। সেদিন শুনলাম। অনেক কাগজে লিখছেন আজকাল—সারকুলেটার, এথিনয়ম, স্পেকটেটার!

মধু। লিখতে হচ্ছে। Orphan School-এর মাস্টারি ক'রে ভদ্রভাবে থাকা যায় না—(সহসা) আচ্ছা, একটা প্যারামবুলেটারের দাম কত বলতে পারেন—আমায় বেবিটার জন্যে দরকার—

নটবর। ঠিক জানি না। খোঁজ করতে পারি। আচ্ছা, আমি চলি তা হ'লে। আপনি লিখুন।

চলিয়া যাইতে উদ্যত

মধু। (সহসা) Got it. যাবেন না, দাঁড়ান। Just a minute.

নটবর দাঁড়াইয়া রহিলেন, মধুসূদন খস খস করিয়া লিখিতে লাগিলেন

কেমন হ'ল শুনুন তো—

And on his airy-wheeled car
He wafted him to realms afar
And how the wanderer of the wood
Came home—but came to Solitude.

নটবর। বেশ হয়েছে।

মধু। Don't you think this poem will sell like hot cakes when it comes out in a neatly bound volume ?

নটবর। উচিত তো। সবাই প্রশংসা করছে।

মধু। Mr. Norton পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত। প্রফেসার-মহলে সাড়া প'ড়ে গেছে। Henrietta is almost in love with me for this.

নটবর। হেনরিয়েটা আবার কে ?

মধু। এক প্রফেসারের মেয়ে। সোফিয়া হেনরিয়েটাকে দেখেন নি আপনি ? She is wonderful.

নটবর স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন

নটবর। আচ্ছা, চললাম তা হ'লে—

মধু। হ্যাঁ, শুনুন আর একটা কথা। Would you be able to spare come cash—say hundred—yes, a huudred will do.

নটবর। এখন তো হাতে টাকা নেই আমার।

মধু। দালালি করেন হাতে টাকা নেই, বলেন কি ?

নটবর। সব সময়ে হাতে টাকা থাকে না কি ! কবি মানুষ, ব্যবসার তো কিছু বোঝেন না, মাঝে মাঝে কপর্দকহীন হয়ে পড়তে হয়।

মধু। আপনার আগের ধারটা আমি শোধ করতে পারি নি যদিও—**but I am confident as soon as my Captive Lady come out I shall be able to—**

নটবর। না না, তার জন্যে কিছু নয়। আচ্ছা, আমি চেষ্টা ক'রে দেখি যদি পারি কিছু যোগাড় করতে।

মধু। **Please do try. I am in a tight corner.**

নটবর। আচ্ছা আচ্ছা, দেখি—

চলিয়া গেলেন

মধু। বয়!

বয় প্রবেশ করিল

মধু। ব্র্যাণ্ডি, সোডা।

বয় ব্র্যাণ্ডি সোডা দিয়া গেল। মধুসূদন দু-এক চুমুক পান করিয়া আবার লেখায় মন দিলেন। ক্ষণপরে মিসেস্ ম্যাকটাভিস রেবেকা দত্ত প্রবেশ করিলেন। খাঁটি মেমসাহেব।

রেবেকা। **Now, you are drinking again! You promised you won't.**

মধু। (অপ্রতিভ) **Just a few sips to brace my thought up.** (সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া) অনেকখানি লিখে ফেলেছি, শুনবে?

রেবেকা। বাইরের পোষাকটা ছেড়ে আসি, দাঁড়াও।

মধু। না, আগে শোন তুমি।

রেবেকা অনিচ্ছাভরে একটা চেয়ারে বসিলেন

মধু। **The false one came at noontide hour.**

And plucked its brightest fairest flow'r.

রেবেকা। **One minute. I have asked them to send the pram to-day.**

মধু। **You have! But just now I haven't got a penny to spare.** বাড়ীভাড়া দেওয়া হয় নি জান তো?

রেবেকা। **But that didn't prevent you from buying that costly bag for Henrietta the other day.**

মধু। তখন হাতে টাকা ছিল যে। তা ছাড়া, ওদের সঙ্গে অত আলাপ —ওর জন্মদিনে কিছু একটা না দিলে চলে ? **It does not look well.**

রেবেকা। কি দরকার ওদের সঙ্গে অত মাখামাখি করবার ?

মধু। ওই প্রফেসাররাই তো এখানে একমাত্র শিক্ষিত ভদ্রলোক, ওদের সঙ্গে মাখামাখি করব না তো কাদের সঙ্গে করব ! **I am fed up with these missionaries, shop-keepers aud indigo-planters.**

রেবেকা ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কিছুদূর চলিয়া গেলেন, তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

রেবেকা। **But these are the people who gave you shelter and found you home when you were an unknown penniless vagabond in a miserable hole here.**

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন

Have you forgotten that *my* father is an indigo-planter whose favour you had to ask on bended knees to marry me ?

মধু। **Please do understand me, darling.**

রেবেকা কোন জবাব না দিয়া চলিয়া গেলেন। মধুসূদন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একটি প্রকাণ্ড পার্সেল লইয়া পিওন প্রবেশ করিল ও পার্সেলটি দিয়া চলিয়া গেল। পার্সেল খুলিয়া মধুসূদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

রেবেকা! রেবেকা, রেবেকা, গৌর রামায়ণ মহাভারত পাঠিয়েছে—দেখে যাও। রেবেকা—

রেবেকার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না

নেপথ্যে হেনরিয়েটা। **May I come in ?**

মধু। **Oh, Henrietta, certainly, my dear.**

কুমারী সোফিয়া হেনরিয়েটা প্রবেশ করিলেন—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, মাথায় দোদুল্যমান বেণী।

হেনরিয়েটা। Good morning, Mr. Dutt. আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। বাবা আজ একটি সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছেন—

মধু। বাঃ, রেবেকার মতো তুমিও চমৎকার বাংলা শিখেছ দেখছি!

হেনরিয়েটা। (সলজ্জ) আমি ভাল পারি না। আপনি আসবেন তো? মিস্টার নর্টন আসবেন। আপনি তো আমাদের ওদিকে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। (অনুযোগের স্বরে) You have forgotten us it seems.

মধু। আমার সময় কই? My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine—6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12 to 2 Greek, 2 to 5 Telegu and Sanskrit 5 to 7 Latin, 7 to 10 English. গৌরদাস রামায়ণ মহাভারত পাঠিয়েছে, ও দুটোও পড়তে হবে। যাব কখন?

হেনরিয়েটা। What are these books?

মধু। These are the two great Epics of India, perhaps the greatest ever written anywhere.

হেনরিয়েটা। Is that so? আমারও পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি যে বাংলা অক্ষর জানি না!

মধু। If you are in earnest I shall teach you, my dear.

বেশ পরিবর্তন করিয়া রেবেকা প্রবেশ করিলেন এবং হেনরিয়েটাকে দেখিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

হেনরিয়েটা। Good morning, Mrs. Dutt. বাবা আজ একটা পার্টি দিচ্ছেন—আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

রেবেকা। Thank you.

হেনরিয়েটা। Please do come—all of you. সন্ধ্যে সাতটার সময়। আমি যাই, আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে। Good-bye!

মধু—

রেবেকা। Good-bye.

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন—ব্যাগটি ফেলিয়া গেলেন

রেবেকা। হেনরিয়েটার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা আমার ভাল লাগছে না, তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিচ্ছি।

রোষভরে চলিয়া গেলেন। মধুসূদনের মুখে একটি স্মিত হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া তিনি মদে আর এক চুমুক দিলেন ও পা দোলাইতে দোলাইতে রামায়ণের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। রামায়ণের ভিতর হইতে একটি পত্র বাহির হইল।

মধু। বাঃ, গৌর চিঠিও লিখেছে দেখছি !

পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তাহার পর সহসা তিনি আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিলেন—

রেবেকা—রেবেকা—

কোন উত্তর আসিল না। মধুসূদন ভাঙিয়া পড়িলেন। টেবিলে দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। মনে হইল যেন তিনি কাঁদিতেছেন। নিঃশব্দপদসঞ্চারে হেনরিয়েটা প্রবেশ করিলেন এবং মধুসূদনকে এই অবস্থায় দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হেনরিয়েটা। (মৃদুস্বরে) Excuse me.—আমি ব্যাগটা ফেলে গেছি।

মধুসূদন উঠিয়া বসিলেন

মধু। Henrietta, I have lost my mother.

পত্রটি দেখাইলেন

একাদশ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ী। ১৮৫১ খৃঃ অঃ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজনারায়ণ দত্ত একটি ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছবিটি একটি বড় অয়েল পেন্টিং—স্বর্গীয়া জাহ্নবীর প্রতিকৃতি। রাজনারায়ণের বেশ বিস্রস্ত, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, কেশ অবিন্যস্ত। তিনি অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

রাজনারায়ণ। কিচ্ছু হয় নি—একদম কিচ্ছু হয় নি। টাকাগুলো জলে গেছে কেবল। জাহ্নবীর চেহারা ঢের ভাল ছিল এর চেয়ে।

একেবারে অন্যরকম ছিল। সাহেব কখনও বাঙালী মেয়ের ছবি আঁকতে পারে—বিশেষত জাহ্নবীর! তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না।

আবার কিছুক্ষণ ছবিখানির দিকে তাকাইয়া রহিলেন

নাঃ, কিচ্ছু হয় নি। চোখের সে দৃষ্টি কই—যে দৃষ্টি থেকে—**no, I must not be sentimental !**

আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন

সবাই বলছে—**she died of a broken heart !** হতে পারে। **A tender heart is bound to break some day or other**—আমি কি তার জন্যে দায়ী ? মোটেই না। আরও তিনবার বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু **each time with her permission**—সে অনুমতি না দিলে কিছুতেই বিয়ে করতাম না আমি। No—

আবার খানিকক্ষণ নীরবে মদ্যপান করিলেন

It is that precious son of mine—সমস্তই সেই সুপুত্রটির কীর্তি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছবিটির দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন) বুঝলে, সমস্তই তোমার পুত্রটির কীর্তি। আমি এর জন্যে বিন্দুমাত্রও দায়ী নই—হতে পারি না। বিয়ে! তিন-চারটে বিয়ে আজকাল করছে না কে ? তা ছাড়া, তুমিই তো অনুমতি দিয়েছিলে !

কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পদচারণা করিলেন

(উচ্চৈঃস্বরে) প্যারী, প্যারী—

(নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে হ্যাঁ—যাই।

শশব্যস্ত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। মধুর **Captive Lady**-খানা বাঁধিয়ে আনতে বলেছিলাম, এনেছ ?

প্যারী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। নিয়ে এস। দুর্গাচরণকে খবর দিয়েছিলে ?

প্যারী। দিয়েছিলাম। তিনি আসবেন বলেছেন।

প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন ও বাঁধানো Captive Lady-খানা আনিয়া রাজনারায়ণের হস্তে দিলেন।

রাজনারায়ণ। (বইটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া) এ কি হয়েছে!

প্যারী। (বুঝিতে না পারিয়া) আজ্ঞে?

রাজনারায়ণ। এ কি হয়েছে! তোমাকে বলি নি ভাল ক'রে বাঁধিয়ে আনতে?

প্যারী। ভাল ক'রেই তো এনেছি। ভাল চামড়া দিয়ে—

রাজনারায়ণ। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) এর নাম ভাল বাঁধানো নাকি? একে ভাল বাঁধানো বল তুমি! দত্ত-বংশের ছেলে তুমি!

হতভম্ব প্যারী সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন

কি বই জান তুমি এখানা? এ বইয়ের দাম কত ধারণা আছে তোমার?

প্যারী। এটা তো মধুর 'ক্যাপটিভ লেডি'—

রাজনারায়ণ। (উচ্চকণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ, মধুর 'ক্যাপটিভ লেডি'। এমন ক'রে বাঁধিয়ে এনেছ কেন তা হ'লে? ইডিয়ট্ কোথাকার!

প্যারী। এর চেয়ে আর কি রকম ভাল বাঁধানো হবে! চামড়া দিয়ে তো—

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) চামড়া—চামড়া—চামড়া—ভেলভেট বাজারে ছিল না? সোনা ছিল না? সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে আনলে না কেন? কে তোমাকে বারণ করেছিল?

প্যারী। (সভয়ে) আমি ভেবেছিলাম—

রাজনারায়ণ। (উত্তেজিত হইয়া) বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। তোমাদের মত অপদার্থের মুখ দেখতে চাই না আমি। বেরিয়ে যাও—

প্যারী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন

বাড়ির সেরা ছেলেটা খৃষ্টান হয়ে গেল! র'য়ে গেল হাঁদাগুলো।

নিকটস্থ টেবিলের উপর 'ক্যাপটিভ লেডি'-খানা রাখিয়া দিলেন ও আবার মদ খাইতে শুরু করিলেন। ভৃত্য রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল।

রঘু। হুজুর, একজন মক্কেল এসেছে।

রাজনারায়ণ। এখন দেখা হবে না।

রঘু। বলছে—জরুরী কাজ।

রাজনারায়ণ। তাড়িয়ে দে। প্যারী কোথা?

রঘু। বাইরের ঘরে ব'সে আছেন।

রাজনারায়ণ। পাঠিয়ে দে এখানে।

ভৃত্য চলিয়া গেল, ও একটু পরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিতেই রাজনারায়ণ সস্নেহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

রাগ করলি বাবা! রাগ করিস নি—আয়, ব'স্। তোরা ছাড়া যে এখন আমার কেউ নেই। (মদ্যপান করিলেন) কেউ নেই—কেউ নেই। মধুর বইটা পড়্ তো একটু শুনি। পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার গল্পটা কি চমৎকার ক'রে লিখেছে! অদ্ভুত! পড়্ একটু শুনি।

প্যারী টেবিল হইতে বইটি লইয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন

প্যারী। কোন্‌খান থেকে পড়ব?

রাজনারায়ণ। গোড়া থেকেই পড়্।

প্যারীচরণ পড়িতে লাগিলেন

প্যারী। **The star of eve is on the sky**
But pale it shines and tremblingly,
As if the soliude around
So vast, so wild, without a bound
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear, unrest!
But soon, soon will its radiant peers
Peep forth from out their deep-blue spheres,
And soon the lady moon will rise
To bathe in silver earth and skies
The soft, pale silver of her pensive eyes.

রাজনারায়ণ। আচ্ছা প্যারী, মধু কোন চিঠিপত্র লেখে না কেন বল্ তো! তোকে লেখে?

প্যারী। আজ্ঞে না।

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুবান্ধবদের কাউকে লেখে? খবর রাখিস্ কিছু?

প্যারী। কাউকেই লেখে না। কাল গৌরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল —তিনি বললেন যে, দু'বচ্ছর কোন চিঠি পান নি তিনি।

রাজনারায়ণ। দু'বচ্ছর!

উঠিয়া পড়িলেন ও অস্থিরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর ছবিখানার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া এক নিশ্বাসে সেটা পান করিয়া ফেলিলেন।

দু'বচ্ছর চিঠি লেখে নি কাউকে! আমাকে চিঠি না লেখার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দু'বচ্ছর চিঠি না লেখার মানে কি! ওর তো সে রকম স্বভাব নয়!

প্যারীচরণ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ তাহাকে থামাইয়া দিলেন

ব'লো না—ব'লো না—তোমার যা মনে হচ্ছে ব'লো না সে কথা। আমারও তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু উচ্চারণ ক'রো না,—**not a word**! (মাথা নাড়িয়া) কিন্তু নাঃ, বিশ্বাস হয় না। জাহ্নবী মরবার সময় ব'লে গেছে— মধু আবার ফিরে আসবে। সতী সাধ্বীর কথা মিথ্যে হতে পারে না।

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

দু'বচ্ছর চিঠি লেখে নি। কাউকেই লেখে নি। আশ্চর্য তো! এক কাজ কর তুমি, পাল্‌কিটা নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাও। গৌর, ভোলানাথ, ভূদেব, বঙ্কু—সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো—যাও—এখনি যাও—

প্যারী। এখন?

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ, **immediately.**

প্যারী। এত রাত্রে কি আসবে কেউ?

রাজনারায়ণ। Don't argue—যা বলছি কর। কেউ না কেউ আসবেই। I must have details—যাও।

নিরুপায় প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ আবার সেই ছবিটার নিকট গিয়া একদৃষ্টে সেটার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

কি! ছেলেকে নিয়ে নিয়েছ না কি? কিছুই বিচিত্র নয় তোমার পক্ষে।... You jealous woman!—তোমরা সব করতে পার।

রাজনারায়ণ যখন এইভাবে ছবির সহিত কথা কহিতেছিলেন তখন নিঃশব্দপদসঞ্চারে হরকামিনী—রাজনারায়ণের কনিষ্ঠতমা পত্নী—আসিয়া প্রবেশ করিলেন। অপরূপ সুন্দরী। বয়স ষোল-সতেরো হইবে। রাজনারায়ণ তাঁহার আগমন জানিতে পারিলেন না।

তোমরা সব করতে পার। দিব্যি ফেলে চ'লে গেলে তো আমাকে! অথচ যতদিন বেঁচে ছিলে আঁকড়ে ধরেছিলে—এক দণ্ড ছাড়তে চাইতে না। কি তোমরা!

হরকামিনী। রান্না হয়ে গেছে—

রাজনারায়ণ। (হঠাৎ পিছনে ফিরিয়া) তুমি কখন এলে—এ ঘরে এলে কেন তুমি—মানা ক'রে দিয়েছি না যে, এ ঘরে কেউ আসবে না?

হরকামিনী। (শঙ্কিতভাবে) রান্না হয়ে গেছে—তুমি কখন খাবে তাই জানতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। আমি খাব না এখন।

হরকামিনী। কিছুই খাবে না?

রাজনারায়ণ। না।

মদ্যপান করিতে লাগিলেন

হরকামিনী। (সানুনয়ে) ওগুলো আর খেয়ো না—শুনেছি ওতে শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়।

রাজনারায়ণ। আমিও শুনেছি।

হরকামিনী। তবু খাবে?

রাজনারায়ণ। সেইজন্যেই খাব।

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—রাজনারায়ণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন

হরকামিনী। এমনভাবে আত্মঘাতী হচ্ছ তুমি কোন্ দুঃখে?

রাজনারায়ণ। সে তোমরা কেউ বুঝবে না—এইটেই সব চেয়ে বড় দুঃখ।

পুনরায় মদ্যপান

হরকামিনী। তোমার পায়ে পড়ি, ও বিষগুলো আর তুমি খেয়ো না।

রাজনারায়ণ এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মদ্যপান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মদ্যপান করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

রাজনারায়ণ। দেখ, এবার মনে করেছি কালীপূজো করব খুব ঘটা ক'রে। দাদা একবার যেমন সাগরদাঁড়িতে করেছিলেন। এক-আধটা কালী নয়—১০৮টা কালীর মূর্তি পূজো করেছিলেন দাদা। ১০৮টা মোষ, ১০৮টা ভেড়া, ১০৮টা ছাগল একসঙ্গে বলিদান দেওয়া হয়েছিল। ১০৮টা সোনার জবাফুল অঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল মায়ের পায়ে। এই রকম পূজো এবার আমিও করব—(কিছুক্ষণ পরে) ছেলের কল্যাণের জন্যে।

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। তুমি যাও।

হরকামিনী চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ উঠিয়া জাহ্নবীর ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। মধুসূদন পিছনের দ্বার দিয়া সন্তর্পণে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনের পরিধানে সাহেবী পরিচ্ছদ—মুখে চাপদাড়ি। মধুসূদন কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিলেন—

মধু। বাবা!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত রাজনারায়ণ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন

রাজনারায়ণ। কে—কে—who's there?

মধুসূদন আর একটু আগাইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন—এই চাপ-দাড়ি যুবক যে তাঁহার পুত্র মধুসূদন তাহা প্রথমে তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষণপরেই চিনিতে পারিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া আসিলেন।

মধু—তুই—তুই—তুই এসেছিস! কখন এলি?

মধু। আমি এইমাত্র এসেছি। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এসেছি।

এই কথা শুনিয়া রাজনারায়ণের দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দন্তে দন্ত চাপিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—

রাজনারায়ণ। **Yes, your heathen mother is dead.**

মধু। আমাকে খবর দেন নি কেন?

রাজনারায়ণ। প্রয়োজন মনে করি নি। **But that heathen lady talked of you till death stopped her**—মরবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার নাম করেছেন—প্রতি মুহূর্তে আশা করেছেন যে, তুমি আবার ফিরে আসবে—**laugh at her heathen tenacity if you like.**

মধু। আমি খৃষ্টান হয়েছি, কিন্তু অমানুষ হই নি। আপনি—

রাজনারায়ণ। না, আমি কিছু বলছি না—**I am very glad to see you, my boy**—ব'স—**please take your seat and have a glass of wine if you like.**

এক গ্লাস মদ ঢালিয়া মধুর দিকে আগাইয়া দিলেন ; কিন্তু মধু তাহা স্পর্শ করিলেন না।

হঠাৎ এলে কেন এ সময়? অকস্মাৎ এ অনুগ্রহ!

মধু। (উপবেশন করিয়া) মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে থাকতে পারলাম না—**I thought it my duty to come to you**—আপনার আর ছেলে হয় নি আমি শুনেছি। (সহসা) ওটা কি মায়ের ছবি নাকি?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন ও ছবিখানার দিকে চাহিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মস্তক অবনত করিলেন। রাজনারায়ণ বিস্ফারিত নয়নে ইহা দেখিতে লাগিলেন।

রাজনারায়ণ। উঠে এসো।

মধু ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন

কতক্ষণ এসেছ তুমি?

মধু। এই আসছি।

রাজনারায়ণ। **What do you want? Money?**

মধু। **I am always in need of money**—কিন্তু সে জন্য আসি নি। আমি এসেছি আপনার কাছে।

রাজনারায়ণ। আমার কাছে? কেন?

মধু। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। কোথায়? মাদ্রাজে? (সবিস্ময়ে) **Are you in your senses?**

মধুসূদন নীরব রহিলেন

Have you married?

মধু। **Yes, I have married a Scotch girl.**

রাজনারায়ণ। **I see.**

মধু। আপনি আমার কাছে চলুন—**you will see for yourself.**

রাজনারায়ণ। হঠাৎ এতদিন পরে এ আগ্রহ কেন—**may I ask you?**

মধু। এখানে থাকলে আপনার কষ্ট হবে। পৃথিবীতে মা আর আমি ছাড়া আপনাকে আর কেউ চেনে না। মা মারা গেছেন শুনে আমার মনে হ'ল যে, আমার কাছে না থাকলে আপনি শান্তি পাবেন না—কেউ আপনাকে বুঝবে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে—সেইজন্যেই এসেছি আমি।

রাজনারায়ণ। **But that is impossible, my boy**—আমার আরও দুটি স্ত্রী আছে **and I have duty towards them.** (সহসা) **Do you know you are responsible for the whole thing?** এখন এসেছ আমাকে নিয়ে যেতে! **It is too late.**

মধু। মা মারা গেছেন, তাই বলছি—

রাজনারায়ণ। তুমিও যে ম'রে গেছ—**you are a different person—a Michael.**

মধুসূদন স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—

মধু। **The Christians are the best people in earth to-day, father.**

এই কথা শুনিয়া রাজনারায়ণ ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। Go to the best people then—there's the door—who asked you to come here ?

মধুসূদন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মধু। যাবেন না তা হ'লে আমার সঙ্গে ?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। চললাম তা হ'লে—Good night.

বাহির হইয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন

যদি কখনও কোন বিষয়ে আমাকে আপনার প্রয়োজন হয়, খবর দিলেই আমি আসব। এখন তা হ'লে চললাম—Good night.

মায়ের ছবিটার দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ কোন উত্তর না দিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন ও মধুসূদন চলিয়া গেলে দ্বারের দিকে একবার চাহিলেন মাত্র।

তৃতীয় বিরতি

দ্বাদশ দৃশ্য

মাদ্রাজে মধুসূদনের পড়িবার ঘর। ঘরের চতুর্দিকে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ এবং আলমারি। যে টেবিলের সম্মুখে মধুসূদন বসিয়া আছেন তাহা প্রকাণ্ড এবং তাহাতে বই-খাতা অগোছালভাবে স্তূপীকৃত। মধুসূদন পড়াশোনায় তন্ময় হইয়া আছেন। বয় আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একটি কার্ড দিল। মধুসূদন ক্ষণকাল বিরক্তিভরে কার্ডটির পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কথা কহিলেন—

মধুসূদন। Show him in.

বয় চলিয়া গেল

লোকটা পাগল ক'রে তুলবে দেখছি ! What does he want now ?

নটবর ঘোষ প্রবেশ করিলেন

নটবর। Good morning.

মধুসূদন। Good morning. আপনার টাকা তো পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।

নটবর। টাকা পেয়েছি। Thanks. আমি সে জন্যে আসি নি। আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে এসেছি—এই দেখুন।

একখানি বই দিলেন

মধুসূদন। বেতাল পঞ্চবিংশতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

সবিস্ময়ে পাতা উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিতে লাগিলেন

নটবর। প'ড়ে দেখুন কি সুন্দর ভাষা! আমি যখন বাংলা দেশে ছিলাম তখন বাংলা গদ্যে যে সব বই বেরিয়েছিল তা সাংঘাতিক, এখনও ভাবলে পিলে চমকে ওঠে। বেদান্তচন্দ্রিকা, পাষণ্ডপীড়ন, প্রতাপাদিত্য-চরিত্র পড়েছেন কখনও? কি সঙীন ভাষা মশাই!

মধুসূদন কোন উত্তর না দিয়া পাতা উলটাইতে লাগিলেন

আর এর ভাষা দেখবেন কি চমৎকার, কি স্বচ্ছ, কি মিষ্টি! (একটু থামিয়া) আইন ক'রে বিধবাবিবাহ দিচ্ছে শুনে লোকটার উপর-চটেছিলাম, বই প'ড়ে এখন ভক্তি হচ্ছে।

মধুসূদন কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন

নটবর। ভাবছেন কি?

মধুসূদন। কিছু নয়। আচ্ছা, প'ড়ে দেখব ভাল ক'রে।

নটবর। আপনিও বাংলায় লিখুন না কিছু।

মধুসূদন। আমি? আমার বাংলা লেখা পড়বে? বাংলা দেশ আমাকে তো চায় না। I was hounded out of Baegal. আমার লেখা কেউ পড়বে না।

নটবর। লেখা পড়বে না কি ক'রে জানলেন আপনি?

মধুসূদন। Captive Lady ছাপানোর বিল শোধ হয়নি এখনও। গৌরকে লিখেছিলাম বাংলা দেশে সে যদি কিছু বিক্রি করতে পারে। He could not secure more than eighteen customers.

নটবর। Captive Lady যে ইংরেজীতে লেখা!

মধুসূদন। My dear Natabar, believe me—বাংলা দেশে ইংরেজী

জানা লোক আঠারো জনের চেয়ে ঢের বেশী আছে। তারা কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গুরুচরণ দত্ত, ও. সি. দত্তর ইংরেজী প'ড়ে গদগদ—আমার লেখা পছন্দ হয় না তাদের। তারা আমাকে চায় না।

নটবর। বাংলায় কিছু লিখলে আমার বিশ্বাস—

মধুসূদন। বাংলা লেখবার জন্যে নিজেই আমি ছটফট করছি; **I know I can make and remake that languge.** বাংলা ভাষার চেহারা বদলে দিতে পারি আমি। কিন্তু কেউ আমার লেখা পড়বে না, বাংলা দেশ চায় না আমাকে, **and I know it for certain.**

নটবর। আমার মনে হয় আপনি ক্রিশ্চান হয়েছিলেন ব'লেই হয়তো—

মধুসূদন। বাঙালী ক্রিশ্চানরাই সবচেয়ে বেশী অভদ্রতা করেছে আমার সঙ্গে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন **treated me like dirt.**

নটবর। (সবিস্ময়ে) রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

মধুসূদন। আলাপ আছে মানে! তার মেয়ে দেবকীর সঙ্গে আমার—(সহসা ক্ষেপিয়া) **I can never forgive that man. It is for him that I am rotting in this wretched Black Town of Madras.**

নটবর। কাল আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন এখানে এসেছেন।

মধুসূদন। কোথায়?

নটবর। কোথায় উঠেছেন তা জানি না, তবে মাদ্রাজে এসেছেন তা ঠিক।

বয় প্রবেশ করিয়া একটি কার্ড দিল

মধুসূদন। (কার্ড দেখিয়া) **Good gracious!**

নটবরকে কার্ড দেখাইয়া

Your Reverend K. M. Banerjee! The swine, the damned swine, what does he want with me?

নটবর। ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, অভদ্রতা করাটা ঠিক হবে না।

মধুসূদন। **My dear Natabar, you need not worry, I am quite efficient in lip-deep Christian manners.** (বয়কে) **Yes, bring him in.**

নটবর। আপনারা আলাপ করুন তা হ'লে, আমি চলি। বইটা থাক্।

নটবর চলিয়া গেলেন। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন প্রবেশ করিলেন। প্রবীণ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। দেখিলে শ্রদ্ধা হয়।

মধুসূদন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) **Good morning. Do glad to meet you after such a long time.**

উঠিয়া করমর্দন করিলেন এবং একটি চেয়ার আগাইয়া দিলেন

কৃষ্ণমোহন। (উপবেশন করিতে করিতে) গৌরদাস তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে, এই নাও।

একটি পত্র দিলেন

আর আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

মধুসূদন। আমাকে ? কোথায় ?

কৃষ্ণমোহন। কোথায় আবার ? দেশে। দেশের ছেলে দেশে ফিরবে না ?

মধুসূদন। দেশ তো আমাকে চায় নি কোনদিন।

কৃষ্ণমোহনের অনাড়ম্বর আন্তরিকতার সুরে মধুসূদনের মেকি স্যাহেবিয়ানা টিকিল না, বাঙালী-সুলভ অভিমান আত্মপ্রকাশ করিল।

কৃষ্ণমোহন। চেয়েছে বই কি! **Your 'Captive Lady' has captured the hearts of all. Mr. Bethune—by the way, do you know, Mr. Bethune is dead ?**

মধুসূদন। হ্যাঁ, শুনেছি।

কৃষ্ণমোহন। **These Anglo-Indians killed him,** কালা আইনের উত্তেজনা তাঁর সহ্য হ'ল না। **He had a very high opinion of you.**

মধুসূদন। তিনি আমায় বাংলা লিখতে বলেছিলেন।

কৃষ্ণমোহন। বাঙালীর ছেলের বাংলা লেখাই তো উচিত। দেশে ফিরে চল তুমি, দেখবে দেশ জেগে উঠেছে। ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিওর স্বপ্ন সফল হয়েছে বাংলা দেশে। রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুজ্যে, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দেবেন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন মিত্তির, প্যারীচাঁদ, রাধানাথ, রসিককৃষ্ণ দেশ জুড়ে প্রতিভার একটা মিছিল চলেছে যেন। এ সময় তোমার এখানে প'ড়ে থাকা চলে না।

মধুসূদন। ভয় হয় বাংলা দেশে গেলে খেতে পাব কি-না! এখানে তবু যা হোক—

কৃষ্ণমোহন। বল কি! তোমার মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক খেতে পাবে না! **All your friends are well placed in life there.** তোমারও একটা না একটা কিছু জুটে যাবেই।

ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন

মধুসূদন। আপনি উঠেছেন কোথা?

কৃষ্ণমোহন। আমি মিশনের কাজে এসেছি, মিশনেই উঠেছি।

মধুসূদন। (অনুযোগের সুরে) আমার এখানে এসে ওঠা উচিত ছিল আপনার।

কৃষ্ণমোহন। আছি দু-চার দিন। আসব আবার। তুমি বিয়ে করেছ তো?

মধুসূদন। (হাসিয়া) একবার নয়, দুবার।

কৃষ্ণমোহন। ও! প্রথম স্ত্রী মারা—

মধুসূদন। না, মারা যায় নি। **She has divorced me.**

কৃষ্ণমোহন। **I hope you are happy.**

মধুসূদন। **I would I had the means.**

কৃষ্ণমোহন পুনরায় ঘড়ি দেখিলেন

কৃষ্ণমোহন। এবার উঠি আমি।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া গলা-খাঁকারি দিলেন

গৌরদাসের চিঠিতে তুমি পাবে সব খবর। **I am afraid it contains a very sad piece of news.**

মধুসূদন। (সভয়ে) কি! **I hope father is well.**

কৃষ্ণমোহন। **May his soul rest in eternal peace!**

মধুসূদন উঠিয়া দাঁড়াইলেন

মধুসূদন। বাবা মারা গেছেন! **You don't mean it—do you?**

কৃষ্ণমোহন কেবল মাথা নাড়িলেন

কৃষ্ণমোহন। এর ওপর তো মানুষের হাত নেই—**such is the law of Nature—inexorable, inevitable.**

মধুসূদন বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন

গৌরের চিঠিতে সব খবর পাবে। শুনেছি তোমার আত্মীয়স্বজনেরা নাকি তোমার বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কি সব গোলমাল করছে। তোমার অবিলম্বে দেশে ফেরা উচিত।

আর একবার ঘড়ি দেখিলেন

আচ্ছা, আমি চলি তবে। **Good bye.**

মধুসূদন প্রত্যভিবাদন করিলেন না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বারপ্রান্তে হেনরিয়েটাকে দেখা গেল।

হেনরিয়েটা। **Darling!**

মধুসূদন। **Henrietta, do you know—**

হেনরিয়েটা। **Yes, I hove heard— was listening. How terrible!**

মধুসূদন। রেভারেণ্ড ব্যানার্জি বলছেন ফিরে যেতে।

হেনরিয়েটা। তাই যাও।

ঠিক এই সময়ে একটি ছয় বৎসরের বালিকা খোলা দ্বারপথ দিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল ও মধুসূদনকে জড়াইয়া ধরিল। রেবেকার কন্যা

বালিকা। **Daddy!**

মধুসূদন। এ কি, তুমি কি ক'রে এলে?

বালিকা। আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলাম। রাস্তা থেকে তোমাকে দেখতে পেলাম। তুমি আমাদের কাছে যাও না কেন বাবা?

মধুসূদন। তুমি যাও, আমি যাচ্ছি এখনি।

বালিকা। না, তুমি চল আমার সঙ্গে।

মধুসূদন। যাচ্ছি—তুমি যাও আগে—এখনি যাচ্ছি আমি।

বালিকা। না, তুমি যাবে না।

মধুসূদন। নিশ্চয় যাব—**there's a good girl**—কথা শোন—তুমি যাও, আমিও যাচ্ছি একটু পরে।

বালিকা অনিচ্ছাভরে চলিয়া গেল। হেনরিয়েটা নির্বাক

মধুসূদন। **No, I must leave Madras for good**—এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব—**I must weigh anchor**—হেনরিয়েটা, বাংলা দেশে গিয়ে থাকতে পারবে তুমি?

হেনরিয়েটা। আমি? তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব—যেখানে আমাকে রাখবে সেখানেই আমি থাকব। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ছেড়ে থাকতে পারবে তুমি?

মধুসূদন। পারব মানে? পারতে হবে। **I must.**

হেনরিয়েটা। এক কাজ কর না?

মধুসূদন। কি?

হেনরিয়েটা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে চল তুমি। আমার একটুও আপত্তি নেই তাতে। **I want to see you happy.**

মধু। সে হয় না—**I cannot deprive Rebecca of her children**—সে বড় নিষ্ঠুর কাজ হবে—সে হয় না—সে হয় না—**Henrietta—O dear dear—isn't this terrible?**

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন

চতুর্থ বিরতি

ত্রয়োদশ দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বৈঠকখানা। গৌরদাস ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বসিয়া গল্প করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সাজসজ্জা আসবাবপত্র প্রভৃতি সমস্তই তৎকালোপযোগী। যতীন্দ্রমোহনের সুসজ্জিত হরকরাও এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে।

যতীন্দ্রমোহন। তুমি সুদ্ধ যখন রিহার্সালে কামাই করতে আরম্ভ করেছ তখন আর আশা নেই। 'রত্নাবলী' নাটকটাই অপয়া দেখছি, একটা না একটা বাধা লেগেই আছে। কালীপ্রসন্ন শুনছি 'বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ করছে। ও যাতে হাত দেয় তাই বেশ উতরে যায়।

গৌরদাস। নাবাতে পারলে আমাদের বইখানাও ওতরাবে। তর্করত্নের অনুবাদ চমৎকার হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন। কিন্তু নাবানো যাবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। অনেক বাধা। সাগরিকার পেটের অসুখ সারতেই চাইছে না।

গৌরদাস। ছোকরা সাগরিকার পার্টটা কিন্তু করছে চমৎকার।

যতীন্দ্রমোহন। কেশব গাঙ্গুলি, মহেন্দ্র গোঁসাই এরা দুজনও বেশ করছে। কিন্তু orchestra নিয়ে মুশকিলে পড়া গেছে যে! সংস্কৃত নাটকে বিলিতি বাজনা চলবে না—দিশি orchestra করতে হবে। **I am keen on this point.**

গৌরদাস। ক্ষেত্র গোঁসাই আর যদু পাল যদি ভার নেয় তা হ'লে হয়ে যাবে।

ভোলানাথ। (নেপথ্যে) **My I come in?**

গৌরদাস। চন্দর না কি! এস এস।

ভোলানাথ প্রবেশ করিলেন। বয়স বাড়িয়াছে

এস, ব'স।

ভোলানাথ। আমাদের মধু নাকি মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসেছে হে?

গৌরদাস। এসেছে।

ভোলানাথ। কোথা আছে সে?

গৌরদাস। এই খানিকক্ষণ হ'ল খিদিরপুরে গেছে।

ভোলানাথ। এতক্ষণ এখানে ছিল?

গৌরদাস। এইখানেই তো এসে উঠেছে। আমি একরকম জোর ক'রে তাকে খিদিরপুরে পাঠালাম এক্ষুনি।

ভোলানাথ। কবে এসেছে?

গৌরদাস। পরশু।

যতীন্দ্রমোহন। (হাসিয়া) ওর আত্মীয়স্বজনরা ওকে দেখে আঁতকে উঠবে, লোকে ভূত দেখে যেমন আঁতকে ওঠে।

ভোলানাথ। যা বলেছ! এতদিন ওরা রটাচ্ছিল যে, মধু মাদ্রাজে মারা গেছে। একটা জাল উইল বার ক'রে ওর বিষয়সম্পত্তিও গ্রাস ক'রে ব'সে আছে শুনেছি।

যতীন্দ্রমোহন। কেস হ'লে অবশ্য জাল উইল টিকবে না।

গৌরদাস। কিন্তু কেস করতে হ'লে টাকা চাই। মধু একেবারে কপর্দকহীন, বউটাকে পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে আনতে পারে নি।

ভোলানাথ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিলেন

ভোলানাথ। ওহে ভূদেব যাচ্ছে, ডাকব? ওকেও মধুর খবরটা দেওয়া যাক, শোনে নি বোধ হয়।

গৌরদাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাক না।

যতীন্দ্রমোহন। (অর্ধস্বগত) আবার বাগড়া পড়ল। 'রত্নাবলী' বইটাই অপয়া।

ভোলানাথ উঠিয়া গিয়া জানালা হইতে ভূদেবকে ডাকিলেন। ক্ষণপরেই ভূদেব প্রবেশ করিলেন।

ভোলানাথ। অমন হন হন ক'রে চলেছ কোথায়?

ভূদেব। রামগোপাল ঘোষের একটা বক্তৃতা আছে, শুনতে যাচ্ছি। যাবে নাকি?

ভোলানাথ। যেতে পারি। মধু ফিরেছে, শুনেছ?

ভূদেব। মধু? আমাদের মধু?

ভোলানাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের poet. And he has come back like a poet too, without a six-pence in his pocket.

ভূদেব। সেখানে তো মোটা মাইনের চাকরি করত শুনেছি।

গৌরদাস। খরচও মোটা ছিল—মেম বিয়ে করেছে।

ভূদেব। সে কোথায়?

গৌরদাস। খিদিরপুরে গেছে।

ভূদেব। ওর বাবা তো মারা গেছেন?

ভোলানাথ। হ্যাঁ, এবং পৈতৃক সম্পত্তিও পরহস্তগত।

ভূদেব। বড় দুঃখের কথা।

যতীন্দ্রমোহন। ওর নিজের কিন্তু সেজন্য বিশেষ দুঃখ নেই। ওর বেশী দুঃখ আমরা ওর 'ক্যাপটিভ লেডি'কে অবহেলা করেছি ব'লে।

গৌরদাস। আমাকে তো মারতে বাকি রেখেছে কেবল।

ভূদেব। আমিও ও-ব্যাপারে একটু অপরাধী হয়ে আছি ভাই।

গৌরদাস। কেন, তুমি তো এক কপি কিনেছিলে?

ভূদেব। কিনেছি, পড়েওছি। কিন্তু ও আমাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিল 'ক্যাপটিভ লেডি'র ওপর যজ্ঞ-টজ্ঞ বিষয়ে নোট লিখে দিতে। তা আর আমার হয়ে ওঠে নি। বইটা হয়েছিল চমৎকার।

ভোলানাথ। It rose as an Aurora Borealis from amidst the stern cold of want and poverty.

ভূদেব। (ভোলানাথকে) যাবে নাকি রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা শুনতে? যাবে তো চল, বেশী দেরি নেই আর।

ভোলানাথ। হ্যাঁ, চল। We shouldn't miss the oration of our Demosthenes. (গৌরদাসকে) এখনই ঘুরে আসছি আমরা।

গৌরদাস। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে। যতীন, যাবে?

যতীন্দ্রমোহন। দেখ, এই তোমাদের মহৎ দোষ—একটা fixity of

purpose নেই। ছোট রাজা বেচারা আমাদের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে আছে, অথচ—

গৌরদাস। আচ্ছা, যাব না। তোমরা যাও।

ভূদেব ও ভোলানাথ চলিয়া গেলেন

যতীন্দ্রমোহন। নাট্যশিল্প একটা বড় আর্ট। ও নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়।

গৌরদাস। বাজে কথা ছাড় না, কি বলবে বল?

যতীন্দ্রমোহন। তুমি যে ভূমিকায় নাবছ তার সম্বন্ধে ভেবেছ কিছু? সৌগন্ধরায়ণ হচ্ছেন রাজমন্ত্রী, তাঁর চালচলন, কথাবার্তা এমন হবে যে—

(নেপথ্যে)। **May I come in?**

যতীন্দ্রমোহন। আঃ, আবার কে এল!

কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রবেশ

গৌরদাস। Good afternoon ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তারপর, খবর কি?

যতীন্দ্রমোহন। এমন আকস্মিক অভ্যুদয়ের হেতু?

কিশোরীচাঁদ। হেতু দুটি—প্রথম, ছোট রাজার সঙ্গে এখনি দেখা হ'ল, তিনি দেখলাম ক্ষেপে আছেন গৌরদাস রিহার্সালে যাচ্ছে না ব'লে।

যতীন্দ্রমোহন। সে কথা আমিও বলেছি ওকে।

কিশোরীচাঁদ। দ্বিতীয়—রত্নাবলীর ওঁরা ভাল একটা ইংরেজী অনুবাদ করাতে চান। থিয়েটার দেখতে সায়েবসুবোরাও আসবে তো। ওঁরা পাঁচ শো টাকা পারিশ্রমিক দিতেও প্রস্তুত আছেন। আমাকে বললেন একটা ভাল লোককে দিয়ে করিয়ে দিতে।

গৌরদাস। আমাদের মধুকে বললে কেমন হয়?

যতীন্দ্রমোহন। **He is the fittest man.**

কিশোরীচাঁদ। মধু ফিরেছে নাকি?

গৌরদাস। ফিরেছে।

কিশোরীচাঁদ। Then certainly he is the fittest man. সে কোথায়? তার আর সব খবর কি?

গৌরদাস। আর সব খবর অতিশয় শোচনীয়। বাবা মারা গেছেন, বিষয়-সম্পত্তি বেদখল, পকেটে একটি পয়সা নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। আমি ভাবছি নিজেদের মধ্যে কিছু চাঁদা তুলে—

কিশোরীচাঁদ। সে উঠেছে কোথা?

গৌরদাস। আপাতত আমার এখানেই। এখন খিদিরপুরে গেছে।

কিশোরীচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তর্জনী দ্বারা ওষ্ঠে মৃদু টোকা দিতে দিতে ক্ষণকাল কি ভাবিলেন।

কিশোরীচাঁদ। তার যদি আপত্তি না থাকে আমি আমার দমদমের বাগান-বাড়ীখানা থাকতে দিতে পারি তাকে। খালি প'ড়ে আছে। আর ১২০৲ মাইনের চাকরিতে যদি ওর আপত্তি না থাকে তা হ'লে আমার Interpreter-এর পোস্টটাও ওকে দিতে পারি। Mr. Tucker চ'লে যাচ্ছে।

গৌরদাস। তা হ'লে তো ভালই হয়।

কিশোরীচাঁদ। তার মতটা জেনে তা হ'লে জানিও আমাকে। I shall arrange accordingly. রত্নাবলীর ব্যাপারে কিন্তু আমার আর কোন দায়িত্ব রইল না ভাই, মধুকে দিয়ে হোক, যাকে দিয়ে হোক—যা করবার করিও। আমি চললাম, এখন আর বসব না। আজ রিহার্সালে যাচ্ছ তো?

গৌরদাস। যাব।

কিশোরীচাঁদ। সেইখানেই আবার দেখা হবে তা হ'লে।

চলিয়া গেলেন

যতীন্দ্রমোহন। রিহার্সালে যাওয়াটা খুব দরকার। জিভের আড়ষ্টতাই ঘোচে না তা হ'লে। দেখ, আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি।

গৌরদাস। কি লক্ষ্য করলে আবার?

যতীন্দ্রমোহন। যাত্রার ঢংটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছ না তোমরা। সেই নাকী স্বর আর সেই টেনে টেনে কথা—

মধুসূদন প্রবেশ করিলেন

মধুসূদন। **My dear Gour—it is awful—it is hell !**

গৌরদাস, যতীন্দ্রমোহন উভয়েই বিস্মিত হইলেন

গৌরদাস। কি হ'ল! এত শিগগির ফিরলে যে?

মধুসূদন একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ও শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

গৌরদাস। খুব দুর্ব্যবহার করলে বুঝি?

যতীন্দ্রমোহন। জ্ঞাতিশত্রুরা দুর্ব্যবহার ক'রেই থাকে—এ আর নতুন কি!

গৌরদাস। ওতে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

যতীন্দ্রমোহন। ভাল উকিলের পরামর্শ নিয়ে বিষয়টি উদ্ধার করবার চেষ্টা করি এস সবাই মিলে।

মধুসূদন নীরব

গৌর। কি ভাবছ?

মধু। **I have seen her !** স্বচক্ষে দেখে এলাম—উঃ!

গৌর। কাকে দেখে এলে?

মধু। বাবার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে। অপরূপ সুন্দরী, অকাল-বৈধব্যের তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে। **O, my unprotected lone step-mother !**

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিলেন

গৌরদাস। (ক্ষণকাল পরে) মায়ের গয়নাগুলোর কোন সন্ধান পেলি? উইলের সম্বন্ধে কোন কথা হ'ল?

মধু। (মুখ তুলিয়া) **How could I ?**

উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ

জোর গলায় নিজের দাবি জাহির করতেই তো গিয়েছিলাম—কিন্তু ওই

দৃশ্য দেখে **I was crest-fallen—dumbfounded. She is haunting me even now—**

গৌরদাস। কিন্তু একটু খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত ছিল তোমার।

মধু। **My dear Gour, I am a pauper no doubt, but I am a gentleman none the less.**

গৌর। কি বিপদ! আমি কি বলছি—

যতীন্দ্রমোহন। থাক্ থাক্, ওসব আলোচনা থাক্ এখন। তার চেয়ে কিশোরী যে কথাটা ব'লে গেল তাই বল।

মধু। কিশোরী এসেছিল নাকি? সে আজকাল পুলিস-আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট না?

যতীন্দ্রমোহন। হ্যাঁ। তার অধীনে **interpreter**-এর পোস্টটা খালি হচ্ছে। তুমি যদি চাও সে তোমাকেই দেবে।

মধু। **Very kind of him.** মাইনে কত?

গৌর। একশ' কুড়ি টাকা।

মধু। মোটে? **It won't keep me in** ডাল-ভাত **even!**

গৌর। যতদিন ওর চেয়ে ভাল কিছু একটা না জুটছে ততদিন আমার মনে হয়—

যতীন্দ্রমোহন। এখন ওইটেই নাও না। ভাল একটা কিছু পেলে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ!

মধু। যা বল তোমরা, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

যতীন্দ্রমোহন। আর একটি প্রস্তাব আছে। গৌর বল।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (গৌরকে) মা জিগ্যেস করলেন, আপনারা কি গাড়ি নিয়ে বেরুবেন এখন?

গৌরদাস। হ্যাঁ, বেরুব। কেন, তিনি কি কোথাও—আঃ, কি বিপদ—আচ্ছা, চল, যাচ্ছি আমি—এক মিনিট—আসছি এখুনি।

ভৃত্যসহ অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন

মধু। আর একটি কি প্রস্তাব ?

যতীন্দ্রমোহন। রাজারা 'রত্নাবলী'খানার ইংরেজীতে অনুবাদ করাতে চান সায়েব দর্শকদের সুবিধের জন্যে। পাঁচশ' টাকা পারিশ্রমিক দেবেন। আমাদের ইচ্ছে, তুমিই এটার ভার নাও।

মধু। (Shrug করিয়া) **Well, this is more degrading.**

যতীন্দ্রমোহন। এতে আবার degrading কোন্‌খানটা !

মধু। **Degrading** নয় ? **Sculpter's chisel** দিয়ে উনুন খুঁড়তে চাও তোমরা ! তোমাদের **taste** কি রকম বুঝি না। এই একটা বাজে নাটকের জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করছ—

যতীন্দ্রমোহন। বাংলায় ভাল নাটক কই ?

মধু। **Shall I write a drama for you ?**

যতীন্দ্রমোহন। (বিস্মিত) তুমি পারবে ?

মধু। আমি পারব না ! বল কি !

সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

শুধু **drama** নয়, বাংলায় আমি **Blank verse**ও লিখব। **Blank verse**-এ না লিখলে বাংলা নাটকের উন্নতি হতে পারে না।

যতীন্দ্রমোহন। কৃত্তিবাস না কে কল্পনা করেছিলেন—জলে ভাসে শিলা, তোমার কল্পনার দৌড় দেখছি তার চেয়েও বেশী।

হাসিলেন

মধু। তুমি কি মনে কর বাংলা ভাষায় **Blank verse** লেখা অসম্ভব ?

যতীন্দ্রমোহন। মনে করি। বাংলা ভাষায় **Blank verse**-এর উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি আনা অসম্ভব। ঈশ্বর গুপ্তের ট্রাটা মনে আছে ? কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভ'রে খাই—

মধু। বুড়ো ঈশ্বর গুপ্ত লিখতে পারে নি ব'লে যে আর কেউ পারবে না তার কোন মানে নেই। **It needs a more powerful genious.**

যতীন্দ্রমোহন। ফরাসী ভাষায় জিনিয়াসের অভাব নেই, কিন্তু যতদূর

জানি, নাম করবার মতো Blank verse ওতেও নেই। প্রত্যেক ভাষারই একটা ভঙ্গী থাকে, যাতে—

মধু। বাংলা ভাষায় সব রকম ভঙ্গীই ফোটানো সম্ভব। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা।

যতীন্দ্রমোহন। দুহিতাটি কিন্তু বড় জীর্ণশীর্ণ।

মধু। Come on, bet—বাংলায় যদি Blank verse লিখে দিতে পারি, কি দেবে তুমি?

যতীন্দ্রমোহন। সত্যিই যদি Blank verse-এ ভাল কবিতা লিখে দিতে পার, আমি সে কবিতা ছাপাবার সমস্ত ভার নেব।

মধু। Done.

হাত বাড়াইয়া যতীন্দ্রমোহনের কর-মর্দন করিলেন

চতুর্দশ দৃশ্য

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর বৈঠকখানা। আসবাবপত্রে আভিজাত্যের ও ঐশ্বর্যের পরিচয় রহিয়াছে। মধুসূদন কবিতা পড়িতেছেন। তাঁহার বাঁ হাতে কবিতার খাতা, ডান হাতে মদের গ্লাস। যতীন্দ্রমোহনের সম্মুখেও মদের গ্লাস রহিয়াছে, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি তেমন মনোযোগী নহেন, ঈষৎ বিস্ফারিত নেত্রে সবিস্ময়ে তিনি কবিতা শুনিতেছেন।

মধু। ধবল নামেতে শৃঙ্গ হিমাচল শিরে
অভ্রভেদী, দেবাত্মা ভীষণ মূর্তিধর
সতত ধবলাকৃতি বিশাল অটল
যেন উর্ধ্ববাহু সদা শুভ্রবেশধারী
নিমগ্ন তপঃসাগরে ভীম ব্যোমকেশ
যোগিকুলধ্যেয় যোগী। নিকুঞ্জ কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল কুসুম,
অন্যান্য অচল ভালে শোভে যে সকল

(যেন মরকতময় কনক কিরীট)
না পরে এ গিরি সবে করি অবহেলা
পৃথ্বী-সুখে বিমুখ পৃথিবীপতি যথা
জিতেন্দ্রিয়—

কপাটে টোকা পড়িল

মধু। (বিরক্তিভরে) আঃ!

যতীন্দ্রমোহন। কে? ভেতরে এস।

গৌরদাস প্রবেশ করিলেন

গৌরদাস। যতীনকে 'তিলোত্তমা' শোনানো হচ্ছে বুঝি? (যতীন্দ্র-মোহনকে) কেমন লাগছে?

যতীন্দ্রমোহন। সুপার্ব্! এই তৃতীয়বার শুনছিলাম। (হাসিয়া) বাজি হেরে গেছি, **and am glad to lose.**

গৌরদাস উপবেশন করিলেন

গৌরদাস। আমি আগেই শুনেছি। সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন। শুধু চমৎকার নয়, যুগান্তকারী, অভূতপূর্ব, অচিন্তনীয়, অপরূপ, আশ্চর্যজনক। আমি থ হয়ে গেছি।

মধুসূদন এক নিশ্বাসে মদটা শেষ করিয়া ফেলিলেন

গৌরদাস। 'শর্মিষ্ঠা'খানাও একেবারে নতুন জিনিস হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে—এ রকম বাছা বাছা কথা তুমি পাচ্ছ কোথা থেকে?

মধু। অভিধান থেকে।

গৌরদাস। মাদ্রাজে প'ড়ে থাকলে কি এসব হ'ত! ভাগ্যে তোমাকে এখানে আনিয়েছিলাম!

মধু। (সোচ্ছ্বাসে) **Yes you are another** ভগীরথ। আমার কাব্য-সুরধুনীকে তুমিই বঙ্গে এনেছ। **By the bye,** আমার 'শর্মিষ্ঠা'র **manuscript**-খানা কোথায়? তোমাদের রামনারায়ণ তর্করত্নের ওসব ফুক্কুড়ি চলবে না। সব নাটকই 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নয়। আমি তাকে

grammar ঠিক ক'রে দিতে দিয়েছিলাম, চেলে সাজতে বলি নি। Look at his cheek! বইটা কোথায়?

গৌরদাস। রাজারা সেখানা আবার প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে দেখতে দিয়েছেন।

মধু। এ তো ভারি জ্বালাতনে পড়া গেল! Can't they rely on me?

যতীন্দ্রমোহন। রাজাদের খুব পছন্দ হয়েছে তোমার বই। তবে তর্কবাগীশ মশাই ওঁদের সভাপণ্ডিত, ওঁকে একটু দেখিয়ে না নিলে উনি ক্ষুণ্ণ হবেন। প্রবীণ লোক—

মধু। প্রবীণ লোক ব'লেই আমার ভয় বেশী। সূত্রধার, নন্দী—এসব ছাড়া যে নাটক হতে পারে তা প্রবীণদের কল্পনারই অতীত। বিদেশী নাটক তো পড়ে নি বেচারারা।

যতীন্দ্রমোহন। আমার মতে কিন্তু স্বদেশী কাব্যে বিদেশী গন্ধ কম থাকাই ভাল।

মধু। থাকলে ক্ষতি কি! Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air? Carlyle's prose for its Germanism? কাব্যে কাব্যগুণ থাকলেই হ'ল।

গৌরদাস। রঙ্গলালের লেখা তোমার কেমন লাগছে?

মধু। সেদিন ওর কতকগুলো কবিতা দেখলাম। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে কে পরিবে পায়'—এ চমৎকার! কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনাতেও যখন—মহাঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে, দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে—লিখে ভুজঙ্গ-প্রয়াতের নকল করেছে তখন আমার ভাল লাগে নি।

যতীন্দ্রমোহন। সংস্কৃত ছন্দে লিখলেও ওর আদর্শ কি সম্পূর্ণ দেশী?

মধু। ওর আদর্শ কারা জান?—Byron, Moore আর Scott.

গৌরদাস। এককালে তোমার আদর্শও তাই ছিল—আমরা কলেজে তোমাকে পোপ বলতাম।

মধু। আর সেই গর্বে আমার মাটিতে পা পড়ত না! **I was a fool then**—কিছু দূর এগুলেই বুঝতে পারা যায় **what hills peep over hills—what Alps on Alps arise!** বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, টাসো, মিলটন—এঁরাই হচ্ছেন কবিকুলগুরু। আদর্শ করতে হ'লে এঁদেরই আদর্শ করব।

প্রেমচাঁদ। (নেপথ্যে) যতীন, বাড়ী আছ নাকি?

যতীন্দ্রমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন

যতীন্দ্রমোহন। আসুন পণ্ডিতমশায়।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রবেশ করিলেন

প্রেমচাঁদ। (মধুসূদনকে দেখিয়া) স্বয়ং লেখকই যে এখানে হাজির দেখছি! আমি আজ বাইরে যাচ্ছি, তাই যতীনকে তোমার 'শর্ম্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপিখানা ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আমার দেখা হয়ে গেছে।

মধু। কেমন দেখলেন?

প্রেমচাঁদ। ছোট রাজা বলেছিলেন কোথাও দোষ দেখলে দাগ দিয়ে দিতে।

মধু। দেখি কোথায় কোথায় দাগ দিলেন!

উলটাইয়া দেখিতে লাগিলেন

প্রেমচাঁদ। দাগ দিই নি। দাগ দিতে গেলে আর কিছু থাকবে না। তবে কিনা আমি যে চোখে দেখেছি সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে। আমরা ফতে হয়ে গেলে তোমার বই খুব চ'লে যাবে—বাহবা পড়বে!

মধু। আপনার অভিমতের জন্যে ধন্যবাদ।

প্রেমচাঁদ। আমি এখন আর বসব না, চলি।

চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন

মধু। (সামলাইয়া) **Lord! these barren pundits understand nothing but grammar!**

পঞ্চদশ দৃশ্য

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। কলিকাতায় মধুসূদনের বাসায় ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে একটি সুবিস্তৃত ঘর। ঘরের তিন কোণে তিনটি টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলের সম্মুখে একটি করিয়া চেয়ার রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ঘরের আর একদিকে দুইটি টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার সোফা প্রভৃতিও আছে। একটি বড় বুক-শেলফে অনেকগুলি পুস্তক দেখা যাইতেছে। একটি টেবিলের নিকট মধুসূদন আরাম-কেদারায় বসিয়া আছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা এবং গায়েও আদ্দির ঢিলাহাতা ঘুণ্টি-দেওয়া পাঞ্জাবি। হস্তে জ্বলন্ত সিগারেট। টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস রহিয়াছে। কিছুক্ষণ মনে মনে পাঠ করিয়া তাহার পর তিনি জোরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

মধু। **The infernal serpent, he it was whose guile**
Stirred up with envy and revenge, deceived
The mother of mankind, what time his pride
Had cast him out from Heaven, with all his host
Of rebel Angles, by whose aid, aspiring
To set himself in Glory above his peers,
He trusted to have equalled the most High
If he opposed and with ambitions aim
Agaist the throne and monarch of God
Raised impious war in Heaven and battle proud
With vain attempt—

(নেপথ্যে) মধু বাড়ি আছ ?

মধু। (বই বন্ধ করিয়া) আছি—এস, গৌর নাকি ?

গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন

এস, এস—এলে কবে ? তোমার যে পাত্তাই নেই আজকাল, হে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটকুলতিলক ! তারপর, খবর কি ? 'তিলোত্তমসম্ভব' পেয়েছ ?

গৌর। (উপবেশনান্তে) পেয়েছি—তার সমালোচনাও পড়েছি, **I congratulate you.** রাজনারায়ণ, রাজেন, **even old fashioned** দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পর্যন্ত তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। **You have worked wonders my friend.**—তারপর খবর কি তোমার ?

মধু। খবর? খবর ভালই। (হাসিয়া) অর্থাভাব ছাড়া আর কোন অভাব নেই।

গৌরদাস। অর্থাভাব? কেন? আদালতে চাকরি করছ—বই লিখেও কিছু পাচ্ছ—you should not be in want.

মধু। বই লিখে আর কত পেয়েছি?

গৌরদাস। পাও নি কি রকম? রত্নাবলীর অনুবাদ, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, তিলোত্তমা—you have flooded our literature—আর প্রত্যেক বইখানাতেই তুমি বেশ টাকা পেয়েছ। বড় রাজা, ছোট রাজা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সবাই তো যথেষ্ট দিয়েছেন তোমাকে।

মধু। And I am greateful to them!—কিন্তু ওই কটা টাকাতে আমার কি হবে বল দেখি? বৈশ্বানর কখনও এক-আধ চামচে ঘি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন! আমি দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে চাই। রাশি রাশি টাকা মুঠো মুঠো খরচ করতে চাই। I thrive in luxury, you know—it is a necessity for me and my imagination. I hate—I simply hate to live in a close atmosphere. It suffocates me! এই কটা টাকাতে কোনক্রমে খাওয়া-পরা চলতে পারে বটে, কিন্তু আমি কোনক্রমে চলাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। I want to soar—I mean, materially too! I am thinking of going to England and becoming a barrister. I must have more money.

গৌর। তোমার জ্ঞাতিদের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি তো উদ্ধার হয়েছে, নয়?

মধু। প্রায়। P and B seem to be yielding—the rascals!

গৌর। তবু তোমার কুলুচ্ছে না?

মধু। My dear G. D. Bysack, you illustrious deputy magistrate, you ought to know that a few hundred rupees per month are too inadequate for a poet of my calibre.

গৌর। (হাসিয়া) ওটা পড়ছিলে কি বই? (টেবিল হইতে বইটি তুলিয়া) এটা তো দেখছি 'হোমার', এখানা 'টাসো'—ওটা কি?

মধু। Paradise Lost.

গৌর। নতুন কিছু শুরু করেছ নাকি?

মধু। শুরু করেছি মানে? তিনখানা একসঙ্গে শুরু করেছি। ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক—মেঘনাদবধও শুরু করেছি কাল থেকে।

গৌর। (সাশ্চর্যে) একসঙ্গে তিনখানা! এমন হৈ-হৈ ক'রে লেখবার মানে?

মধু। তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে বিলেত পালাতে চাই।

গৌর। Still sighing for the land of Shakespeare and Milton?

মধু। (হাসিয়া) No, for Grey's Inn. বিলেত যাব ব্যারিস্টার হবার জন্যে।

(নেপথ্যে) আসতে পারি আমরা?

মধু। আসুন। পণ্ডিতরা এসেছে—Gour, now I must bid you good night.

গৌর। এখন পড়াশোনা হবে বুঝি?

মধু। I shall dictate now.

গৌর। উঠি তবে। তোমার নতুন লেখাগুলো দেখাই হ'ল না, বাজে কথায় সময় কেটে গেল।

মধু। সে আর একদিন হবে।

তিনজন পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন

আসুন, আপনারা বসুন। গৌর, তোমার কাছে আইনের বইও দু-একখানা নেব। আইনও পড়তে শুরু করেছি। (হাসিয়া) Carrying on everything.

গৌর। আচ্ছা, কাল আসব। Good night.

প্রস্থান

মধু। Good night. (পণ্ডিতদের প্রতি) বসুন আপনারা।

পণ্ডিতগণ আগেই তিন কোণে টেবিলে গিয়া বসিলেন। মধুসূদন একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রথম পণ্ডিতের নিকটে গেলেন

আপনি 'কৃষ্ণকুমারী' লিখছেন, না? কতদূর হয়েছে দেখি? (দেখিলেন) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক শেষ হয়েছে—না? That's all right.

দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকটে গেলেন

ব্রজাঙ্গনার "ময়ূরী" কবিতাটি কাল শেষ হয় নি। মাত্র গোড়াটা শুরু করে-ছিলাম। পড়ুন তো শেষের দু লাইন।

২য় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

আহা কে না ভালবাসে রাধিকা-রমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি!

মধুসূদন সিগারেটটাতে দু-একটা টান দিলেন। তাহার পর তৃতীয় পণ্ডিতের নিকট গেলেন

মধু। 'মেঘনাদ' কতটা হয়েছে?

৩য় পণ্ডিত। ভগ্নদূত এসে রাবণকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে।

মধু। শেষের কয়েক লাইন পড়ুন তো।

৩য় পণ্ডিত। (পড়িলেন)

এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি
আদেশিলা—কহ দূত, কেমনে, পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?

মধু। দেখি—

দেখিলেন ও খাতা ফিরাইয়া দিলেন। তাহার পর সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং পশ্চাতে হস্ত নিবদ্ধ করিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা প্রথম পণ্ডিতের কাছে গেলেন

লিখুন—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—উদয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ, সম্মুখে দেবালয়, দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকা—হয়েছে লেখা?

১ম পণ্ডিত। দাঁড়ান—হয়েছে—মদনিকা—

মধু। লিখুন তা হ'লে এবার। মদনিকা বলছে—আর কেন সখি, চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্ গে। বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেব-দর্শনের ছলে এখানে এসেছি—আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি! নেপথ্যে—রণবাদ্য—

১ম পণ্ডিত। হ্যাঁ—নেপথ্যে রণবাদ্য—

মধু। লিখুন—বিলাসবতী এবার বলছেন—ঐ শোন্ লো শোন্, মহারাজ বুঝি ফিরে আসছেন। মদনিকা উত্তরে বলছেন—

পণ্ডিত মাথা নাড়িয়া থামিতে বলিলেন

Oh, you are slow, pundit! হয়েছে? লিখুন—মদনিকা বলছেন—তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি কে আসছে!

আবার কিছুক্ষণ পদচারণ

লিখুন। বিলাসবতী—সখি, আমি চক্ষের জলে একেবারে অন্ধ হয়ে পড়েছি! তা কই, আমি তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। —মদনিকা। এখন ভাই কাঁদলে আর কি হবে? ওই দেখ মন্ত্রীমশায় আসছেন। মন্ত্রীর প্রবেশ।

এই পর্যন্ত বলিয়া মধুসূদন আবার বেশ কিছুক্ষণ পদচারণা করিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকট গিয়া থামিলেন

আপনি আর একবার "ময়ূরী"টা পড়ুন তো!

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (পাঠ)

তরুশাখা উপরে শিখিনি
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে
তুমিও কি দুঃখিনী?
আহা কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি!

মধু কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন

মধু। আয় পাখি আমরা দু'জনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে
নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস দান
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকা-রঞ্জনে
তুই ভাব ঘনে ধনি আমি শ্রীমাধবে।

দ্বিতীয় পণ্ডিত লিখিতে লাগিলেন ও মধুসূদন আবার পদচারণা শুরু করিলেন। সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন

মধু। ইন্দ্রের আর একটি নাম—শক্র, না?

২য় পণ্ডিত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। লিখুন—

কি শোভা ধরয়ে জলধর
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে
স্বর্ণবর্ণ শক্রধনু রতনে খচিত তনু
চূড়া শিরোপর
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর।

২য় পণ্ডিত। পরে তরুবর?

মধু। মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর। (তৃতীয় পণ্ডিতের প্রতি) এইবার আপনার পালা। পড়ুন তো খানিকটা। একটু আগে থেকে পড়ুন—**just create the atmosphere.**

৩য় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি—

নীরব রবার বীণা, মুরজ মুরলী—
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে!

মধু। চুপ করুন। ঠিক পড়া হচ্ছে না আপনার—

আর একটা সিগারেট ধরাইলেন ও টেবিল হইতে মিল্টনখানা তুলিয়া লইয়া খানিকক্ষণ নীরবে পড়িলেন। তাহার পর সেখানা রাখিয়া দিয়া পদচারণ করিতে শুরু করিলেন। মধ্যে মধ্যে বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল

হাতীর কি কি প্রতিশব্দ জানেন বলুন তো! 'তিলোত্তমা'তে ব্যবহার করেছি অনেক কথা—মনে থাকে না সব।

৩য় পণ্ডিত। হাতীর? হস্তী, করী, গজ, মাতঙ্গ, বারণ।

মধু। I think there is another good word—

৩য় পণ্ডিত। কুঞ্জর।

মধু। That's the word—কুঞ্জর। আচ্ছা, বজ্র শব্দের কয়েকটা বলুন তো?

৩য় পণ্ডিত। বজ্র, কুলিশ, দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—(অভিধান দেখিলেন) ইরম্মদ—

মধু। (উদ্দীপিত) Yes, I want ইরম্মদ—সুন্দর কথাটা।

আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া

এইবার লিখুন—

প্রণমি রাজেন্দ্রপদে করযুগ যুড়ি
আরম্ভিলা ভগ্নদূত—হায়, লঙ্কাপতি
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী?
মদকল করী যথা পথে নলবনে—

৩য় পণ্ডিত। মদকল শব্দের অর্থই মত্তহস্তী—আবার করী কেন?

মধু। যা বলছি লিখে যান—

মদকল করী যথা পশে নলবনে
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল মাঝে

ধনুর্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি স্মরিলে সে ভৈরব-হুঙ্কারে!
শুনেছি রাক্ষসপতি মেঘের গর্জনে,
সিংহনাদে, জলধি কল্লোলে, দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে;

ধনুকের ভাল বাংলা কি? বেশ গালভরা একটা শব্দ বলুন তো! **There is a word.**

৩য় পণ্ডিত। দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—(দেখিলেন) কোদণ্ড?

মধু। কোদণ্ড, কোদণ্ড! লিখুন—

কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর-ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।

মধু। শরের কতকগুলো প্রতিশব্দ দেখুন তো।

৩য় পণ্ডিত। শর, তীর, বাণ, কলম্ব—

মধু। Good—লিখুন—

পদচারণা করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘনঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে
মেঘদল আসি যেন আবরিল রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে—

আবার পিছন দিকে হস্তনিবদ্ধ করিয়া তিনি পদচারণা শুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রথম পণ্ডিত হাই তুলিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে চোখের একটা ইঙ্গিত করিলেন।

১ম পণ্ডিত। দত্ত মহাশয়!

মধু। (হঠাৎ চমকাইয়া) **Shut up**—কথা বলেন কেন? কি বলছেন?

১ম পণ্ডিত। (ইতস্তত করিয়া) আমাদের বেতন প্রায় তিন মাসের বাকি পড়েছে—যদি কিছু দিতেন আজ ভাল হ'ত।

মধু। তিন মাসের বাকি পড়েছে! বেশ তো পাবেন।

২য় পণ্ডিত। পাবেন পাবেন তো রোজই শুনছি। আমরা গরীব ব্রাহ্মণ—

মধু। আপনারা কি মনে করেছেন, আমার হাতে টাকা আছে—অথচ দিচ্ছি না?

৩য় পণ্ডিত। আজ্ঞে, তা নয়—তিন মাসের হয়ে গেল কি না!

মধু। হাতে টাকা এলেই মিটিয়ে দেব—এখন যা করছেন করুন।

(নেপথ্যে)। দত্ত মশায় বাড়ি আছেন?

মধু। **Damn it**—আবার কে এলো!

বাড়ীওয়ালা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বাড়ীওয়ালা। ভাড়াটা কবে দেবেন?

মধু। কাল পাঠিয়ে দেব—

বাড়ীওয়ালা। কাল ঠিক চাই কিন্তু—দেখবেন কাল যেন আবার ঘুরতে না হয়।

মধু। না, কাল ঠিক পাবেন।

বাড়ীওয়ালা। ঠিক তো?

মধু। ঠিক।

বাড়ীওয়ালা বাহির হইয়া গেলেন

(পণ্ডিতদিগকে) আপনাদেরও দেব—টাকা পেলেই দেব—টাকা শিগ্‌গিরই পাব কিছু। আসুন, শুরু করা যাক। লিখুন। কত দূর হয়েছে?

৩য় পণ্ডিত। উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে

শনশনে—

পিছনে হস্তনিবদ্ধ করিয়া মধুসূদন আবার পদচারণা শুরু করিলেন। একটু পরেই দ্বারে আবার শব্দ হইল ও একটি খানসামা-জাতীয় লোক একটি প্যাকেট হস্তে প্রবেশ করিল।

খানসামা। (সেলাম করিয়া) হুজুর—

মধু। ও, যেটা সেদিন অর্ডার দিয়েছিলাম?

খানসামা। জি হুজুর।

মধুর হস্তে প্যাকেটটি দিল

মধু। দেখি—

প্যাকেটটি খুলিয়া ফেলিলেন ও একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। গাউনটি দামী ও দেখিতে সত্যই অপরূপ। দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাঃ—ফাইন! It will make Henrietta look like a princess! চমৎকার—ফাইন্—ফাইন! সুন্দর নয় পণ্ডিত?

১ম পণ্ডিত। অতি সুন্দর।

মধু। (ড্রয়ার খুলিয়া) বক্‌শিশ লে যাও।

টাকা বাহির করিয়া খানসামাকে দিলেন

গাউনকা বিল পিছে ভেজ দেনা।

খানসামা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

মধু। (গাউনটা তুলিয়া ধরিয়া) চমৎকার—বাঃ—কি সুন্দরই হয়েছে গাউনটা! Fine! হেনরিয়েটাকে পরিয়ে দেখতে হবে এখুনি। আজ আর কিছু হবে না। আপনারা আজ যান।

'হেন্‌রিয়েটা' 'হেন্‌রিয়েটা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিতগণ পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগলেন।

ষোড়শ দৃশ্য

কলিকাতার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৌবনসীমা পার হইয়াছেন—বয়স ৪১ বৎসর হইবে। গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। একটি গ্রন্থ সম্মুখে খোলা—চতুর্দিকে আরও নানা পুস্তক স্তূপীকৃত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তন্ময় হইয়া কখনও পড়িতেছেন, কখনও লিখিতেছেন। সহসা দ্বার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে নিখুঁত সাহেবী পরিচ্ছদ। তাঁহার হাতে একখানি পুস্তক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।

মধু। Good evening, Pundit!

বিদ্যাসাগর। এস এস মধু—ব'স। কোথায় বসতে দিই তোমাকে! তুমি সাহেব মানুষ—

মধু। Please don't trouble yourself, এই তো বেশ বসেছি।

চৌকিতে উপবেশন করিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে ওখানা কি?

মধু। 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। নতুন লিখেছি এখানা। একটা দুঃসাহসের কাজ ক'রে ফেলেছি—ক্ষমা করবে তো?

বিদ্যাসাগর। কি বল তো?

মধু। (হাসিয়া) বইখানা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। (বইখানা খুলিয়া পড়িলেন) "বঙ্গকুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের নাম এই কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।"

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি আর লোক পেলে না!

মধু। লোক অনেক আছে—কিন্তু তোমার মত লোক কই? There is only one বঙ্গকুলচূড়া।

বিদ্যাসাগর। চূড়ায় তুলে দিয়ে শেষে মইটি কেড়ে নেবে নাকি? মতলব কি তোমার?

মধু। তোমাকে বিরক্ত করলাম না তো? এসব হচ্ছে কি?

বিদ্যাসাগর। লিখছি। (একটু পরে) তোমার বিলেত যাওয়ার কি হ'ল?

মধু। প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। খিদিরপুরের বাড়ীটা বিক্রি ক'রে ফেললাম।

বিদ্যাসাগর। কে কিনলে? হরিমোহন?

মধু। হ্যাঁ। আর বাকি সম্পত্তিও একজনের কাছে পত্তনি দিয়ে যাচ্ছি। সে কিছু টাকা সেলামি আমাকে অগ্রিম দেবে—তা ছাড়া, মাসে মাসে হেনরিয়েটাকে দেড়শ ক'রে টাকা দেবে। ওতেই চ'লে যাবে ওদের এখানকার খরচ। ওরা এখানে রইল; একটু খবর-টবর নিও।

বিদ্যাসাগর। সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তা হ'লে! তোমার 'মেঘনাদ বধ' তো দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুচ্ছে, নয়?

মধু। হ্যাঁ। **Bhudeb has introduced** 'মেঘনাদ' **in his school. Hemchandra, a real B. A, is editing the school edition.**

বিদ্যাসাগর। তা জানি। (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও বাগাতে পারি নি ঠিক। 'ব্রজাঙ্গনা' কিন্তু খাসা হয়েছে, দিব্যি গড় গড় ক'রে পড়া যায়, কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই।

মধু। প্রথমে তো তুমি আমাকে মোটে আমলই দিতে চাও নি!

বিদ্যাসাগর। প্রথম প্রথম সত্যিই আমার মনে হয়েছিল তুমি একটি কিম্ভূতকিমাকার অকাল-কুষ্মাণ্ড। এখন ক্রমশ ভুলটি ভাঙছে।

মধু। **My dear Vid, you are great! I prize your opinion above all others, because your admiration is honest, and you are above flattering any man.**

বিদ্যাসাগর। যা খুশি ব'লে যাও—নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ। (একটু পরে) এত টাকাকড়ি খরচ ক'রে বিলাত যাচ্ছ—শেষ পর্যন্ত সুবিধে হবে তো?

মধু। বাঃ, সুবিধে হবে না? ব্যারিস্টার হব—**that means a bigger scope for me**—টাকা রোজগার করতে হবে—**I can't rot in poverty!**

বিদ্যাসাগর। টাকা রোজগার করার চেয়ে খরচ করার দিকেই

তোমার ঝোঁকটা যে বেশি! টাকা এখনও যা রোজগার করছ, বুঝে সমঝে চললে ওতেই যথেষ্ট কুলিয়ে যায়। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক ক'রে দিলাম তোমাকে—কিছু আয় বাড়বে ব'লে, কিন্তু তুমি ফট্ ক'রে ছেড়ে দিলে!

মধু। আমি পারলাম না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ—সবাই ছাড়তে মানা করেছিল—কিন্তু আমি পারলাম না। **It was impossible for me to carry on**—রেখে ঢেকে ওজন ক'রে লেখা আমার কর্ম নয়—'Citizen' কাগজে লিখে কি বিপদেই পড়োছলাম!

বিদ্যাসাগর। তুমি তো বিপদে প'ড়েই আছ। আমি ভাবছি কিন্তু 'পেট্রিয়ট' চালাবার মত একটা ভাল লোক পাই কোথা! কালীপ্রসন্ন আমার ওপর ভার দিয়েছে—কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবছি। কেষ্টদাস পালকেই শেষ পর্যন্ত দিতে হবে দেখছি। হরিশ মারা যাওয়ার পর থেকে কাগজটাতে অভদ্রা লেগেছে। গিরীশ আর হরিশের স্মৃতিচিহ্ন ওই কাগজখানি। ওটা নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। ভাল কথা, শুনছি নাকি নীলকর সায়েব ব্যাটারা হরিশের বিধবার নামেও মোকদ্দমা ক'রে ডিগ্রী করেছে?

মধু। শুনছি। **These planters are demons**—(হাসিয়া) যদিও আমার প্রথম শ্বশুর একজন **planter** ছিলেন—**I mean Rebecca's father**—তবু ওদের সম্বন্ধে আমি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারি না। **The rogues!**

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি যে 'নীলদর্পণে'র অনুবাদক—এ কথাটা বেশ জানাজানি হয়ে গেছে।

মধু। তা খুব জানি। ওপরওলার কাছ থেকে গুঁতোও খেয়েছি এর জন্যে। **But I don't care. I am sick of this horrid service**—আমায় বিলেত যাওয়ার আর একটা কারণও এই। **I want an independent profession.**

বিদ্যাসাগর। কিন্তু লং সাহেবের মনের জোরটা দেখলে একবার! জেলে গেল, তবু কিছুতেই তোমার নাম প্রকাশ করলে না। সায়েব জাতের গুণই এই। একেবারে ইস্পাত।

মধু। আমাদের কালীপ্রসন্ন সিংহও কম ইস্পাত নয়। লং সায়েবের হাজার টাকা জরিমানা ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিলে আদালতে!

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) সে কথা একশ' বার! সঙ্গদোষে যদি বিগড়ে না যায়, ও-ছোকরার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হবে। ওর একটা মহৎ কীর্তি হ'ল মহাভারতের অনুবাদ। অনেক টাকা খরচ করেছে। ভাল ভাল পণ্ডিতদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করছে—এ কি সোজা কথা! ওর 'হুতোম' কিন্তু সুবিধের হয় নি।

মধু। মহাভারতের পেছনে তুমি রয়েছ যে! হুতোম **is too realistic.**

বিদ্যাসাগর। মহাভারতে আমি আর কি করেছি—যোগাড়-যন্ত্র ক'রে দিয়েছি মাত্র।

মধু। আচ্ছা, তোমার চেহারাটা কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে, শরীরটা ভাল নেই নাকি?

বিদ্যাসাগর। মেরি কারপেণ্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়ায় যাবার সময় সেই যে গাড়ি থেকে প'ড়ে গেছলায়—তার পর থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তা ছাড়া, (হাসিয়া) চালকলা-খেকো এ বামুনের চেহারা কোন কালেই কন্দর্পকান্তি ছিল না।

মধু। কে বললে? **In your youth** তুমি সত্যিই কন্দর্পকান্তি ছিলে। **Look at your portrait by Hudson.**

বিদ্যাসাগর। আবার কবিত্ব শুরু করলে তুমি! থাম। তার চেয়ে 'বীরাঙ্গনা' থেকে কিছু পড় দেখি, শোনা যাক। 'বীরাঙ্গনা' কি নিয়ে লিখেছ?

মধু। এ কাব্যখানা পত্রাকারে লেখা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে কতকগুলি নারী-চরিত্র নিয়েছি—তারা যেন তাদের স্বামী

অথবা প্রেমাস্পদকে পত্র লিখে নিজেদের মনোভাব জানাচ্ছে। Ovid-এর Heroic Epistle-এর ধরনে লিখেছি আর কি!

বিদ্যাসাগর। পড় তো—শুনি।

মধুসূদন পড়িতে লাগিলেন ও বিদ্যাসাগর চক্ষু বুজিয়া শুনিতে লাগিলেন

মধু। প্রথমটাই শোন। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা—

বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলা-রাশি, হা নাথ, আকাশে
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর-বনে
অমনি চমকি ভাবি মদকল করী
বিবিধ রতন অঙ্গে পশিছে আশ্রমে
পদাতিক, বাজীরাজি সুরথ সারথি
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ। আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা অনসূয়া ডাকি সখিদ্বয়ে
কহি, হেদে দেখ সই, এতদিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে।
ওই দেখ ধূলারাশি উঠিছে গগনে,
ওই শোন কোলাহল। পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে।

বিদ্যাসাগর। অতি উত্তম হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, তোমার এ শকুন্তলা পড়বার পর আমার 'শকুন্তলা' আর কি কেউ পড়বে! (হাস্য)

মধু। বল কি! Your prose is unparalleled! যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে, ততদিন বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' স-গৌরবে বিরাজ করবে। You are another কথ।

বিদ্যাসাগর। তোমার একটা দোষ কি জান? অতিশয়োক্তি। সব জিনিসই অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে তোলা কেমন তোমার একটা বদ্ রোগ! তোমার 'তিলোত্তমা' আর 'মেঘনাদবধে' উপমা আর অলঙ্কারের ভীড় ঠেলে এগোনোই মুশকিল।

মধু। তবু লোকে এগিয়েছে তো!

বিদ্যাসাগর। লোকের এগোনোর কথা আর ব'লো না। কবির লড়াই, বুলবুলির নাচ, দলাদলি, কেরানীগিরি সবেতেই এগোয় তারা। এক ঝাঁক মাছি যেন—মধু, গুড়, বিষ্ঠা সর্বত্রই সমান উৎসাহে ভনভন করছে। ওর থেকে কিছু প্রমাণ হয় না।

মধু। কিন্তু বিদ্যোৎসাহিনীর অভিনন্দনটা?

বিদ্যাসাগর। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ওটা ওদের রসিকতা নয় তো! রূপোরই হোক আর সোনারই হোক কবিকে মদের গেলাস উপহার দেওয়াটা কি রকম অভিনন্দন বুঝলাম না। (হাসিলেন)

মধু। আমি কিন্তু ঢের বেশী অভিনন্দিত হয়েছি সেদিন চীনেবাজারে।

বিদ্যাসাগর। (সবিস্ময়ে) চীনেবাজারে!

মধু। হ্যাঁ, সেখানে সেদিন এক দোকানদার দেখি নিবিষ্টচিত্তে ব'সে 'মেঘনাদবধ' পড়ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি পড়ছেন মশায়? সে বললে—একখানি নূতন কাব্য। বললাম—কাব্য! বাংলা ভাষার ভাল কবিতাই নেই, কাব্য হবে কোথা থেকে! দোকানী কি উত্তর দিলে শুনবে? বললে—সে কি মশায়, মাত্র এই একখানি কাব্যই তো যে কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) বটে! তারপর?

মধু। তারপর তাকে বললাম—আচ্ছা, একটু প'ড়ে শোনান তো দেখি! সে আমার সাহেবী পোশাক দেখে বললে—এর ভাষা বোধ হয় বুঝতে পারবেন না। বললাম—চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? তখন সে খানিকটা প'ড়ে শোনালে। তারপর তার হাত থেকে বইখানা নিয়ে আমিও

খানিকটা প'ড়ে শোনালাম তাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, এই অমিত্রাক্ষর বাংলায় চলবে কি? সে মহা উৎসাহে বললে—খুব চলবে মশাই—এ বাংলায় নূতন সৃষ্টি—মনে হয় এ-ই সর্বোৎকৃষ্ট ছন্দ। আমি তাকে আত্মপরিচয় না দিয়ে স'রে পড়লাম,—**but I was puffed up like a baloon !**

বিদ্যাসাগর। 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' দেখেছ? (হাসিলেন)

মধু। দেখেছি। ঢাকার জগবন্ধু ভদ্র লিখেছে—বেশ লিখেছে। বেহার থেকেও কে একজন—নামটা ঠিক মনে আসছে না—হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর লিখেছে। কিন্তু তার তেমন নাকি সুবিধে হয় নি।

বিদ্যাসাগর। দেখ, আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে 'মেঘনাদবধ' লিখতে লিখতে কি ক'রে তুমি 'ব্রজাঙ্গনা' লিখলে! একেবারে অন্য সুর!

মধু। ওটা লিখেছি ভূদেবের ফরমাসে। ভূদেব একদিন আমাকে বললে—ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পার; তারই ফল 'ব্রজাঙ্গনা'। ভাল লেগেছে তোমার?

বিদ্যাসাগর। চমৎকার! (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষরও হয়তো একদিন ভাল লেগে যাবে—বলা যায় না। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাক, বিলেতে চললে তা হ'লে?

মধু। হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে সাধ—বিলেত যাব। **And go I must.** কল্পনানেত্রে আমি যেন বিলেতটাকে দেখতে পাচ্ছি। টাসোর **Jerusalem Delivered**-এ **Crusader**-রা **Jerusalem**-এর কাছাকাছি এসে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, আমার মনের অবস্থাও অনেকটা তাই—

> **Wing'd is each heart and winged every heel**
> **They fly, yet notice not how fast they fly—**

জাহাজে উঠলে যেন আমি বাঁচি—**I am impatient.**

বিদ্যাসাগর। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তোমার বন্ধুটি বেশ বিশ্বাসী লোক তো?

মধু। দিগম্বর মিত্তির, বৈদ্যনাথ মিত্তিরের মত লোক জামিন হয়েছে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত।

বিদ্যাসাগর। দেখো—শেষকালে বিপদে না পড়তে হয় ভবিষ্যতে!

মধু। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে জানে। এখন কিন্তু বিপদে পড়েছি। সেইজন্যই এসেছি তোমার কাছে। কিছু টাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। টাকা? হয়েছে!

মধু। ধার চাই।

বিদ্যাসাগর। (সজোরে মাথা নাড়িয়া) আমার আর নেই টাকা—ধার দিতে পারব না। বিধবা-বিবাহ দিতে দিতে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি। তার ওপর ট্রেনিং স্কুলের ভার পড়েছে আমার ওপর—

মধু। তুমি ইচ্ছে করলে সব পার।

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি সব পারি, কেবল একটি কাজ পারি না।

মধু। (হাসিয়া) সে অসম্ভব কাজটি কি?

বিদ্যাসাগর। তোমাদের উপকার করা। চেষ্টা ক'রেও তোমাদের উপকার করা যায় না। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) জান, তারাচাঁদ চক্রবর্তী আর মাধব ধর আমাদের ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আর একটা ট্রেনিং স্কুল খুলে বসেছে—

মধু। এ রকম করবার মানে?

বিদ্যাসাগর। এই চিরকাল করছ তোমরা। তোমরা টেক্কা দিতে ওস্তাদ, ঘোঁট পাকাতে ওস্তাদ—একটা ছুতো পেলেই হ'ল। সেবার মনে নেই—হীরাবুলবুল ব'লে এক বেশ্যার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভরতি করা নিয়ে সে কি কাণ্ড! রাজেন দত্ত-টত্ত ঘোঁট পাকিয়ে সিঁদুরেপটিতে একটা কলেজই খুলে বসল! মনে নেই তোমার?

মধু। আমি বোধ হয় তখন মাদ্রাজে—

বিদ্যাসাগর। তা হবে। এই দলাদলিতেই উচ্ছন্ন গেল সব। আমি

আর ক'দিক সামলাই বল? সামর্থ্যই বা আমার কতটুকু? (একটু পরে) কিসের জন্য টাকা চাই তোমার?

মধু। খুচরো দেনা অনেকগুলো জ'মে আছে। সেগুলো শোধ করতে হবে তো **before I sail.**

বিদ্যাসাগর। আমার কাছে আর টাকা নেই।

মধু। (সানুনয়ে) **My dear Vid—**

বিদ্যাসাগর। নেই টাকা—দেব কোথা থেকে? চুরি করব?

মধু। **You can work wonders if you like!** টাকা না পেলে আমি অপমানিত হব। **I appeal to your greatness.** মহাদেব বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে কিছু দেবে বলেছে। সে টাকা পেলেই আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগর। কি মুশকিল—টাকা নেই বলছি—

মধু। দাও ভাই। হাতজোড় ক'রে বলছি তোমাকে—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এসেছি। (হাত জোড় করিলেন)

বিদ্যাসাগর। (বিচলিত হইয়া) আহা-হা, ও কি কর তুমি! দিগ্বি-দিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ধার ক'রে বসবে, তারপর আমাকে ধ'রে টানাটানি!

মধু। **My dear Vid**—আর ব'কো না, যথেষ্ট হয়েছে—

বিদ্যাসাগর। কিছুদিন আগে 'তত্ত্ববোধিনী'তে তোমার "আত্মবিলাপ" প'ড়ে ভাবলাম যে, বুঝি তোমার অনুতাপ হয়েছে, এবার থেকে ভালভাবে চলবে। কিন্তু দেখছি—

মধু। **Believe me**—ভাল-খারাপ আমি কিছু বুঝি না। যখন যা প্রয়োজন তাই খরচ করি। **You know necessity knows no law.**

বিদ্যাসাগর। কিন্তু তোমার **necessity** যে রাজকীয় **necessity**—এই হয়েছে মুশকিল কিনা। কত টাকা চাই তোমার?

মধু। **I need a lot!** তুমি কত দিতে পারবে তাই বল?

বিদ্যাসাগর। আমার হাতে কিছু নেই।

মধু। কিচ্ছু নেই ?

বিদ্যাসাগর। না।

মধু। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) But I counted upon your greatness. কেন জানি না, তোমাকে আমার নিজের লোক ব'লে মনে হয়। তাই তোমার কাছে এসে অসঙ্গত আবদার করি। রাগ ক'রো না আমার ওপর। I am helpless creature. কেন জানি না, কিছুতেই কুলোতে পারি না।

বিদ্যাসাগর। থাকলে দিতুম—কিন্তু আমি নিজেই এখন নিঃস্ব।

মধু। তুমি সাগর, তুমি রত্নাকর—তুমি নিঃস্ব! আমি কি এতবড় অভাগা যে চাইবামাত্র সাগরও শুকিয়ে যাবে! (বিদ্যাসাগরের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া) My dear Vid—

বিদ্যাসাগর। আঃ, কি যে কর তুমি! হাত ছাড়—হাতটা ছাড় না।

হাত ছাড়াইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

মধু। চ'লে গেল! (হতভম্ব হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন) No, I can't waste—টাকাটা যোগাড় করতেই হবে—দেখি, গৌরের কাছে যদি পাই।

চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে বিদ্যাসাগর একটি চেক-বহি হাতে বাহির হইয়া আসিলেন

বিদ্যাসাগর। এ কি, চ'লে গেল নাকি! ছিরু—

শ্রীমন্ত নামক ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল

ওই যে সাহেব এখুনি গেল—তাকে এই কাগজখানা দিয়ে আয় তো—দৌড়ে যা—

চেক কাটিয়া দিলেন

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর আবার গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সহসা ঝড়ের মত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। You are great—you are great—you are great my dear Vidyasagar—you are simply great.

বিদ্যাসাগরকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। ছাড় ছাড়—কি যে কর! দোয়াত-টোয়াত সব উলটে দেবে নাকি!

মধু। সত্যই তুমি সাগর—করুণাসাগর।

বিদ্যাসাগর। চেকটা কিন্তু পরশুর আগে ভাঙিও না—ব্যাঙ্ক একদম খালি। এর মধ্যে টাকাটা জমা ক'রে দেব যেখান থেকে হোক।

মধুসূদন একবার চেকটার দিকে চাহিয়া নির্বাক বিস্ময়ে বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

পঞ্চম বিরতি

সপ্তদশ দৃশ্য

ভার্সাই শহরে একটি স্বল্পালোকিত কক্ষ। একটি সাধারণ টেবিল ও কয়েকটি শ্রীহীন চেয়ার ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র দেখা যাইতেছে না। চতুর্দিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। দীনবেশে মধুসূদন অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছেন। বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল। মধুসূদন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন এবং সভয়ে চাহিয়া রহিলেন। কড়ানাড়া সমানে চলিতে লাগিল।

মধু। (শুষ্ক সভয় কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি) হেনরিয়েটা!

পাশের ঘর হইতে হেনরিয়েটা বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি আসন্নপ্রসব

হেনরিয়েটা। Yes, my darling.

মধু। Don't you hear? Somebody knocking—বোধ হয় কোন পাওনাদার এসেছে। (অসহায়ভাবে) কি করি?

হেনরিয়েটা। তুমি ভেতরে যাও, আমি কথা কইছি।

কড়ানাড়ার শব্দ উগ্রতর হইল। একটু ইতস্তত করিয়া মধুসূদন পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। হেনরিয়েটা আগাইয়া গিয়া কপাট খুলিয়া দিতেই মনোমোহন ঘোষ প্রবেশ করিলেন।

মনোমোহন। Good morning—বউদি যে!

হেনরিয়েটা। ও আপনি! আসুন।

মনোমোহন। আপনারা লণ্ডন থেকে হঠাৎ এখানে চ'লে এলেন যে?

মনোমোহনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পাশের ঘর হইতে মধুসূদন সোচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসিলেন

মধু। মনু—তুমি! এখানে কি মনে ক'রে? অ্যাঁ—ব'স—ব'স—**it is such a relief to see you.**

হেনরিয়েটা। **Excuse me.**

হেনরিয়েটা ভিতরে চলিয়া গেলেন। মধুসূদন ও মনোমোহন উপবেশন করিলেন

মনোমোহন। I.C.S.-এ ফেল ক'রে ভাবলাম, কি আর করি, আপনার কাছে একটু বেড়িয়ে যাই। (হাসিলেন)

মধু। তুমি ফেল করেছ? **I am so sorry.** সত্যেনের খবর কি?

মনোমোহন। সত্যেন পাস করেছে।

মধু। আমার ধারণা ছিল সত্যেনের চেয়ে তুমি ঢের বেশী বুদ্ধিমান।

মনোমোহন চুপ করিয়া রহিলেন

মধু। (সান্ত্বনার স্বরে) **Don't collapse my boy. They say failures are but the pillars of success. Look at me.**

মনোমোহন। না, আমি—

মধু। এবার তুমি **Latin Italian** নাও।

মনোমোহন। পারব কি?

মধুসূদন। কেন পারবে না! **It is so easy to learn languages** —এখানে আমি **French**-টা তো প্রায় শিখে ফেললাম। এবার জার্মান, স্প্যানিশ আর পর্টুগীজ আরম্ভ করব ভাবছি।

মনোমোহন। আজকাল লিখছেন না কিছু?

মধু। **Oh yes,** বাংলা সনেট লিখছি। শুনবে?

ডেস্ক হইতে খাতা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন

চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিল যেমতি
জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন

Wait a minute, let us moisten our throats a little—

তাক হইতে মদের বোতল ও দুইটি গ্লাস পাড়িলেন। কিন্তু বোতল উপুড় করিয়া দেখিলেন, বোতলে কিছু নাই।

Not a drop! How is this—ওহো, কাল **De Souza** আর **Mandes** এসেছিল—**I forget—my dear Manu, I am—**

মনোমোহন। তাতে হয়েছে কি!

মধুসূদন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল

মধু। **I have ceased to be a gentleman, Manu, This is awful.**

মনোমোহন। ফুরিয়ে গেছে তাতে আর কি হবে! পড়ুন আপনি।

মধুসূদন কিন্তু বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন

বউদি আসবার পর আপনি লণ্ডন থেকে চ'লে এলেন যে হঠাৎ?

মধু। **I had to. I was suspended from Grey's Inn.**

মনোমোহন। সাস্‌পেণ্ডেড্‌! কেন?

মধু। ধারের জন্তে। হাতে একটি পয়সা ছিল না, ধার না ক'রেই বা কি করি! তার ওপর তোমার বউদি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে পড়লেন—বাধ্য হয়ে লণ্ডন ছেড়ে পালাতে হ'ল। ভাবলাম, এই পাড়াগাঁয়ে কম খরচে কুলুতে পারব—কিন্তু এখানেও কুলুতে পারছি না ভাই।

মনোমোহন। আপনার টাকা কি আসছে না?

মধু। **Not a farthing**—চারিদিকে কেবল ধার আর ধার—শোধ করতে না পারলে ফ্রেঞ্চ জেল অনিবার্য।

মনোমোহন। কি যে বলেন!

মধু। **I am not exaggerating—I have become another Micawber.** ওই **De Souza** আর **Mendes**-দের খোসামোদ ক'রে **public charity**-র আশায় জীবন ধারণ করতে হচ্ছে।

মনোমোহন। **This is awful.** আপনার টাকা আসছে না কেন? আপনার পৈতৃক সম্পত্তি তো সব উদ্ধার হয়েছে শুনেছি।

মধু। সব উদ্ধার হয়েছে **and it is worth Rs. 1500 a year. One can easily raise fifteen thousand rupees mortgaging it—**

কিন্তু যাদের উপর ভার দিয়ে এসেছি তারা একটি পয়সা পাঠাচ্ছে না। হেনরিয়েটাকে মাসে মাসে খরচ দেবার কথা ছিল, কিছু দেয় নি। বেচারা নিরুপায় হয়ে শেষে এখানে পালিয়ে এসেছে।

মনোমোহন। এ রকম ব্যবহার করছে কেন তারা?

মধু। **Firstly, because they are rogues ; secondly, because they are rogues ; and thirdly, because they are rogues.**

উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা ঘুরিয়া

But I must pull through—আমাকে বাঁচতে হবে—**I must work my way back to India to commit one or two murders—wilful, premeditated murders and then be hanged**—ব্যারিস্টার হতে পারি আর না পারি—**I must do this.**

মনোমোহন। আপনার **terms** কি শেষ হয়েছে?

মধু। **Oh no—I have eaten only thirty dinners**—এখনও বেয়াল্লিশটা বাকি।

একটি কাগজে-মোড়া পুলিন্দা বগলে করিয়া হেনরিয়েটা প্রবেশ করিলেন

হেনরিয়েটা। আমি একটু বেরুচ্ছি।

মধু। কোথায় যাচ্ছ এ সময়? হাতে ওটা কি?

হেনরিয়েটা। (ম্লান হাসিয়া) ও কিছু নয়।

মধু। **I know where you are going**—কি নিয়ে যাচ্ছ দেখি? মনুকে লুকোবার দরকার নেই, সব কথা বলেছি ওকে।

হেনরিয়েটা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মধুসূদন পুলিন্দাটা খুলিয়া দেখিলেন—
একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির হইল

এইটে নিয়ে যাচ্ছ! **No darling, I can't let you pawn this. This was my first present to you after marriage.**

হেনরিয়েটা। ঘরে খাবার নেই। **Most of our trades people have stopped.**

মধু। তা হোক। **I am expecting money by every mail.**

হেনরিয়েটা। (বিস্মিত) কে পাঠাবে।

মধু। The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.

মনোমোহন। You mean বিদ্যাসাগর ?

মধু। Yes, বিদ্যাসাগর the Great.

দুয়ারে কড়ানাড়ার শব্দ হইল। মনোমোহন কপাট খুলিয়া দিতেই পিওন প্রবেশ করিল এবং একটি রেজিস্টার্ড খাম মধুসূদনের হাতে দিল

এসেছে—এসেছে—এসেছে—এসেছে—টাকা এসেছে।

উৎক্ষিপ্ত দক্ষিণ হস্তে খামটা তুলিয়া ধরিয়া শিশুর মতো নৃত্য করিতে লাগিলেন

Henrieta, my darling—will you send for a bottle of Champagne at once.

ষষ্ঠ বিরতি

অষ্টাদশ দৃশ্য

স্পেনসস্ হোটেলে ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্তের সুসজ্জিত ড্রইংরুম। ভোলানাথ ও গৌরদাস বসিয়া গল্প করিতেছেন। উভয়েরই বয়স বাড়িয়াছে।

ভোলানাথ। তোমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলে, আমি কিন্তু জানতাম মধু ঠিক ব্যারিস্টার হয়ে আসবে।

গৌরদাস। বাহাদুরি আছে। এই তো সেদিন ব্যারিস্টারি পাস ক'রে এল, এর মধ্যে কেমন জমিয়ে ফেলেছে দেখেছ !

চাপরাসী কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল

ভোলানাথ। (কার্ড দেখিয়া) ভূদেব এসেছে (চাপরাসীকে) সেলাম দেও।

চাপরাসী চলিয়া গেল। ভূদেব প্রবেশ করিলেন

ভোলানাথ। }
গৌরদাস। } Good morning.

ভূদেব। গুড মর্নিং—ভালই হ'ল তোমরাও এখানে আছ। তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

গৌরদাস। হঠাৎ নিমন্ত্রণ?

ভূদেব। মধু কোথা?

গৌরদাস। চান করছে।

ভূদেব। মধুকে খাওয়াব একদিন। তোমাদেরও সেদিন যেতে হবে।

ভোলানাথ। কবে সেটা?

ভূদেব। দিনটা মধুর সুবিধা অনুসারে ঠিক করতে হবে। মধু এই হোটেলেই থাকবে নাকি চিরকাল?

গৌরদাস। নড়বার তো কোন লক্ষণই দেখছি না।

ভূদেব। এখানে কেন, বাঙালীপাড়ায় গিয়ে থাকলেই পারত।

ভোলানাথ। বিদ্যাসাগরও ওই কথা বলেছিল।

উপবেশন করিলেন

ভূদেব। মধু কি বললে তাতে?

ভোলানাথ। মধু-বিদ্যাসাগর-সংবাদ শোন নি তুমি?

ভূদেব। না।

ভোলানাথ। গৌরের কাছে শোন।

ভূদেব গৌরের দিকে চাহিলেন

গৌরদাস। মধু যেদিন বিলেত থেকে ফিরল সেদিন বিদ্যাসাগর নিজে জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত। মধু জাহাজ থেকে নেবেই did something dramatic—বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে ধ'রে এমন চুমু খেতে লাগল যে ব্রাহ্মণের দমবন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।

ভূদেব। (সহাস্যে) যাকে-তাকে যখন-তখন জড়িয়ে ধ'রে চুমু খাওয়া ওর চিরকালের স্বভাব। তারপর?

গৌরদাস। চুম্বন-পর্ব শেষ হ'লে বিদ্যাসাগর বললে—এইবার যাওয়া যাক চল, তোমার জন্য সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকেষ্টর বাইরের ঘরটা সাফসুতরো করিয়ে রেখেছি, সেইখানেই উঠবে চল। মধু বললে—সুকিয়া স্ট্রীটে?

ননসেন্স! সেখানে থেকে ব্যারিস্টারি করা যায় নাকি কখনও! বিদ্যাসাগর বললে—আপাতত চল না, খরচ কম হবে। মধু বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে আর একটি চুম খেয়ে বললে—মাই ডিয়ার ভিড্‌, ইউ আর এ ডারলিং, কিন্তু তা আমি পারব না। আমাকে বামুনপাড়ায়—মানে, সায়েবপাড়ায় থাকতে হবে। তারপর সোজা এইখানে এসে উঠল।

ভূদেব। এখানকার এত খরচ চালিয়ে যাচ্ছে তো! পরিবার বিলেতে, সেখানেও টাকা পাঠাতে হয় নিশ্চয়! পরিবারকে বিলেতে রেখে এল কেন বল তো?

গৌরদাস। ছেলেমেয়েদের এডুকেশনের জন্যে।

ভূদেব। রোজগার তা হ'লে ভালই হচ্ছে বলতে হবে?

ভোলানাথ। হাজারখানেক টাকা নিশ্চয়!

গৌরদাস। বেশি। কিন্তু মধু আমাদের যে তিমিরে সেই তিমিরে।

মধুসূদন প্রবেশ করিলেন

মধু। হ্যালো, ভূদেব যে! আর্যপুত্র, কি মনে ক'রে হঠাৎ? আজ ছুটির দিনটা জমবে ভাল দেখছি!

উপবেশন করিলেন

ভূদেব। তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম।

মধু। খৃস্টান ফিরিঙ্গিকে বামুন-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ!

ভূদেব। (হাসিয়া) নিমন্ত্রণ করতে এসেছি 'মেঘনাদবধ'-'বীরাঙ্গনা'র কবিকে—ফিরিঙ্গিকে নয়।

মধুসূদন পুলকিত হইলেন এবং তাহা তাঁহার মুখভাবে ফুটিয়া উঠিল

বাইরে তুমি যতই ম্লেচ্ছ হও না কেন, কাব্যলোকে তুমি দেবতার মত শুচি।

মধু। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা বলবে—কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ দত্তকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বাঁশীর বদলে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন?

চাপরাসী একটি বিল লইয়া প্রবেশ করিল এবং মধুসূদনকে দিল

মধু। Damn it! (চাপরাসীকে বিল ফেরত দিয়া) সাত দিন পরে আসতে বল।

চাপরাসী চলিয়া গেল

ভূদেব। তুমি যাচ্ছ কবে তা হ'লে? কাল সুবিধে হবে? কালও ছুটি আছে।

মধু। কাল ভাই পারব না। দ্বারকা হাইকোর্টের জাস্টিস হয়েছে। I am arranging a dinner in his honour.

ভূদেব। ও! তা হ'লে আসছে রবিবার?

মধু। হ্যাঁ, তা হতে পারে।

ভূদেব। আসছে রবিবার বিকেলে তা হ'লে এসো তোমরা। আমি উঠি এখন।

মধু। আমার একটা শর্ত আছে কিন্তু!

ভূদেব। কি বল?

মধু। তোমাদের বাড়ীর মেয়েদের হাতের দিশী রান্না খেতে চাই। কোন রকম সায়েবিয়ানা করতে পাবে না। আসনে চাপটালি হয়ে ব'সে খেয়ে আসব।

ভূদেব। বেশ, তাই হবে। (হাসিয়া) আমি কিন্তু নিজে কাঁটা-চামচেতে খাই পরিচ্ছন্নতার জন্যে।

মধু। বল কি!

ভোলানাথ। Good, this is news!

গৌরদাস। বিলিতি কাঁটা চামচ?

ভূদেব। বিলিতি নয়, সম্পূর্ণ স্বদেশী। স্যাকরা ডেকে রূপোর কাঁটা-চামচ করিয়ে নিয়েছি। আচ্ছা, উঠি এবার। বাইরের ঘরে তোমার মক্কেলও ব'সে আছে।

চলিয়া গেলেন

মধু। I am sorry I have disappoint you to-night Bholanath.

ভোলানাথ। কেন?

মধু। Salmon পাওয়া গেল না। I ordered twenty tins but they could not supply one.

গৌরদাস। যদি অভয় দাও একটি কথা বলি।

মধু। বল।

গৌরদাস। ঐ বিলটা এসেছিল কোথা থেকে?

মধু। এই হোটেলেরই বিল। That fellow is getting impertinent gradually. I would give him a bit of my mind one day.

ভোলানাথ হাসিলেন

গৌরদাস। তুমি তো চতুর্দিকেই তোমার bits of mind ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ শুনছি। শুনলাম, কাল জ্যাকসন সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করেছ।

মধু। করব না! লোকটা কালা আদমিকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। আমরা যেন কুকুর-বেরালের সামিল।

ভোলানাথ। হয়েছিল কি?

মধু। কাল argue করছি, ব্যাটা মাঝখান থেকে হঠাৎ বলে কি-না—the court orders you to plead slowly, the court has ears! আমি তৎক্ষণাৎ বললাম—but pretty too long, my lord.

ভোলানাথ। Served him rightly.

গৌরদাস। তোমার সাহস তো কম নয় হে! শুনেছি জ্যাকসন যখন চোখে monocle লাগিয়ে তাকায়, তখন বড় বড় জজ ব্যারিস্টারেরও বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

মধু। তার monocle আছে. আমারও spring-এর চশমা আছে।

টেবিল হইতে চশমাটা তুলিয়া নাকে লাগাইলেন। ভোলানাথ ও গৌরদাস হাসিতে লাগিলেন।
'বয়' মদের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল—সকলে এক এক গ্লাস তুলিয়া লইলেন

গৌরদাস। মদটা একটু কমানো দরকার এবার, লিভারে ব্যথা হয়েছে।

মধু। (স্মিতমুখে এক চুমুক পান করিয়া) হরিশ ম'রেই গেল!

ভোলানাথ। হরিশের যে মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

মধু। (বেশ বড়-গোছের একটা চুমুক দিয়া) হ্যাঁ, মাত্রাজ্ঞান থাকাটা দরকার।—বিশেষত গৌরের—দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, কচি বউ।

আর এক চুমুক দিলেন

গৌরদাস। তোমার মেমসায়েবের খবর কি?

মধু। খবর পাই নি। টাকাও পাঠাতে পারি নি। **I shall have to ask Vid again for some loan.**

গৌরদাস মুচকি হাসিলেন

ভোলানাথ। তুমি এত রোজগার করছ, অথচ **you are always in want**—তোমার ব্যাপার কি বুঝি না।

মধু। **My dear Bholanath, please do be convinced once for all.** ভদ্রভাবে থাকতে গেলে অনেক টাকা লাগে। মানুষেরই টাকার প্রয়োজন, পশুর টাকার প্রয়োজন হয় না। (উদ্দীপ্ত হইয়া) **Can you tell me why should one cringe and live shabbily?** এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সামান্য কেঁচোর মতো কাটিয়ে যাওয়াতে কি বাহাদুরিটা আছে? **What right have I not to enjoy this wonderful gift of God—this life?**

গৌরদাস। কিন্তু এমনভাবে ধার ক'রে—

মধু। ধার করি, কারণ হাতে টাকা থাকে না। এই হতভাগা দেশে জন্মেছি ব'লেই হাতে টাকা থাকে না। **In any civilised country a man of my abilities would roll in wealth.**

চাপরাসী প্রবেশ করিয়া মধুসূদনকে একটি কার্ড দিল

মধু। আঃ, ছুটির দিনেও নিস্তার নেই!

গৌরদাস। কে এল আবার!

মধু। আবার কে, মক্কেল! **These beggars seem to think that I am always at their beck and call**—কি দিয়ে মাথা কিনেছে যেন! (চাপরাসীকে) একটু অপেক্ষা করতে বল।

চাপরাসী। আর একটি গরীব ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ থেকে এসে ব'সে আছে হুজুর। কালও সে এসেছিল।

মধু। ও, আচ্ছা, ব্রাহ্মণকে ডেকে নিয়ে এস, আর এঁকে (কার্ড দেখাইয়া) বসতে বল।

চাপরাসী চলিয়া গেল। দীন-দরিদ্র-মূর্তি এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। কি চান আপনি ?

ব্রাহ্মণ। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তোমার নাম শুনে এসেছি বাবা, আমার জ্ঞাতিরা আমার সঙ্গে মোকদ্দমা ক'রে আমার ভিটেটি গ্রাস করবার চেষ্টায় আছে, তুমি দয়া না করলে আমার আর উদ্ধার নেই বাবা। হাতে একটি পয়সা নেই, ধারে মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে।

মধু। Seems to be an artist ! কি করেন আপনি ?

ব্রাহ্মণ। যাত্রার দলে সখী-সংবাদ গান গেয়ে বেড়াই।

মধু। (গৌরদাসের দিকে চাহিয়া) There you are.

গৌরদাস। বেশ ভাল গান ?

ব্রাহ্মণ। বল তো, শুনিয়ে দি বাবা।

আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া ব্রাহ্মণ গলা-খাঁকারি দিয়া সখী-সংবাদ শুরু করিয়া দিল।
ব্রাহ্মণের গলা সত্যই ভাল, তিন জনেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। গান শেষ
হইয়া গেলে মধুসূদন আনন্দে আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

মধু। Wonderful ! কই, দিন আপনার কাগজপত্তর ! আমি দেখে রাখব। আপনার কেস করব আমি—

ব্রাহ্মণ মোকদ্দমার কাগজপত্র বাহির করিয়া দিলেন।

মধু। এগুলো বরং আমার মুন্সীকে দিয়ে যান।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবা।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

মধু। চমৎকার গাইলে !

গৌরদাস। বিনা পয়সায় কাজও গুছিয়ে নিলে।

মধু। Don't say that—he has paid me handsomely.

ভোলানাথ। যাকগে। আজ সন্ধ্যেয় কি প্রোগ্রাম বল—যতীনের ওখানে ভাল বাঈজীর নাচ আছে, সেখানে যাবে, না, এখানেই এসে জোটা যাবে সবাই? **Salmon** তো পাওয়া যায় নি!

মধু। তাতে কি হয়েছে—**I shall compensate it by Meckerel.**

চাপরাসী প্রবেশ করিল

চাপরাসী। একজন পণ্ডিতমশাই দেখা করতে এসেছেন।

মধু। কে পণ্ডিত এল আবার!

চাপরাসী। বললেন, তিনি আপনাকে পাঠশালায় পড়িয়েছেন।

মধু। ও, ডেকে নিয়ে এস।

চাপরাসী চলিয়া গেল। এক বৃদ্ধ পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। মধুসূদন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও হেঁট হইয়া পদধূলি লইলেন

পণ্ডিত। দীর্ঘজীবী হও। আমি সাগরদাঁড়ি থেকে আজ সকালে এসেছি, এখানে কাউকে তেমন তো চিনি না, তুমি দেশবিখ্যাত কৃতী পুরুষ হয়েছ ব'লেই তোমার ঠিকানাটা সহজেই পাওয়া গেল, তাই এলাম এখানেই।

মধু। বেশ করেছেন। আপনি ভেতরেই চলুন। হাত পা ধুয়ে আরাম ক'রে বসবেন। আসুন—এই দিকে।

পণ্ডিতকে ভিতরের দিকে লইয়া গেলেন

গৌরদাস। লোকটা বাইরে খাঁটি সায়েব অথচ অন্তরে খাঁটি বাঙালী। আশ্চর্য!

ভোলানাথ। **He is a poet—always warbling on the branch of Poesy, like the**

Sweet bird, whose bower is ever green
Whose sky is ever clear
Who has no sorrow in his song
No winter in his year.

সুখে দুঃখে সর্বদাই ও মশগুল হয়ে রয়েছে!

কার্ড লইয়া চাপরাসীর প্রবেশ

ভোলানাথ। মনু এসেছে। ডাক।

যুবক সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ প্রবেশ করিলেন

গৌরদাস। Good morning.

ভোলানাথ। Good morning.

মনোমোহন ঘোষ প্রত্যভিবাদন করিয়া বসিলেন

মনোমোহন। Mr. Dutta is in I hope.

গৌরদাস। হঁ্যা। এটি কে?

ভোলানাথ। একে চেন না—এটি ডাক্তার দুর্গাচরণের ছেলে—এবার B. A.-তে Latin-এ first হয়েছে। ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুরেন্দ্রনাথ উপবেশন করিলেন

মনোমোহন। ও I. C. S. পড়তে বিলেত যাচ্ছে। মিস্টার দত্তের কাছে নিয়ে এলাম to get some books on Latin. উনি দেবেন বলেছিলেন।

মধুসূদন প্রবেশ করিলেন

মধু। হ্যালো! মনু না কি? কি খবর? (সুরেন্দ্রকে দেখিয়া) ও! ল্যাটিনের কিছু বই দেব বলেছিলাম, খুঁজে দেখছি একটিও নেই—most probably I pawned everything in London.

হাসিলেন

মনোমোহন। কতকগুলো ভাল ভাল বইয়ের নাম ব'লে দিন তা হ'লে।

মধু। তার আগে জানা দরকার ওর বিদ্যে কতদূর। আচ্ছা, এক কাজ কর দিকি—এই Horace থেকে এই passage-টার ব্যাখ্যা লেখ দিকি in your own Latin.

শেল্‌ফ্‌ হইতে বই পাড়িয়া দিলেন

এই নাও, কাগজ আর পেন্সিল।

কাগজ পেন্সিল ও বই লইয়া সুরেন্দ্রনাথ টেবিলের এক ধারে গিয়া বসিলেন

মধু। গৌর, তোর কাছে টাকা আছে কিছু?

গৌর। এখনই চাই?

মধু। এখনই।

গৌরদাস। কত আছে দেখি—বেশী নেই বোধ হয়।

ব্যাগ বাহির করিয়া দেখিলেন

কুড়ি টাকা আছে।

মধু। মাত্র? আচ্ছা, ওতেই হবে—দে।

গৌর টাকা দিলেন

গৌরদাস। (সবিস্ময়ে) কি হবে এখন টাকা?

মধু। পণ্ডিত মশাইকে কিছু প্রণামী দেওয়া উচিত নয়? আমার হাতে একেবারে কিছু নেই আজ। মাত্র কুড়ি টাকা দিলে অশোভন হবে না তো?

ভোলানাথ। কিছু অশোভন হবে না। এক টাকার বেশী সাধারণতঃ কেউ দেয় না।

মধু। আমি সাধারণ লোক নই বন্ধু, সাধারণ নিয়ম আমার সম্বন্ধে খাটে না। How dare you!

টাকা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। যে রকম রেটে খরচ ক'রে চলেছে, দুদিন পরে কি যে হবে তাই ভাবি।

ভোলানাথ। ভেবে লাভ কি বল? Can you stop him? একটু কিছু বলতে গেলেই his temper flares up.

মনোমোহন। God save me from his temper! কাল বার-লাইব্রেরিতে যা কাণ্ড—

মধুসূদন ফিরিয়া আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া খাতাখানি তাঁহার হাতে দিলেন

মধু। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যা বলবার মন্টুকে বলব।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। মধুসূদন খাতাখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং পড়া শেষ হইলে বিরক্তির সহিত সেটা টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিলেন

যত কুলী চালান দিচ্ছ তুমি বিলেতে হে! এর নাম কি ল্যাটিন—ছি ছি ছি! আমি কতকগুলো বইয়ের নাম লিখে দেব সেইগুলো ভাল ক'রে পড়তে ব'লো।

মনোমোহন। এখনই দেবেন কি ?

মধু। আজ আর সময় হবে না, আর একদিন এসো।

মনোমোহন। আচ্ছা, কাল একটা মক্কেল আনব আপনার কাছে। জেজুরগাঁয়ের রাধাকিশোর ঘোষ। আমিই তার কেসটা করছি—দু-একটা পয়েন্টে শুধু আপনার ওপিনিয়ন চাই।

মধু। বেশ, এস।

মনোমোহন। আপনার ফি কত আনতে বলব ?

মধু। তোমার মক্কেলের কাছ থেকে আমি ফি নেব কেন, তুমি নাওগে যাও।

মনোমোহন। সে আপনাকেও কিছু দিতে চায়।

মধু। নিতান্তই যদি কিছু দিতে চায়—একটা Bargundy, half a dozen beer আর শ'খানেক মালদ'র আম পাঠিয়ে দিতে ব'লো।

মনোমোহন। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই বলব। আমি চলি তা হ'লে।

মধু। এসো। কালকে ডিনারের কথাটা মনে আছে তো ? কার্ড পেয়েছ ?

মনোমোহন। পেয়েছি। আচ্ছা—Good-bye.

মধু। Good-bye.

গৌরদাস, ভোলানাথ 'নড্' করিয়া সারিলেন। মনোমোহন চলিয়া গেলেন

মধু। আজ ছুটির দিনের সকালটা ভাবলাম কাব্য আলোচনা ক'রে কাটাব, তাই তোমাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু আজই ঝামেলার পর ঝামেলা—one after another ! "সিংহলবিজয়" শুনবে নাকি ?

ভোলানাথ। নিশ্চয় শুনব।

গৌরদাস। সেই আশাতেই তো ব'সে আছি।

মধু। তা হ'লে শুরু করি।

উঠিয়া গেলেন এবং ড্রয়ার খুলিয়া একটি খাতা বাহির করিয়া আনিলেন

ভোলানাথ। কতদূর হয়েছে ?

মধু। রাজনারায়ণের হুজুকে প'ড়ে শুরু করেছি মাত্র—বেশী লিখি নি এখনও।

ভাল করিয়া বসিলেন

'মেঘনাদবধে' হোমার আমার আদর্শ ছিল—এতে আমার আদর্শ হচ্ছে ভাজিল অর্থাৎ ইনিড্। শোন—

স্বর্ণ-সৌধে সুধাধারা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা-নগরে
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।

চাপরাসী প্রবেশ করিল

চাপরাসী। হুজুর, সেই মক্কেলটি—

মধু। আঃ, জ্বালাতন করলে তো—আর একটু বসতে পারছেন না তিনি! এসেছেন তো ছুটির দিনে—

চাপরাসী। একটু ব্যস্ত হচ্ছেন।

মধু। ব্যস্ত হচ্ছেন তো যেতে বল।

চাপরাসী চলিয়া গেল। মুন্সী দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিলেন

মুন্সী। আমার কাজ হয়ে গেছে। যাব কি?

মধু। সব কাজ হয়ে গেছে? ওই যে কে একজন এসে ব'সে আছে?

মুন্সী। তাঁর কাগজপত্র সব ঠিক ক'রে দিয়েছি। আপনি একবার চোখ বুলিয়ে দিলেই হবে। আমি থাকতাম, কিন্তু আমার ছেলেটির অসুখ।

মধু। ও, তা হ'লে যাও। হাঁা, শোন—(হাসিয়া) **Won't you have a peg before you go?** বয়টাকে বল আমাদেরও দিয়ে যাক।

মুন্সী সহাস্যমুখে চলিয়া গেলেন। মধুসূদন পুনরায় কাব্যপাঠ শুরু করিলেন

হাঁা, কোথায় পড়ছিলাম—

ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে।

কৰি' সতী শশীমুখী সখীরে কহিলা
'হেদে দেখ শশীমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ লোভে
বিজয়—'

চাপরাসী প্রবেশ করিয়া একটি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল

মধু। আবার কি! ও, ডাকের চিঠি—এ কি! হেনরিয়েটার লেখা দেখছি!

খুলিয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিলেন

বাই জোভ!

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গৌরদাস। কি হ'ল? কোন দুঃসংবাদ নাকি?

মধু। হেনরিয়েটা চিঠি লিখেছে—ওরা আসছে।

ভোলানাথ। কবে?

মধু। সম্ভবত আজই। মহা মুশকিল হ'ল দেখছি—সপরিবারে তো হোটেলে থাকা যাবে না—তা ছাড়া **it will tell on my prestige**—একটা বাড়ী ভাড়া করতে হবে—(সহসা) হয়েছে, আচ্ছা লাউডন স্ট্রীটের সে বাড়ীটা কি খালি আছে?

গৌরদাস। সে তো প্রকাণ্ড বাড়ী—একটা palace বললেই হয়!

মধু। (সাগ্রহে) **Yes, I shall have that palace.**

গৌরদাস। ভাড়া মাসে ৪০০৲।

মধু। **My dear G. D. Bysak, please don't shatter my dreams**—ওই বাড়ীই চাই আমার—ভাড়া যতই হোক। **Come, let us fix it up immediately**– এসব থাক্ এখন। ভোলানাথ, ওঠ—

একতাড়া খাম লইয়া চাপরাসী পুনরায় প্রবেশ করিলেন

মধু। **Ghoh!** আবার কি?

খামগুলি উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন

ভোলানাথ। কি ওগুলো?

মধু। (বিরক্তিভরে) বিল—বিল—বিল—বিল—বিল।

একে একে টেবিলের উপর খামগুলি আছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন

চাপরাসী। সবাই বাইরের ঘরে ব'সে আছে।

মধু। বল, এখন দেখা হবে না।

চাপরাসী চলিয়া গেল

আমরা এই দিক দিয়ে পালাই চল। এস, এস, আর দেরি ক'রো না, ওঠ—ওঠ।

গৌরদাস ও ভোলানাথকে একরূপ জোর করিয়া টানিয়া লইয়া আর একটি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন

ঊনবিংশ দৃশ্য

বেনিয়াপুকুর রোড ধরিয়া চিন্তিতমুখে গৌরদাস চলিয়াছেন। বিপরীত দিক হইতে ভূদেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন

ভূদেব। গৌরদাস যে, কোথায় চলেছ? আমাদের মধুর খবর কি?

গৌরদাস। মধুকে দেখতে যাচ্ছি।

ভূদেব। কি খবর তার? আমি অনেক দিন এখানে ছিলাম না। সে তার 'হেক্‌টারবধ'খানা আমার নামে উৎসর্গ করেছে—তার পর আর তার সঙ্গে দেখাই করতে পারি নি। তার খবর ভাল তো?

গৌরদাস। খুব শোচনীয়।

ভূদেব। কি রকম?

গৌরদাস। আর্থিক, শারীরিক, মানসিক—সব দিক দিয়ে শোচনীয়।

ভূদেব। ব্যারিস্টারিতে তো মাঝে তার নামডাক শুনেছিলাম, আজকাল অবশ্য তেমন শুনতে পাই না। শোচনীয় অবস্থা বলছ? ব্যারিস্টারিতে কিছু হচ্ছে না নাকি?

গৌরদাস। মাঝে সে ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে পঞ্চকোটের রাজার ম্যানেজারি করতে গিয়েছিল।

ভূদেব। স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে চাকরি নিতে গেল কেন?

গৌরদাস। বাধ্য হয়ে—ঋণের দায়ে। লাউডন স্ট্রীটের বাড়ীতে এমন খরচ করতে লাগল যে, সে আর কি বলব ভাই!

ভূদেব। এখন তা হ'লে চাকরিই করছে?

গৌরদাস। না, চাকরিও গেছে। ও কখনও চাকরি করতে পারে? বহুকাল আগেই ছেড়ে দিয়েছে।

ভূদেব। কি করছে তা হ'লে এখন?

গৌরদাস। ঋণে জর্জরিত হয়ে অসুখে ভুগছে।

ভূদেব। লাউডন স্ট্রীটেই আছে এখনও?

গৌরদাস। না, এখন এই বেনেপুকুর রোডেই আছে। এখানকার বাড়ীভাড়াও অনেক বাকি। আমরা চেষ্টা করছি উত্তরপাড়ায় জয়কেষ্ট মুকুজ্জের লাইব্রেরিতে নিয়ে যেতে—আর কিছু না হোক, বাড়ীভাড়াটা লাগবে না।

ভূদেব। আহা, বেচারা বড় কষ্টে পড়েছে তো! চল যাই তোমার সঙ্গে। অনেক দিন দেখি নি তাকে।

গৌরদাস। এস।

উভয়ে চলিয়া গেলেন

বিংশ দৃশ্য

বেনিয়াপুকুর রোডে মধুসূদনের বাসা। ১৮৭৩ খৃঃ, মার্চ মাস। মধুসূদনের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত। এখানেও যে ঘরটিতে মধুসূদন বসিয়া রহিয়াছেন তাহা সাহেবী ফ্যাশানে মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। মূল্যবান সংস্করণের বহু গ্রন্থ শেল্‌ফে রহিয়াছে। ঘরখানির চতুর্দিকে হোমার, দান্তে, ভার্জিল, তাসো, শেক্‌স্পীয়র, মিলটন প্রভৃতি মহাকবিগণের bust (কোনটা প্রস্তরনির্মিত, কোনটা ধাতুনির্মিত)। মধুসূদন সম্প্রতি ঢাকা হইতে ফিরিয়াছেন। একটি কুশন-দেওয়া চেয়ারে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পাশেই একটি টেবিলে ব্রাণ্ডির বোতল। মধুসূদনের দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। পিছন দিকের একটি দ্বার দিয়া হেনরিয়েটা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও মুখশ্রী অবসন্ন—দৃষ্টি শঙ্কিত। তিনি ধীরে

ধীরে আসিয়া মধুসূদনের স্কন্ধে হাত রাখিলেন। মধুসূদন কোন সাড়াশব্দ দিলেন না—তেমনি নীরবে বসিয়া রহিলেন

হেনরিয়েটা। ভূদেববাবু গৌরবাবু চ'লে গেলেন?

মধুসূদন নীরব

এমনভাবে চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন? কি ভাবছ?

মধুসূদন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন। গলার স্বর বিকৃত

মধু। কত কি ভাবছি! চোখের সামনে নানা ছবি আসছে আর যাচ্ছে। ঢাকার কথা মনে হচ্ছে—তারা আমার সাহেবী পোশাক দেখে দুঃখ করেছিল। ভাবছি, লোকে খোসাটাকে এত বড় ক'রে দেখে কেন! (একটু থামিয়া) এরা দুঃখিত হলেন আমার পোশাক দেখে, আর বিলেতে গোল্‌ডস্টুকারের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন আমি সংস্কৃতে কথা বলতে পারি না দেখে। Strange!

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন

এলোমেলো কত কথাই মনে হচ্ছে! মনে পড়ছে, পঞ্চকোটের সেই দিনগুলো—সেই কোল ভীল সাঁওতাল মেয়েদের কালো কালো দেহে নিটোল স্বাস্থ্য—মাথায় জবা-ফুল গোঁজা—মাদলের তালে তালে নৃত্য করছে। (একটু পরে) মনে পড়ছে, কানন-কুন্তলা সাগরদাঁড়িতে সেই বিশাল বাদামগাছটা—আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। সেই বটগাছটাও—যার তলায় ব'সে ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়তাম। বটগাছটা এখনও বেঁচে আছে —শ্যামল সতেজ তার পাতাগুলি প্রাণরসে টলমল করছে দেখে এলাম। সব ঠিক আছে—আমি ফুরিয়ে গেলাম। The end so quickly!

হেনরিয়েটা। Oh don't, dear.

মধু। Well, I won't.

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

But I cannot kill my thoughts। যতক্ষণ বেঁচে আছি, ভাবতে হবে —this brain is a terrible machine!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন

Did I not fight my utmost, Henrietta? কত কি করলাম! বিলেত গেলাম—ব্যারিস্টার হলাম—হাইকোর্টে চাকরি নিলাম—আবার ব্যারিস্টারি করলাম—পঞ্চকোটে চাকরি নিয়ে গেলাম—ফের ব্যারিস্টারি করছি।

হেনরিয়েটা। সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।

মধু। ঠিক হয়ে যাবে? (হাসিয়া) **I envy your optimism.**

হেনরিয়েটা। কেন এমন করছ তুমি আজ? শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে?

মধু। **I am not sorry for myself**—তোমাদের কোন ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারলাম না—এইটেই আমার দুঃখ। শর্মিষ্ঠার বিয়েটা দিয়ে দিয়েছি—**I have done a great duty—I hope Floyd will make her happy.** (সহসা) মহারাণী স্বর্ণময়ী কি সুন্দর গাউনটা দিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠাকে মনে আছে তোমার? **It was lovely.**

আবার চুপ করিয়া গেলেন

হেনরিয়েটা। (স-স্নেহে তাঁহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিলেন) শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে আজ?

মধু। যা হয়েছে তার চেয়ে আর কি হতে পারে! গলায় ঘা হয়েছে, পেটে জল হয়েছে, পিলে হয়েছে—রক্ত বমি করছি। এখনও অন্ধ হয়ে যাই নি—**this much is wanting! Milton became blind**—হোমারকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হয়েছিল—**Virgil, Ovid, Dante were exiled—Tasse, Bunyan were imprisoned! I don't expect a better lot. I shall die the gloriously miserable death of a poet.** এইটুকু শুধু দুঃখ যে, তুমিও আমার সঙ্গে কষ্ট পেলে। **You have shared my miseries but cannot share my glories. The future will remember poet Madhusudan, but not Henrietta who inspired him. This idea is**—(সহসা উদ্দীপ্ত

হইয়া) Why did you stick on to me—you foolish woman ! রেবেকা আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচে গেল—দেবকী slipped away from my fatal grasp—why did you stick on ?

হেনরিয়েটা। (অসহায়ভাবে) এমন করছ কেন তুমি ? একটু স্থির হও—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধুসূদন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন

মধু। সব ঠিক হয়ে যাবে—ঠিক। (সহসা) সত্যি ক'রে বল তো Henrietta—were you happy with me ? পেছনে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এদিকে এস না—

হেনরিয়েটা সামনের দিকে আসিলেন

হেনরিয়েটা। Need I say that in so many words ! লাউডন স্ট্রীটের বাড়ীতে যে সুখে ছিলাম আমরা, তেমন সুখ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ! প্রকাণ্ড বাড়ী—গাড়ি—

মধু। Wait, wait, you will get time enough to live on memories. Don't exhaust them now. (সহসা হেনরিয়েটার গায়ে হাত দিয়া), এ কি, জ্বরে যে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে ! কখন থেকে জ্বর হয়েছে আবার ?

হেনরিয়েটা। না, জ্বর হয় নি আমার—ও কিছু নয়।

মধু। কিছু নয় কি ! ডাক্তার পামারকে খবর পাঠাই কাকে দিয়ে ?

হেনরিয়েটা। Don't you worry. আমার বিশেষ কিছু হয় নি। আচ্ছা, তোমার বন্ধুরা বলছেন, কবিরাজি করাতে। Why not try a Kaviraj, dear.

মধু। I cannot degrade myself.

বাহিরে একটা কোলাহল ও বচসা শোনা যাইতে লাগিল

হেনরিয়েটা। Oh, dear—

বয়-ভৃত্যের প্রবেশ

বয়। বিল নিয়ে এসেছে কয়েকজন লোক—ভিতরে আসতে চাইছে—গালাগালি দিচ্ছে।

হেনরিয়েটা। এখন যেতে বল—বল, সায়েবের শরীর খারাপ—

বয় চলিয়া গেল

মধু। Henrietta, this is hell. (সহসা উঠিয়া) Please let me go—I shall plead guilty—I shall tell them that I am a pauper now—এক কপর্দকও আমার কাছে আর নেই—তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও মেরে ফেল—অপমান আর ক'রো না—আর সহ্য করতে পারি না আমি।

হেনরিয়েটা। Please don't—please—

তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। মধুসূদন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিলেন—মুখে বিচিত্র হাসি

মধু। Am I not playing my part well! Marvellous—isn't? (সহসা) যাও, তুমি শোও গে যাও—জ্বর গায়ে ব'সে থাকবার দরকার নেই। Give me that bottle of Brandy and Dante's Inferno.

হেনরিয়েটা। Now, don't excite yourself.

হেনরিয়েটা ভয়ে ভয়ে মধুর আদেশ পালন করিলেন—ব্রাণ্ডি ও 'ইন্‌ফার্নো' আগাইয়া দিলেন

হেনরিয়েটা। আমার যা দু-একখানা শৌখীন কাপড় গয়না এখনও বাকি আছে—সব বিক্রি ক'রে দাও। আমাদের এই আসবাবপত্র যা-কিছু আছে সব বিক্রি ক'রে দাও—ঋণ শোধ ক'রে ফেল—তুমি সুস্থ হও—আবার সব হবে।

মধু। (মিনতি করিয়া) Do leave me alone, Henrietta. যাও ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়—You are ill, my dear. Go—

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন—মধুসূদন নির্জলা ব্রাণ্ডি খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া 'ইন্‌ফার্নো'-খানা খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন। বয় আসিয়া প্রবেশ করিল ও একখানি কার্ড দিল।

(কার্ডখানি দেখিয়া) সাহেবকে আসতে বল।

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও
যথারীতি অভিবাদন করিলেন

Good afternoon মনু—এস। I hope you have not come to remind me of my debts !

মনোমোহন। (সহাস্যে) What rot !

মধু। (সহসা) উঃ, বিদ্যাসাগর, উমেশ আর স্বর্ণময়ীর ঋণটাও যদি শোধ ক'রে যেতে পারতাম ! ওঁদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় আমার, অথচ they are the people I respect most.

আবার মদ্যপান করিলেন

Will you have a drop, মনু ?

মনোমোহন। No thanks. কিন্তু আপনি এ করছেন কি ? চারিদিকে কপাট জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে নির্জলা মদ খাচ্ছেন !

মধু। (সহাস্যে) There is no doubt about it.

মনোমোহন। এর পরিণাম কি জানেন ?

মধু। জানি না ? গলায় ছুরি বসালেও পারতাম—but this is a process equally sure but less painful.

মনোমোহন। (হাসিয়া) আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না ! দিনকতক একটু নিয়মে থাকুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধু। (আর একপাত্র পান করিয়া) হেনরিয়েটাও এতক্ষণ ঠিক ওই কথাই বলছিল আমাকে। সে মেয়েমানুষ, তার মুখে ওসব কথা মানায়। But you are not only a man but a clever barrister—you should not talk nonsense.

মনোমোহন। কি আশ্চর্য ! এমন মরীয়া হয়ে উঠেছেন কেন বলুন তো ?

মধু। Do you think I want to die? Do you think I want to leave this beautiful world? No. But the fact is there is no way out of it. তা ছাড়া, আমার এখন বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। Why should I drag on this miserable existence any more? Why should I?

মনোমোহন। বাঁচতে হবে বই কি আপনাকে—we cannot afford to loss a genius like you.

মধু। But the genius is dead long ago. আমি এখন তার প্রেতাত্মা—genious in another sense of the word! A dead volcano.

মনোমোহন। কি যে বলেন আপনি!

মধু। ঠিকই বলছি। (একটু পরে) অনেক আগেই আমার ম'রে যাওয়া উচিত ছিল।

মনোমোহন। এ কথা বলছেন কেন?

মধু। 'সধবার একাদশী' পড়েছ? দীনবন্ধু has become popular at my cost! By the bye, where is বঙ্কিম? He is the coming light, I would like to see him.

মনোমোহন। দীনবন্ধুর কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ যে আপনি তা কে বললে?

মধু। কে আবার বলবে! Am I a fool?

মনোমোহন। না না, ওটা আপনার ভুল। দীনবন্ধু নিজে সে কথা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, মধু কি কখনও নিম হয়?

মধু। এ রসিকতা থেকে কিছু প্রমাণ হয় না।

মনোমোহন। এ আপনার অন্যায় রাগ কিন্তু!

মধু। আমি রাগ করি নি—I have appreciated the satire—I admit he has got a powerful pen—but still it hurts. কেমন আছে সে আজকাল? শুনেছিলাম সেও অসুস্থ—

মনোমোহন। তাঁর ডায়াবিটিস্ হয়েছে শুনেছি।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন

মধু। (সহসা) আমি কি সত্যই নিমে দত্তের মত?

মনোমোহন। **Far from it!** আপনার মত চরিত্র—

মধু। (বাধা দিয়া) আমার চরিত্রে প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই—**I am reckless, tactless, thoughtless, and everything-less.**

মনোমোহন। বলেন কি! এক বিদ্যাসাগর ছাড়া আপনার মত মহানুভব লোক তো আমি আর দেখি নি।

মধু। **You are a darling** মনু। **But don't try to delude me. I understand you and thank you.**

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন

মধু। মনে হচ্ছে—(থামিয়া গেলেন)

মনোমোহন। কি মনে হচ্ছে?

মধু। মনে হচ্ছে সারাজীবন ধ'রে কোন্ মরীচিকার পেছনে ছুটলাম এতদিন—কাব্য? যশ? টাকা?

মনোমোহন। আপনার মত লোকের কখনও টাকা হতে পারে?

মধু। আমি তো টাকা চাই নি—আমি সুখে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ জীবনে তা আর হ'ল না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল!

মনোমোহন। সব হবে আবার—আপনি একটু সামলে উঠুন।

বয় প্রবেশ করিল ও একটি ডাকের চিঠি দিয়া গেল

মধু। (পত্র পাঠান্তে) সকলেই ভদ্রলোক! সকলেই আমাকে অনুগ্রহ করতে চায়!

মনোমোহন। কার চিঠি?

মধু। উত্তরপাড়ার জয়কেষ্ট মুকুজ্জের—লিখেছে তাদের লাইব্রেরি-ঘরটায় গিয়ে থাকতে। সাদরে আহ্বান করেছে।

মনোমোহন। বেশ তো, যান না।

মধু। হ্যাঁ, যাব বই কি। (সহসা) **Do you realise what it really means?** কিন্তু না—**I am talking nonsense**—যাব—তুমি একটা বজরা যোগাড় ক'রে দাও—**Yes, I want a little respite**—পাওনাদারদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি।

মনোমোহন। বউদি কোথা?

মধু। তার খুব জ্বর—যাও না, দেখে এস, পাশের ঘরেই আছে—তোমার সঙ্গে তো কোন **formality** নেই—বয়টাকে ডেকে একটা খবর দিয়ে যাও।

মনোমোহন ভিতরের দিকে গেলেন। নেপথ্যে 'বয়' 'বয়' ডাক শোনা গেল। মধুসূদন আবার খানিকটা মদ্যপান করিলেন ও 'ইন্‌ফার্নো'-খানার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। সহসা গোবর্ধন দত্ত নামক এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন পাওনাদার

গোবর্ধন। নমস্কার দত্ত সাহেব!

মধু। এ কি, গোবর্ধন যে! এস।

গোবর্ধন। আপনার চাকরটা ঢুকতেই দেয় না—এ তো এক মুশকিল! সে ভেতরে যেতেই ঢুকে পড়লাম আমি। আপনার অসুখ নাকি?

মধু। হ্যাঁ, ভাল নেই শরীরটা। তারপর খবর কি?

গোবর্ধন। খবর ভালই।

মধু। দিগম্বর ভাল আছে?

গোবর্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ। (একটু ইতস্তত করিয়া) টাকাটার কোন ব্যবস্থা হ'ল?

মধু। কিচ্ছু হয় নি।

গোবর্ধন। অনেক দিন ধ'রে প'ড়ে রয়েছে টাকাটা—

মধু। (সহাস্যে) এই সমস্ত ফার্নিচারই তো তুমি দিয়েছিলে—না?

গোবর্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। এইগুলোই তুলে নিয়ে যাও **and release me.** ওই **bust-**

গুলোও নিয়ে যাও—অনেক দাম দিয়ে বিলেত থেকে কিনে এনেছিলাম ওগুলো—ওই বইগুলোও—সব নিয়ে যাও—সব নিয়ে যাও—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে ? **Take them all !**

গোবর্ধন। (সঙ্কুচিত হইয়া) আজ্ঞে, সে কি হয় ! টাকা হ'লে দেবেন এখন পরে। আমি শুধু এমনি খবর নিতে এসেছিলাম। যাই তা হ'লে—নমস্কার !

গমনোদ্যত

মধু। ওহে, শোন শোন—আমার কতকগুলো অপ্রকাশিত কবিতা আছে। নেবে ? নাও তো দিতে পারি। বিক্রি করলে কিছু পেতে পার।

গোবর্ধন। আজ্ঞে না। টাকা যখন হয় দেবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না ওর জন্যে—

চলিয়া গেলেন

মধু। অনুগ্রহ ! গোবর্ধনের মত লোকও অনুগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে আমাকে ! আর কেন ? **Out, out brief candle.**

মনোমোহন ঘোষ পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি কাগজ

মনোমোহন। আচ্ছা, আপনি এ কি কাণ্ড আরম্ভ করেছেন বলুন দেখি !

মধু। কি ?

মনোমোহন। আপনি এ কবিতা লিখেছেন কেন ? বউদিদি এই কবিতাটি পড়ছিলেন আর কাঁদছিলেন ! ছি-ছি, ভারি অন্যায় আপনার ! এটা নাকি আপনার ওয়েস্ট্ পেপার বাস্কেটে পড়ে ছিল—শর্মিষ্ঠা কুড়িয়ে পেয়েছে।

মধু। ও সেই কবিতাটা ! আজকাল কোথায় যে কি ফেলি মনে থাকে না আমার। রেভারেণ্ড গোপাল মিত্তিরের গ্রীক বইখানা এনে কোথায় যে হারালাম ! কবিতাটা দেখি—

মনোমোহন। এ কবিতা লেখা কি আপনার উচিত হয়েছে ?

মধু। Why not ? I am digging my own grave, why shall not write my own epitaph too ? ওটা দাও আমাকে।

মনোমোহনের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন ও চেয়া বিকৃত স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষী তীরে
জন্মভূমি—জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

পড়িয়া একটু হাসিলেন। মনোমোহন মাথা নীচু করিলেন। মধুসূদন আবার আবৃত্তি করিলেন

জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম—

শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চেয়ারে এলাইয়া পড়িলেন

শেষ দৃশ্য

১৮৭৩ খৃঃ অঃ ২৯শে জুন, রবিবার। বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সম্মুখে 'বঙ্গদর্শনে'র ফাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের এক হস্তে ফরসির নল, অন্য হস্তে লেখনী। রাত্রিকাল। সহসা দুয়ার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে সাহেবী পোষাক—বগলে একগাদা বই। মধুসূদনকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

বঙ্কিম। এ কি, আপনি ! আপনি এ সময়ে হঠাৎ ! বসুন।

মধু। (উপবেশনান্তে) তোমাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে হ'ল! লিখছিলে নাকি? কি লিখছ?

বঙ্কিম। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্যে লিখছি—

মধু। Good! তোমার 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' পড়েছি—চমৎকার হয়েছে—চমৎকার! তোমার 'বঙ্গদর্শন'ও সুন্দর হচ্ছে! You have created real romances in our literature, I congratulate you. আমার এই বইগুলো তোমায় দিতে এলাম—I hope you will take care of them—দেখ, জীবনে অনেক কিছু করব মনে করেছিলাম। আরও ঢের ভাল কাব্য লেখবার ইচ্ছে ছিল আমার—ইচ্ছে ছিল ভাল গদ্যও রচনা করব—শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখবারও আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিছুই আর হয়ে উঠল না। তোমার ওপর আমার অনেক আশা। I hope you will do what I could not.

বঙ্কিম। আপনার অসুখ শুনেছিলাম—

মধু। (সহাস্যে) I have been cured now. I am going out for a long change.

বঙ্কিম। কোথায়?

মধু। ঠিক জানি না।

বঙ্কিম। ফিরবেন কবে?

মধু। তাও ঠিক জানি না। এবার উঠি—সময় নেই বেশী আমার—God bless you, my boy—keep the flag flying—Good-bye.

ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন

(নেপথ্যে) বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন নাকি?

বঙ্কিম। আছি—আসুন।

জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন

ভদ্রলোক। খবর শুনেছেন? আপনাদের কবি মাইকেল মধুসূদন মারা গেছেন।

বঙ্কিম। (সবিস্ময়ে) মারা গেছেন? মাথা খারাপ হ'ল না আপনার!

ভদ্রলোক। এইমাত্র কোলকাতা থেকে একজন লোক এল, তারই মুখে শুনলাম। আজই মারা গেছেন—আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে। উত্তরপাড়ায় জয়কেষ্ট মুখুজ্জের লাইব্রেরিতে ছিলেন—সেখানে বাড়াবাড়ি হওয়াতে আলিপুর হাসপাতালে আনা হয় তাঁকে। সেখানেই মারা গেছেন।

বঙ্কিম। (হাসিয়া) একেবারে বাজে গুজব।

ভদ্রলোক। কি যে আপনি বলেন মশায়! শুধু তিনি নন, তাঁর মেম-সাহেবও মারা গেছেন—তিনিও ভুগছিলেন। তবে তিনি হাসপাতালে মরেন নি—বেনেটোলার বাড়ীতে মরেছেন—স্বামীর আগেই মারা গেছেন শুনলাম।

বঙ্কিম। মশাই, আপনি আসবার ঠিক আগে এই বইগুলো—(সবিস্ময়ে) কই, বইগুলো কোথা গেল—তাই তো, বইগুলো এইখানে ছিল যে—এ কি!

ভদ্রলোক। কি বই?

বঙ্কিম। এইখানে ছিল যে বইগুলো – কি আশ্চর্য!

ভদ্রলোক। অত বড় একজন কবি—কি কষ্টেই যে মারা গেছেন, শুনলে চোখের জল রাখা যায় না।

বঙ্কিম। মধুসূদন মরে নি—মরতে পারে না—অসম্ভব।

॥ যবনিকা ॥